মন্দির

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

ওঁ

মন্দির

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী (ইউ,পি)

মূল্য ৫-০০ (পাঁচ টাকা) [মাশুল স্বতন্ত্র

মুদ্রণ -সংখ্যা ৩,০০০ (তিন হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১
[1976]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :—

অযাচক আশ্রম

ডি, ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১ ইউ, পি,
(লাক্সা পুলিশ চৌকির পিছনে)

কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে :—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি, আই, টি, রোড, কাঁকুড়গাছি, পোষ্ট অফিসের পূর্ব্বদিকে কলিকাতা-৭০০০৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, কালীবাড়ী-ভিতর-প্রাঙ্গণ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৩৫

ডাকে নিতে হইলে অগ্রিম মূল্য সহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রিণ্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ডি৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ১৩৫৩ সালের ১৫ই আষাঢ় রথযাত্রার দিন "মন্দির" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোট ২৪৭টী গান নিয়া মন্দির প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। রচনা-রীতি, রচনা-কাল, ভাব-পারম্পর্য্য প্রভৃতির হিসাব করিয়া সঙ্গীত-সমূহের সংগ্রথনের ক্রম-নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন গায়ক এই গানগুলি বিভিন্ন সুরে গাহেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও রাগ-রাগিণীর সংযোগ প্রায় গানেই করা হইল না। অধিকাংশ গীতই পুস্তকে মুদ্রিত হইবার বহু পূর্ব্বে সাধক ও গায়কদের সমাজে সমাদরণীয় হইয়াছে। বহু বাউল, ফকীর প্রভৃতিরা এই সকল সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ান। কোনও কোনও গান গ্রামোফোনের মারফৎও প্রচারিত হইয়াছে। এগারটী গান "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" সবাক্ ছায়াছবির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত তাহাদের পদমাধুর্য্যে, সুর-সৌন্দর্য্যে, ভাব-পেলবতায় ও অর্থের সরল সরসতায় আপনা আপনি ভক্তসমাজে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। নানা স্থানে বর্ষে বর্ষে গুণী গায়কেরা "স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত-সম্মিলনী" করিয়া মহান্ তাপসের রচিত সঙ্গীতসমূহ গাহিয়া থাকেন। এই কারণে ইহাদের পরিচয় দিবার জন্য অতি-বিস্তারের আবশ্যকতা দেখি না। এই পবিত্র সঙ্কলন জন-সাধারণের হস্তে পৌছিয়াছে দেখিলেই কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি—১৩ পৌষ, ১৩৬৬ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী।

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

পূর্ব্ববঙ্গের অন্তঃপাতী ত্রিপুরা (অধুনা কুমিল্লা) জেলার অন্তর্গত কমলাসাগর (তৎকালীন কসবা)-নিবাসী শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গত) যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৩২৯ সালে "মন্দির" এর কতকগুলি গান "গানের বই" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। গানগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। বহিখানা সম্ভবতঃ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

"মন্দির"এর গানগুলি অধিকাংশই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। দুই চারিটি গান প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কোনো কোনো গান দশ পনের বৎসরের মধ্যে রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ-কালে তাহার দুই চারিটীও গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ-পত্রে উপরে লিখিত যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বাঘাউড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত (অধুনা স্বর্গত) আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পর্কে সঙ্গীত-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"বাংলা ১৩২৯এর অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৩১এর কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পূর্ণ দুইটি বছর আপনার গৃহের পূজা-মণ্ডপে প্রায় প্রতি রজনীতে রাত্রি ৯টায় এবং প্রতি উষাগমের পূর্ব্ব সময়ে আমার কণ্ঠ গান গাহিত, আপনার হস্ত মৃদঙ্গ বাজাইত। সেই দিন যাহা রচনা করিয়াছিলাম, তাহারই কতকাংশ এই "মন্দির"কে নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই গ্রন্থের সহিত আপনার প্রীতিমাখা স্মৃতি চিরস্থায়ী হইয়া রহুক।"

সঙ্গীত-সূত্রে মিত্রতা অনেক সময়ে অভাবনীয় স্থায়িত্ব পাইয়া থাকে, তাহার ইহা একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণে "মন্দির"এর সঙ্গীতগুলি পর পর যে ভাবে সাজান ছিল, তাহার পরম্পরা একটু পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।

মুদ্রণ-কার্য্য চলিতে চলিতে পুরাতন সময়ের রচিত আরও দুই চারিটি গান পাওয়া গেলে, যেখানে যেটি বসান যায়, সেখানে সেটি বসাইয়া দেওয়া হইবে। ইতি—৭ই মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৮ বাং

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী—১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত বর্ত্তমানে ভক্ত ও গায়কদের সমাজে এক মহা-সমাদৃত বস্তু। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ত বটেই, অন্যান্য মাসেও নানা স্থানে বিরাট বিরাট আসরে সাধক ও ভক্তেরা স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত ভক্তি-সহকারে পরিবেশন করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্য নহে যে "মন্দিরে"র চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণ করিতে হইল। ইতিমধ্যে "মূর্চ্ছনা ও "মঙ্গল-মুরলী" সঙ্গীতগ্রন্থদ্বয়ও বাজারে ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

মন্দির

স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতের আসল মর্ম্মগাথা পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন। দেশব্যাপী চরিত্রগঠন আন্দোলন চলিতেছে, প্রত্যেক সভাতে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত গীত হয়। চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণ কালে নূতন কোনও সঙ্গীত সংযোজিত হইল না। ইতি—পৌষ, ১৩৮৩

কিমধিকমিতি

নিবেদক

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অযাচক আশ্রম
ডি৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০০১

উৎসর্গ

যাহার কণ্ঠে
আমার প্রভুর গান,
তাহারে করিনু
সমস্ত মোর দান ॥
"আমি" বা "আমার",—
বৃথা ভ্রম-ভার,—
রাখিব না অভিমান ॥

আমার প্রভুর
গানে ভরপূর
অনন্ত কোটি ধরা,
আমার প্রভুরই
মূরতি নেহারি'
প্রকৃতি স্বয়ম্বরা ;
প্রেমের প্লাবনে
নিখিল ভুবনে
ভাসুক সবার প্রাণ,
(ওগো), ডুবুক সবার প্রাণ ॥

৩০ই পৌষ, ১৩৬৬
মঙ্গলবার।

স্বরূপানন্দ

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ
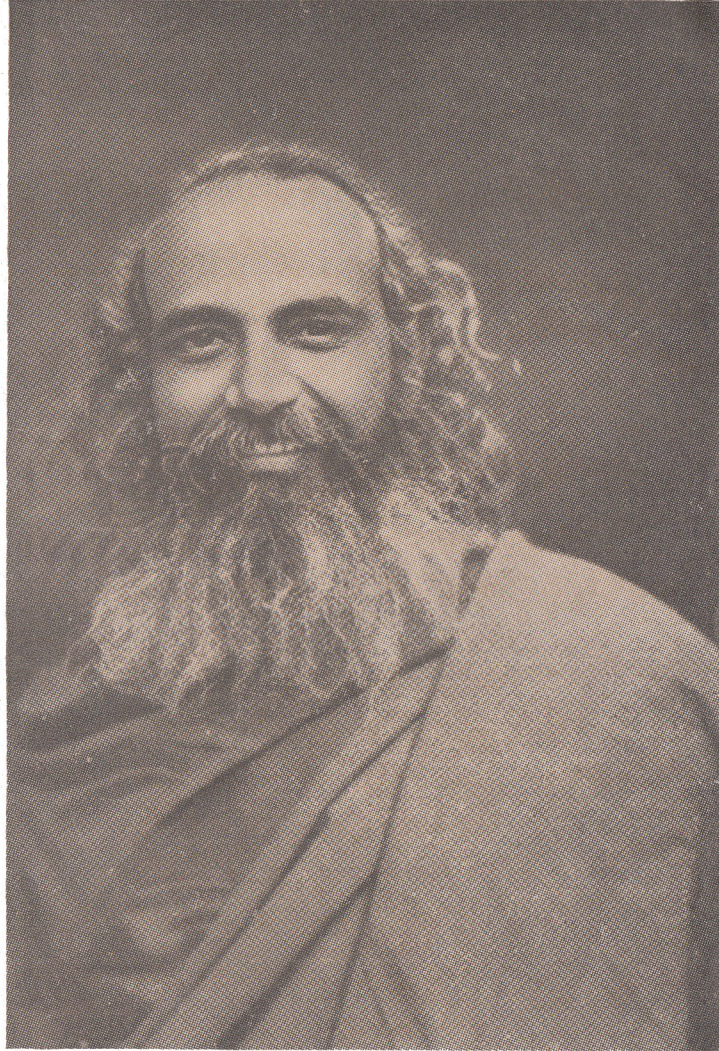
মন্দির

(১)

সমবেত উপাসনা

আরতি

ভৈরবী ত্রিতাল

(বহুকণ্ঠে একত্র গেয়)

জয় জয় ব্রহ্ম, পরাৎপর, ঈশ্বর,
শমন-গর্ব্ব-পরিভঞ্জ ।
জয় জয় শান্ত, সমাহিত, সুন্দর,
জয় মন্মথ-মদ-গঞ্জ ॥

পরমানন্দ, নিকেতন, কারণ,
সঙ্কট-তারণ, বন্ধু,
সত্য, সনাতন, ভবভয়-বারণ,
নিরাশ-হৃদি-পূর্ণেন্দু,
মানস-মোহন, ভক্ত-পরায়ণ,
চির-মঙ্গল-মধু-পুঞ্জ ॥

জয় জয় শাশ্বত, বিশ্ববিধায়ক,
জয় জয় স্রষ্টা, সংহর, পালক,
জয় জগজীবক, পাবক, তারক,
শরণাগত-জন-কল্মষ-হারক,
নিরঞ্জন, জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ,
পরম-প্রেম-রসাল,
নিখিল-ভুবনময়, বিশ্বনাথ, প্রভু,
দীন-সহায়, কৃপাল,
অন্ধ-নয়ন-যুগ-তিমির-বিনাশক,
নিত্য-প্রদীপ্ত জ্ঞানাঞ্জ ॥

*   *   *

গুরুস্তোত্র

বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
বন্দে সদা-সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্ ॥

প্রেমাবহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
কামাপহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্ ॥
পাপাপহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
তাপাপহং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্॥

জ্ঞানাকরং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
ধ্যানাকরং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
পুণ্যাকরং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্,
নিত্যাভয়ং সুন্দরম্ শ্রীসদ্ গুরুম্ ॥

*   *   *   *

জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, ওঙ্কার-গুরু।
ওঙ্কার-গুরু, ওঙ্কার-গুরু, ওঙ্কার-গুরু, জয় ব্রহ্মগুরু ॥
জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, জয় ব্রহ্মগুরু, ওঙ্কার-গুরু ॥

*   *   *   *

ব্রহ্ম-গায়ত্রী

ওঁ ভূ-ভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ ॥

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প

(স্ত্রীলোকের পক্ষে) ওঁ জগন্মঙ্গলাহং ভবামি।
(পুরুষের পক্ষে) ওঁ জগন্মঙ্গলোহহং ভবামি।

জপ-সমর্পণ

ত্বমেব ধাতা হিতং ধেয়ো বা,
—ভক্তিস্ত্বমেব ভজনঞ্চ ভক্তঃ,
কিং প্রার্থয়ামি পরমমহেশ্বর,
—ত্বমেব শান্তিং বিদধাসি নূনং ॥ ১ ॥

কল্পবৃক্ষ ইব দদাসি সর্ব্বং,
—কদাপ্যপেক্ষাং করোষি নার্ত্তেঃ,
শরণাগতোহহং তব পাদপ্রান্তে,
—যথাভিসন্ধং কুরু কল্যাণম ॥ ২ ॥

*　　*　　*　　*

কীর্ত্তন

১। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,
২। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,
৩। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,
৪। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্ ॥
৩। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্,
১। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্, ॥
৩। হরি ওম্ হরি ওম্, হরি ওম্ হরি ওম্ ॥

*　　*　　*　　*

অখণ্ড-স্তোত্র

ওঁ অমৃতং সুন্দরং শান্তং নিত্যং প্রেমসুখাবহম্,
ভক্তানাং প্রাণ-সর্ব্বস্বং পরমানন্দ-বর্দ্ধকম্
অনন্তং নিখিলং সত্যং শুদ্ধমানন্দ-বিগ্রহম্,
ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রাভ্যাং দ্রষ্টব্যম্ অদ্বিতীয়কম্,
নান্যঃ প্রিয়তরো যস্মান্নাভূন্ন বা ভবিষ্যতি,
পতিতোদ্ধারকং মন্ত্রং ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১ ॥

ওঁ ধৃতং প্রেম্না জগদ্ যেন্ ত্রৈলোক্যং জায়তে যতঃ,
বিশ্রামো লভ্যতে যস্মিন্ শ্রান্তে ক্লান্তে চ জন্মসু,
পিপাসাসু চ সর্ব্বাসু যস্তু তৃষ্ণাপহারকঃ,
প্রার্থনাসু চ সর্ব্বাসু সর্ব্বথা কামপূরকঃ,
স্থূলে সূক্ষ্মে ইহামুত্র চৈতন্যম্ আত্মসংস্থিতম্,
প্রাণদং প্রেমদং পুণ্যং মন্ত্ররাজং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধের্বিমর্দ্দকম্,
স্বরূপং সর্ব্বভূতানাম্ অখণ্ডং নাদ-রূপকম্,
বিজ্ঞানং পরমং ব্রহ্ম চিদানন্দ-ঘনং শুভম্,
ব্রহ্মেন্দ্রা বিষ্ণু-রুদ্রাশ্চ ধ্যায়ন্তি যম্ অহর্নিশম্,
গায়ন্তি ঋষয়ো দেবা ভক্তি-ব্যাকুল-চেতসঃ
সর্ব্বামহমিকাং ত্যক্ত্বা মহামন্ত্রং ভজাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

*　　*　　*　　*

শান্তি-বাচন

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি †

---

† "সমবেত উপাসনা" শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কণ্ঠে গ্রামোফোণ রেকর্ডে গীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই রেকর্ড আর পাওয়া যায় না। "জয় জয় ব্রহ্মপরাৎপর" স্তোত্রটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে প্রারম্ভ-সঙ্গীত রূপে দ্রুত-লয়ে গীত হইয়াছে। সম্পূর্ণ সমবেত উপাসনার লং-প্লেয়িং ষ্টিরিও রেকর্ড "মালটিভারসিটি" দ্বারা করা হইয়াছে।

(২)

আমার পর্ণকুটীর খানিরে
মন্দির কর তব
পূর্ণ করহ বর্ণে গন্ধে,
আয়োজনে অভিনব ॥

তোমার প্রেমের আরতির বাতি
জ্যোতিরুল্লাসে করি' মাতামাতি
ধূপের ধোঁয়ায় খেলিয়া বেড়াক,
জমুক মহোৎসব ;
রিক্ত আমাতে ঝরিয়া পড়ুক
স্বরূপের বৈভব ॥

দিকে দিকে তব বন্দনা-গীতি
জাগাক সুপ্ত প্রাণ,
তোমার কোমল দৃষ্টি বহাক
সবার নয়নে বান ;

তুমি আজ জাগো, সবারে জাগাও ;
আমি গাহি গান, তুমি সাথে গাও ;
প্রেমের পরশে জাগুক হরষে
আনন্দ-কলরব,
প্রতি অনুপলে লীলা-চঞ্চল
নব নব অনুভব ॥

মন্দির

তুমি আজি গাহ গান,

বহাও প্রেমের বান,

বাজাও তোমারি সুরে

হৃদি-যন্ত্রটীরে ;

তোমারি মধুর নামে

লহ মোরে ঘিরে ॥

(৫)

এস এস সুন্দর বন্ধু আমার !

দিব্য বিভায় কর দিগ্‌দেশ উজ্জ্বল,

হৃদয়-গুহার কর লুপ্ত আঁধার ॥

আসন পাতিয়া বঁসি আপন হাতে

পাতাও প্রেমের খেলা আমার সাথে,

হেসে হেসে কথা কও,

মন-প্রাণ কেড়ে লও,

করহে আলিঙ্গন বারংবার ॥

কেমন করিয়া আমি
তুষি তোমারে,
শিখাইয়া দাও প্রভু
সে কথা মোরে ;
যাহাতে তোমার সুখ,
তৃপ্তি যাহে,
তাহাই তোমারে দিতে
পরাণ চাহে ;
তোমারি সুখের লাগি'
আমি তব অনুরাগী,
তব সুখ ছাড়া কিছু
নাহি চাহি আর ॥

(৬)

বেহাগ, একতালা

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে ; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর ॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভরপূর ॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর ॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে ;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর ॥

(৭)

বিলাইব অমৃত-ভাণ্ডার,
তাতে আর ভয় কি রে কার ?

সকলেরে দিব সমভাবে
ব্যাকুল হইয়া যেবা চাবে,
ছোট-বড় দীন-ধনী যত
সকলেরে দিব অধিকার ॥

"তোরা নীচ", "তোরা হীন" বলি'
কাহারে না যাব পায়ে দলি',
সবারে টানিয়া আনি' কাছে
সকলের হব আপনার ॥

(৮)

লুম্ ঝিঁঝিট, ঠুংরী

হারে, ওঙ্কারে বীণা বাজে রে।
বাহিরে বাজে না, বাজে
প্রাণ-মাঝারে।
বাহিরে বাজে না, বাজে
মনো-মাঝারে ॥

মরমের কাণে শুনি
কী বা মধুর ধ্বনি
—এই সরমের কাণে নয়—
—এই ভরমের কাণে নয়—
দিবা যামিনী,   নাচে পরাণি
—তালে বেতালে—
আকুলি' ব্যাকুলি' উঠি বারে বারে।
পরাণ জুড়িয়া শুধু চাহি তারে ॥

সরস পরশ লাগি'
হরষ উঠিছে জাগি';
দরশ আশে   শ্বাসে শ্বাসে
গভীর রাগিনী শত উঠে ফুকারে।
ওঙ্কার-ঝঙ্কার তারে তারে ॥ *

(৯)

লছমী ; দাদ্‌রা

প্রাণের বীণা মধুর সুরে
প্রণব-গাথা গা রে,
জাগারে আজ সুপ্ত চেতন
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ॥

---

* "ওঙ্কারে বীণা বাজে রে" এই গানটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে গীত হইয়াছে।

জগৎ-জোড়া যতেক ধ্বনি,
প্রণব যে তার মধ্যমণি,
এই বিভূতির কর্‌রে প্রকাশ
টঙ্কারে টঙ্কারে,
সেই মহিমার বিকাশ ঘটা
তোর ঐ তারে তারে ॥

সকল নামের সমন্বয়
একটী নামেই সুনিশ্চয়,
এই নামেতেই মজুক আমার
হৃদয় নির্ব্বিচারে,
নিখিল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত
পবিত্র ওঙ্কারে ॥ *

(১০)

কোটি গ্রহতারা আপন কক্ষে চলে
বল বল কার মধুময় নাম ব'লে ?
অনন্ত নভঃ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়
দিবারাতি তারা কার মহানাম কয় ?
কার কাছ হ'তে ছুটিয়া আসিয়া তারা
ভ্রমিছে বিশ্ব নির্ভয় কুতূহলে ?

---

* "প্রাণের বীণা মধুর সুরে" এই গানটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়া-ছবিতে গীত হইয়াছে।

বিশ্বনাথের বিশ্বনামের ধ্বনি
গমকে গমকে উঠিতেছে নিঃস্বনি',
সবার কণ্ঠে ওঙ্কার-মধুনাম
রোমাঞ্চ-ভরা আনন্দে উচ্ছলে ॥

(১১)

কার ঐ সুমধুর গান ?
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে জাগাইছে চিত মোর,
মথিত করিছে মন-প্রাণ ॥

রবি-শশি-তারকায়
কার নাম-গান গায় ?
বিষ্ণু-মহেশ্বর কার করে ধ্যান ?
কার সুধামাখা বাণী
পরাণে পরশ হানি'
ইন্দ্র বরুণে করে মহা-মহীয়ান্ ?
ব্রহ্মা সৃজিছে কত বিশ্বজগৎ
মনে মনে ভাবি' কার নাম সুমহৎ ?
সীমার মাঝারে কারে
রূপ দিতে বারে বারে
লক্ষ প্রয়াসে করে সৃষ্টি মহান্ ?

(১২)

প্রণব কুসুম আজি
ফুটিল বনে
পূরিল সকল সাধ
যা ছিল মনে ॥
একটী ফুলের মাঝে
নিমেষেই জাগিল যে
বিশ্বের যত ফুল
শুভ-লগনে ॥

সকলের মুখে হাসি,
প্রাণভরা বাজে বাঁশী ;
সকলে মিলিয়া এক
প্রেম-সাধনে
একের মাঝারে সব
দেখে নয়নে ॥

(১৩)

রূপের ভাষা শুনতে খাসা,
চ'খ বুঝে তা বুঝতে হয় ;
অমাবস্যার শূন্য আঁধার,
প্রকাশ তাতে জ্যোতির্ম্ময় ॥

অণুর অণু, রেণুর রেণু,
তার মাঝারে ধ্বনির জয়,
আমার, তোমার, বিশ্বজনার
সকল ভাষার সমুচ্চয় ॥

পায়ের তলায় মাটির দলায়
চিৎ-স্বরূপের মন্ত্র কয়
আকাশ-পথে আলোর রথে
অনন্ত নক্ষত্র-চয় ॥

কণ্ঠ-ভাষে সবাই হাসে,
স্তব্ধবাণী কেউ ত' নয় !
ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বিশ্ব-জগৎ
একটী নাদের সমন্বয় ॥

(১৪)

ভৈরবী দাদ্‌রা

আবাদ কত্তে মন ছিল না *
বন্ধু কে এক এসে,—
"চাষার বিদ্যা শিখ্‌তে হবে"—
বল্লে হেসে হেসে।

---

* "আবাদ কত্তে মন ছিল না" এবং "পেয়েছি ভাই, আসল বীজের" গান দুইটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে রচয়িতার নিজ পুণ্যকণ্ঠে গীত হইয়াছে।

"বজ্র-কঠিন এই পাথরে
ফুট্‌বে রে ফুল থরে থরে,
মরুভূমির শুষ্ক বেলা
সাজবে সবুজ বেশে",—
বলে হেসে হেসে ॥

নিলাম কিনে ঝুড়ি, কোদাল,
চাষের বলদ, নিড়ানি, হাল,
বন্দোবস্ত নিলাম জমি
প্রাণের গভীর দেশে ॥

সেদিন থেকে পাট চলেছে,
শক্ত মাটির দম্ভ গেছে ;
বীজ-বপনের বেলায় যে গোল
—হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ঐং,
হুং, রাং, ক্রীং, হুং—
বীজ-বপনের বেলায় যে গোল
লাগ্‌ল অবশেষে ॥

(১৫)

ভৈরবী, তেওড়া

পেয়েছি ভাই, আসল বীজের
পেয়েছি সন্ধান।
বীজের জন্য খুঁজেছি এই
বিশ্বজগৎ-খান ॥

কেউ বলেছে,—"কামের বীজে
—ক্লীং, ক্লীং, ক্লীং—
প্রেমের ভুবন উঠ্‌বে সৃজে ;
কেউ বলেছে,—"মায়ার মন্ত্রে
—হ্রীং, হ্রীং, হ্রীং, হ্রীং—
স্বপ্ন-অবসান ॥"

পরশ-মণি ঘরে এল
—ওম্, ওম্—
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল,
অভয় পরাণ সবার সুখে
করল আত্মদান ॥

(১৬)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়॥

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়॥

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,
আমারি ত কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়॥

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায় ॥

(১৭)

ওগো বিশ্বদেব! গাহি'
তব বিশ্বনাম
মর্ত্যেরে করিব আমি
অমৃতত্ব-ধাম ॥
এক নামে আবরিয়া
নিখিল বিশ্বের হিয়া
সবারে করিব আমি
পূর্ণ-মনস্কাম ॥
সবার অভাব-রাশি
বিদূরিত করি'
কলুষ কালিমা ব্যথা
দুখ অপহরি'
সবারে টানিয়া বুকে
অনাবিল প্রেম-সুখে
সবার আননে দিব
রূপ অভিরাম ॥

সকলের কণ্ঠে দিব
দিব্য-গীতি-সুর,
সকলের চিত্তে দিব
তৃপ্তি ভরপূর,
সুরধনী সম প্রাণে
প্রেম অবিরাম ॥

(১৮)

বাউল

যে নামে সকল নামের সমন্বয়,
সে নামে ডাকতে তোমায়
করব আবার কিসের ভয় ?

এরা সব শূদ্র, চাঁড়াল,
এরা সব সব দুঃখী, কাঙাল,
তাই বলে কি ভগবানের
শ্রেষ্ঠ নামটী এদের নয় ?

যে যত থাকুক ছোট,
সকলের হৃদয়-বনে
কমল হয়ে তুমি ফোট ;
ওগো ও বিশ্বপতি !
তোমাতে থাকলে রতি,
সকলের বিরুদ্ধতা বিরূপতা
সবই মোরা করব জয় ॥

(১৯)

ইমন-কল্যাণ, একতালা

যাঁর প্রেমময় পায়ের পরশে
বেদনায়—
ফোটে ফুলহার,
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

বিশ্ব-বিদাহী বজ্র-অনলে
অবিরত যার সুধা-ধারা ঢালে,
ঝঞ্ঝা-গগনে ঘন-গরজনে
মুরজ-মন্দ্র যাঁর,—
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

অসহ অশেষ মৃত্যু-পীড়নে
যে দিল জাগিয়ে নিত্য জীবনে,
শেলাঘাতে যাঁর করুণা অপার
ঝরিতেছে অনিবার,—
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

লভি' শত দুখ, সন্তাপ-চয়
যাঁর প্রেরণায় ভুলিয়াছি ভয়,
জীবন-মরণ, আলোক-আঁধার,
ভুলিয়াছি পারাপার,—
নত মস্তকে বন্দনা করি তাঁর ॥

(২০)

তুমি আমার কতই আপন
দাও তুমি চিনিয়ে হে,
দাও তুমি চিনিয়ে,
তাই ত' আমার হয় না দুঃখ
আত্ম-বলি দিয়ে ॥

আমার সকল ব্যথার মাঝে,
আমার সকল যন্ত্রণায়,
আমার সকল পরাভবে,
আমার সকল লাঞ্ছনায়,
তুমিই আছ দয়াল হরি
অভয়-মূর্ত্তি নিয়ে হে,
অভয়-মূর্ত্তি নিয়ে ॥

আমার সকল অসম্মানে,
আমার সকল লাঠির ঘায়,
হৃদয় যখন ছিন্ন হ'য়ে
কেবল রুধির ব'য়ে যায়,
তুমিই আস প্রাণের প্রভু
সান্ত্বনা বিলিয়ে হে,
সান্ত্বনা বিলিয়ে ॥

জন্মভরা পরিশ্রমের
ব্যর্থতাতে অচঞ্চল
রয় যে আমার চিত্ত সদা,—
সে কি কেবল আমার বল ?
উৎস তুমি পরম-সুধার,
তাতেই ঘোচে বিষণ্ণ ভার,
সবল হ'য়ে দাঁড়ায় হৃদয়
নামের মধু পিয়ে হে,
নামের মধু পিয়ে ॥

(২১)

আমারে ঢাকিয়া রাখি'
আমারি সজল আঁখি
আমারে শুনায় আজি গান,
যত অহমিকা হরি'
ভুবন বিভল করি'
উথলি' মথিয়া সারা প্রাণ ॥

আকাশে ঝলসে কার ভূষা রে ?
একি নব-বরষের ঊষা রে ?
অবগুণ্ঠন-তলে
সিন্দূর-শোভা জ্বলে
একি শ্রুতি-গীতি গাহে ঘোষা রে ?
বিশ্ববারার মুখে
অরুন্ধতীর বুকে
জাগিল কি সাম-যজু-তান ?
প্রাচীন কি ফিরে এল
পরি' ঋক্-মাখা চেল,
বিলাতে বারতা সুমহান্ ?

নিজেরে করিতে বড়

কেবলি ঠকেছি হায় !

বাসনা করিয়া জড়

শুধু বাড়িয়াছে দায় ;

"আমি আমি আমি" রবে

বৃথা ছুটিয়াছি ভবে,

আজি তার হ'ল অবসান ;

হৃদয়ে উদিল আজ

জীবনের অধিরাজ,

শুভ্র শিশিরে হ'ল স্নান ॥

(২২)

লক্ষ্মী : ঝাঁপতাল *

সে যে আমার আপনারি জন ।

তারে কি ভুলিতে পারি,

কাছে রহে অনুক্ষণ ॥

যখন দুঃখে কেঁদে মরি

সান্ত্বনা দেয় বুকে ধরি' রে,

পরাণের পরাণ হ'য়ে

করে রে সোহাগ যতন ;

হৃদয়ে চন্দন লেপে,

বহায় শান্তি-সমীরণ ॥

যখন যাইরে পথ ভুলে,
ফিরায় আমায় মধুর বোলে রে,
স্নেহ-সরস পরশ দিয়ে
শীতল করে হৃদয়-মন,
(আমি) ভুলি জীবন-মরণ ॥ *

(২৩)

তুমি কত আপনার
সে কথা কে জানে গো,
সে কথা কে জানে ?
হৃদয়-নিভৃত-বাসে
লুকাইয়া থাক তুমি
আপন খেয়ালে ॥

---

* বাঘাউরা-নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে গান শিখাইবার কালে মুখে মুখে এই গানটী রচিত হয়। তখন শ্রীযুক্ত প্রবোধ এই গানের অষ্টম, নবম ও দশম, একাদশ পংক্তি সংযোজন করেন, শ্রীশ্রীবাবামণি বাকী অংশ পূরণ করেন।

বাহিরে খুঁজিয়া মরি
শত শত বার,
যত খুঁজি তত দূরে
যাও অনিবার,
চ'খের পাতার কাছে
শ্বাসের বায়ুর মাঝে
হৃদিদলে ফুটিয়া রহ—
পরাণে পরাণে ॥

কেন লুকাইয়া থাক
বলিবে কি নাথ ?
ছলনা কি ভালবাস
প্রিয় জন সাথ ?
আমারে ছলিতে গিয়া
কাঁদে না কি তব হিয়া !
ওঠ, জাগ, এস প্রভু
মোর গানে গানে ॥

(২৪)

তোমারে যেদিন
প্রচার করিতে হবে,
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে !

লঙ্ঘিছে কত হিমগিরিচয়,—
বিষম বিঘ্নে চির-নির্ভয়,
কত দিগ্‌দেশে তোমারি বিজয়
বিঘোষিছে ভৈরবে ;
দেখিও সেদিন এ দীন সেবক
কত কি করিছে ভবে ॥

কিন্তু প্রথম প্রার্থনা নাথ,
থাকিতে হইবে সদা মোর সাথ,—
প্রতি পরমাণু মোর দেহমনে
তোমাতে ডুবিয়া রবে,
তবে ত তোমার এ দীন সেবক
কত কি করিবে ভবে !

(২৫)

তোমার হোমের অনলে যাহারা
আহুতি দানিবে প্রাণ,
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিব তোমার গান ॥

তোমার পূজার পাবন-মন্ত্র
আলোড়িবে মোর হৃদয়-যন্ত্র,
দেহ-মন-প্রাণ সব মিলাইয়া
করিব আত্মদান ॥

বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিব
যাব দেবতার দেশে,
বৃষ্টি হইয়া ভূতলে নামিব
মুখভরা হাসি হেসে,
মানুষের লাগি নিঃস্বতা হবে
মানুষের জয়গান ॥

(২৬)

তুমি কি আমার একার ধন ?
"কেবলি আমার" একথা ভেবে কি
করেছি আত্ম-সমর্পণ ?
তুমি সকলের আশার কিরণ
সকলেরে কর প্রেম-বিতরণ ;
তাই ত তোমার অভয় চরণে
মজিল আমার প্রেমিক মন ॥

আমারি লাগিয়া চাহিনি তোমায়,
সবারি লাগিয়া প্রাণ মোর ধায় ;
সবাকার দুখ-বিদূরণ তরে
লভিনু তোমারে আপন-জন ॥

(২৭)

ওগো চির-গুণ-গরীয়ান্ ।
তোমার চরণ-কোণে
থাকি যেন নিশি-দিনে
গোধূলি-শয়ান ॥

তোমার রূপের হাসি
আরো যেন ভালবাসি,
তোমাতে লাগিয়ে রাখি
পলক-হীন নয়ান ॥

চরণ–নূপুর ধ্বনি
যেন বেশী ক'রে শুনি,
নয়ন-সলিলে যেন
নিয়ত ভাসে বয়ান ॥

যেন তব নাম-গান
আরও জুড়ায় প্রাণ,
নামেতে বিবশ হ'য়ে
জীবন করে প্রয়াণ ॥

(২৮)

দরবারী কানাড়া, দাদ্‌রা

জীবন ভরিয়া করিনু কতই কাজ,—
এ যেন কেবল নিজেরেই উপহাস ;
ডুবাতে নিজেরে জগৎ-সেবার মাঝ
চাহিলাম কবে আত্মসুখের নাশ ?
নিজেরে করিতে সকলের কাছে বড়
জগতের যত জঞ্জাল হ'ল জড়,
কাঁটায় ভরিল গৃহের আঙ্গিনাখানি,
বিষ-বৃক্ষের হইল কেবল চাষ ।
এ যেন কেবল নিজেরেই উপহাস ॥

মিটিল না হায় প্রাণের পিপাসা মোর,
ঘুচিল না হায় নয়নের তমোঘোর ;
যতই চাহিনু ছিঁড়িতে বাঁধন-ডোর,
ততই আমারে ঘিরিল মোহের ফাঁস ।
এ যেন কেবল নিজেরেই উপহাস ॥

তাই প্রভু আজ তোমার চরণ-তলে
নিজেরে সঁপিব ভাসিয়া নয়ন—জলে,
তোমার করিয়া লও হে আমারে হরি,
ঘুচুক আমার স্বগৃহে চির-প্রবাস।
ঘুচুক আমার নিজেরেই উপহাস॥

(২৯)

(তুমি) অশেষ হস্তে অপার করুণা
দিয়াছ দিতেছ ঢালিয়া ;
তবু দেই দোষ, নাহি সন্তোষ,
মরি মনাগুন জ্বালিয়া।

নাহি চিনি আমি আপনার জন,
তুমি সকলেরে করিলে আপন,
তবু ভুল ধরি কেবলি তোমারি
আপন ভ্রান্তি ভুলিয়া।

দুখ যদি দাও, সেও তব দয়া,
সে যে গো তোমার চরণেরি ছায়া,
ভুল বুঝি ব'লে যাই দূরে চ'লে
আশিস-মাধুরী ফেলিয়া।

এ ভুল আমার দাও ভেঙ্গে দাও,
সুখের কামনা নাও কেড়ে নাও,
ব্যথা দিয়ে গ'ড়ে লওহে আমারে
শত বেদনায় দলিয়া।

(৩০)

তোমারে বেসেছি ভাল, তাই শুধু জানি গো ;
তাই দিবারাতি গাহি গান।
যেথানে জাগাই নিতি ও চরণখানি গো,
সদা মোর পুলকিত প্রাণ॥

তুমি যে মধুর কত গানে গানে জাগে গো,
তোমার পরশ যেন সারা গায়ে লাগে গো,
প্রতি অণু পরমাণু তব অনুরাগে গো
তার সাথে ধরে নিজ তান॥

মধুর আধার তুমি, প্রীতির সাগর গো,
তোমারে বাসিলে ভাল কেহ নাহি পর গো,
দূর হয়ে যায় যত লাজ-ভয়-ডর গো
নামের অমিয় করি' পান,
গগনের জলধর নয়নের কোণে আসি'
কি বহায় হরষের বান!

হৃদয়-কমল যেন চকিতে ফুটিয়া যায়,
কোথা তুমি, কোথা তুমি,—এদিকে সেদিকে চায়,
সহসা বাঁশরী-রব ভিতরে শুনিতে পায়,
প্রাণে বহে যমুনা উজান ;
দিবা নাই, নিশি নাই, তাই দিবারাতি গাই
তোমারি মধুর নামগান ॥

(৩১)

যত ব্যথা দিবে, দাও না দয়াল,
জানিব সে যে গো তোমারি দান,
দুখ যত দিবে, মাথা পাতি লব,
মধুমাখা হবে অসম্মান ॥

তব পদতলে মাথা নোয়াইয়া
বিপুল বেদনা যাইব সহিয়া,
হেলায় জীবন করিব আহুতি
হাসিমুখে গাহি' তোমারি গান ॥

বাহিরে যতই তুমি হও না কঠোর,
ভিতরে তুমি চির-প্রিয় মোর।
বাহিরে যতই কর কশাঘাত,
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ ॥

(৩২)

বেহাগ-খাম্বাজ ; একতালা

ভিখারীরে তুমি করেছ ভূপতি,
তাই কি তোমারে ডাকি হে ?
খোঁড়ারে করেছ হিম-গিরি-জয়ী
তাই কি হৃদয়ে রাখি হে ?

অন্ধেরে তুমি দেখাইলে চাঁদ,
বন্ধেরে দিয়া ছিঁড়াইলে ফাঁদ,
গত জীবনের শত অভিশাপ
সোহাগে দিয়াছ ঢাকি' হে ॥

ছিন্ন বীণায় পরাইলে তার,
নূতন করিয়া দিলে ঝঙ্কার,
করুণে কঠোরে বাজালে রাগিণী,
রাখিলে না কিছু বাকী হে ॥

ঝড়-ঝঞ্ঝায় ডুবিত এ তরী,
আপনি আসিয়া বাঁচাইলে হরি,
অকূল পাথারে দিলে পার ক'রে,
ঘুচালে ভবের ফাঁকী হে ॥

(৩৩)

কে ভিখারী, কেবা রাজা
কে করে বিচার ?
সে যে গো রাজার রাজা,
তুমি আছ যার ।।

পথের ধূলিতে ফোটে
সোণার কমল,
আঁখির বারিতে ঝরে
মুকুতা বিমল,
তোমারে লইয়া সুখী
জীবন তাহার ।।

সে ভিখারী কর মোরে,—
কিছু নাহি চায়,
তোমারে ছাড়িয়া আর
কোথাও না যায়,
সুখ-দুখ জানে শুধু
আশিস তোমার ।।

(৩৮)

মালকোষ : দাদ্‌রা

যেই যত নীচ হোক্
পাতকী, অধম,
তুমি সকলেরই নাথ,
ওহে প্রিয়তম ॥

তোমার স্নেহের বুকে
সকলেরই ঠাঁই,
তোমার দয়ার কাছে
কেহ পর নাই
হৃদয়-মমতা-ভরা,
প্রেমে অনুপম ॥

সকলের লাগি' তব
প'রাণ আকুল,
ছোট বলি' কারো কথা
হয় না কো ভুল,
সবার আহত প্রাণে
সান্ত্বনা বিতরণে
অসহন যন্ত্রণা
কর উপশম ॥

(৩৫)

ভৈরবী ; একতালা

সুখ-দুখ প্রভু যা-কিছু দিয়েছ,
সকলি তোমারি দয়াময়।
বিষাদ-হরষ তব শুভাশিস,
তুমি চির-কল্যাণময় ॥

আছ মোর শত অনল-দহনে,
যতেক বেদনা-গহনে,
শশধর-সিত-সুধা-বরষণে,
কুসুম-সুরভি-বহনে ;
দুঃখ-বিপদে হৃত্তাপহারী,
সুখ-সম্পদে শুভময় ॥

উজল বরণে, অরুণ কিরণে,
অনাথ-পতিত-শরণে,
আলোকে আঁধারে, ভূলোকে পাথারে,
আছ হে জীবনে মরণে,
তুমি যে আমারি চিত্ত-বিহারী,
আমি যে গো হরি তোমাময় ॥

(৩৬)

খাম্বাজ ; ঠুংরী

রেখো, তোমারি চরণ-রেণু-প্রান্তে ;
চলিতে চলিতে পথ
আকুল কামনা শত
টানি' যদি নেয় মতিভ্রান্তে ॥

তোমারি আশিস-মাখা শীতল ছায়ায়
স্নিগ্ধ করিও তাপদগ্ধ কায়ায় ;
ভুলে যদি ছুটে যাই
পথ খুঁজে নাহি পাই
সুপথ দেখায়ে দিও অবোধ এ পান্থে ॥

সকল বেদনা ব্যথা ঘুচায়ে দিও,
সকল চ'খের জল মুছায়ে নিও,
শেষ পলকের আগে
প্রাণ-মাঝে যেন জাগে
তোমার অরূপ রূপ,—যেন জীবনান্তে
পায়ে ঠেলে দূরে ফেলে দিও না অশান্তে ॥

(৩৭)

তোমার চরণ ছাড়া
আর কিছু নাহি কামনীয়,
যত দূরে চ'লে যাই,
নিজ হাতে কাছে টেনে নিও ॥

বাহিরে মজিলে মন
হইও হৃদি-রমণ,
হৃদয়ের মাঝে তব
অনুপম প্রেম ঢেলে দিও ;
তোমার নিজের গুণে
হ'য়ো তুমি মম প্রাণ-প্রিয় ॥

তুমি যে কত আপন
জানিয়াও যদি যাই ভু'লে,
আপনার হাতে তুমি
মোহান্ধ আঁখি দিও খুলে ;
আমারে তোমার করি'
নিও, নিও, নিও হরি,
'আমার' বলিতে যেন
নাহি কিছু থাকে মোর স্বীয় ॥

(৩৮)

ভৈরবী ; কাহারবা

হে মোর পরশমণি,
হে মোর আপন !
হে মোর আঁখির আলো,
হে মোর জীবন ॥

তোমার চরণ-তলে
বেদনা সঁপিয়া দিলে
মুকুতা চোখের জলে
ফোটে অগণন ॥

তোমার স্নেহের কথা
কহিব কত ?
না চাহিতে সুখরাশি
দিয়াছ শত।
হে দেবতা ! ত্রিভুবনে
তুমি অতুলন ॥

(৩৯)

ভৈরোঁ ; ঠুংরী

তোমারি চরণে প্রণিপাত !
অরুণ-উদয়ে মোরে জাগাইয়া দিলে নাথ ॥

যেদিকে যেভাবে আজি নিরখি আঁখি খুলে,
সুষমা-আবেশে যেন জগত যাই ভুলে,
বরষে আশিস তব শীতল শিশির-পাত ॥

জাগরিত জীবনের কিশোরী কামনাচয়,
তোমার চরণতলে পাইতে চাহিছে লয়,
তোমাতে সঁপিতে প্রাণ
নয়নে ডাকিছে বান,
হে প্রভো, রাখিও মোরে চরণ-রেণুর সাথ,—
তোমার মহিমা-গীতি গাহিবারে দিবারাত ॥

(৪০)

স্বরূপে আমারে দাও দেখা
যেন আমি চিনিবারে পারি
দেখিয়া তোমার রূপ-রেখা
সৃজিত এ জগত তোমারি ॥

ভুবন ভরিয়া তব রূপ,—
সে যে তব জানিব কেমনে?
তুমি যে করিয়া আছ চুপ,
দ্বিধা তাই মোর সারা মনে ;
খল খল হাসিতে উছলি'
মন-জলধির যত বারি
দেখা দাও "আসিয়াছি" বলি ;—
তবে ত চিনিতে তোমা পারি!

কতই ত দেখিলাম, তবু
কিছুই ত হইল না জানা,
তোমারে দেখিনি তাই প্রভু
চারিদিকে দেখি শুধু নানা।
চোখের সুমুখে আজি আসি'
দাঁড়াও হে সুগোপনচারী,
দেখিয়া তোমার রূপরাশি
সবারে চিনিতে যেন পারি॥

তোমারে চিনিতে আমি চাহি,
তোমারে জানিতে আমি চাই,
অপর কামনা মোর নাহি,
বল কিসে তব দেখা পাই ?
পলকের লাগি আঁখি-পাশে
দাঁড়াও হে বহুরূপধারী,
তোমারে দেখিয়া হৃদাকাশে
সবারে চিনিতে যেন পারি ॥

(৪১)

তোমার সাথে দিবস-রাতে
কত যে হয় দেখা
তথাপি হায় হয়নি পরিচয় ;
তুমিই নাকি বিশ্বরূপী
শাস্ত্রে আছে লেখা,
প্রত্যয়ে তা হয়নি সুনিশ্চয় ॥

জগদ্‌-ভরা আপন জনের
নাইকো সীমা-শেষ,
স্বার্থে আঘাত লাগলে দেখি
সবার শত্রু-বেশ,
তখন ত আর থাকে না ক'
আত্মীয়তার লেশ,
তাইত তাদের বন্ধুতাকেও ভয়।

শত্রু যারা পিছন থেকে
তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে,
আকণ্ঠ যার গুপ্ত ভাবে
রক্তপাতের ক্ষিধে,
তাদের দেখেও সোহাগ জাগে
সিধে সরল হৃদে,
বুঝি না তা কেমন ক'রে হয়!

শত্রু-মিত্র সব ভুলিয়ে
দেখাও তুমি কে,
তোমার রূপের বিমল বিভায়,
জ্ঞানের আলোকে,

উৎসবেরি উল্লাসে আর
মৃত্যুমাখা শোকে
অজ্ঞানতা আমার কর জয়,
সকল দ্বিধা, সকল দ্বন্দ্ব
আপন হাতে রুখে
তোমার প্রেমে আমায় কর লয় ॥

তোমায় দেখে সবায় দেখি'
তোমায় জেনে জানি
রূপ-রসে আর গন্ধে ভরা
বিশ্ব-জগৎখানি,
মিনতি মোর এর বেশী ত নয়!
তোমার সাথে ঘটাও আমার সত্য পরিচয় ॥

(৪২)

ভৈরবী ; ঠুংরী

তোমাতে আমাতে পরিচয়,
পথে পথে কত মতে হয় ॥

বিভীষিকা দেখি' যবে আধপথে থমকি,
অজানা মরণ-ভয়ে চিত উঠে চমকি',
তোমার অভয়-কর
রাখি' মম শিরোপর
কাছে কাছে থাকি' তুমি নাশ মোহ, নাশ ভয় ॥

কাঁটার ব্যথায় যবে আকুল অধীর হই,
হতাশ বিবশ মনে ধূলিতে শয়ন লই,
তখন বালুকা-তলে
ফুটি ওঠে দলে দলে
তোমার চরণ-আঁকা কোমল কমলচয় ॥
কতবার কত ভাবে দেখি তোমারে,
কভু চারিভিতে, কভু মনো-মাঝারে ;
ওগো হরি বহুরূপী
আস তুমি চুপি চুপি
কভু হ'য়ে প্রাণদাতা, কখনো জীবনময় ॥

(৪৩)

সবাই যখন
সংশয়ে জ্ব'লে মরে,
আমি ত জানি হে
তুমি যে আমারি ঘরে
রত্ন-সিংহাসনের উপরে
বিচিত্র রূপ ধ'রে
নিজ মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে
সেজেছ সাড়ম্বরে ॥

মন্দির

কিবা অপরূপ বিচিত্র রূপ
জ্বলে দীপমালা, সুরভিত ধূপ,
মহাকোলাহল একেবারে চুপ,
বিনীত যুক্ত করে
বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীরা
তোমারে প্রণতি করে ॥

যে যেথায় হল বিদ্রোহী তব,
যে করে অস্বীকার,—
সবারে জানিছ হৃদয়ের ধন,
করিছ অঙ্গীকার;
সবারে বিতরি' মুক্তির বর
বিলাইছ সুধা অবিনশ্বর;
বিচিত্র এই সৃষ্টির মাঝে
আপনার হাতে ধ'রে
টানিয়া আনিছ সব সন্তানে
নিজের বক্ষোপরে ॥

তোমায় হানিল যারা পদাঘাত,
তাদেরেও তুমি দিলে সাক্ষাৎ,—
তুমি যে সবার চির-আপনার,
তাই, নিশ্চিত তাই,
সবাই পাইল তোমার বক্ষে
প্রেম-সুকোমল ঠাঁই ;
"আছ কিবা নাই" সংশয় করি'
ছাড়ে ধরি' আর ধরে পুনঃ ছাড়ি',
তার অগণিত দুর্ব্বলতায়
লক্ষ্যটুকু না ক'রে
টানিয়া লইছ সব অজ্ঞান
বিভ্রম-জর্জ্জরে ॥
অনন্ত আর অনাদি অসীম
অমিত শক্তি তব,
তাই না হাজার যুক্তি-বিচার
মানিতেছে পরাভব!
বিতর্ক দিয়া চিহ্ন-বিহীন
করিবে তোমারে, এমনি কি হীন
দুর্ব্বল আর পঙ্গু হে তুমি ?
তর্কে কি বাঁচে মরে—
তোমার অমোঘ দিব্য সত্তা—
টলে বিচারের ঝড়ে ?

তুমি যে অচল, তুমি যে অটল,
তবু আঁখি-ভরা প্রেম টলটল ;
চির সুস্থির, তবু অস্থির
ভক্ত যখন কাঁদে
তোমারে চাহিয়া তবু না পাইয়া
ব্যাকুল প্রেমোন্মাদে ;
অটল তখন হয় টলমান,
নিজ অশ্রুতে ক'রি আস্নান
অরূপ তখন বাহু পসারিয়া
ভক্তেরে বুকে বাঁধে ;—
তব এ মধুর অবচন লীলা
অনন্ত কাল ধ'রে
সিঞ্চিছে কত অপূর্ব্ব মধু
সবার হৃদয় ভ'রে ॥

(৪৪)

খাম্বাজ ; ঠুংরী

আমি, নীরবে নিভৃতে দিব
জীবন বলি,
নীরবে ফুটিবে প্রেম-
ফুলের কলি ॥

নীরবে গাহিব গান,
নীরবে জাগিবে প্রাণ,
নীরব জোয়ারে বুকে
পড়িবে পলি ॥

নীরব কাননে মম
কোকিল-গীতি,
জাগাইবে অতীতের
মধুর স্মৃতি,
নীরবে গড়িব বেদী
সুনীল-গগন-ভেদী
নীরবে প্রভুর পায়ে
পড়িব ঢ'লি ॥

(৪৫)

অভিমান-বর্জ্জিত বিনীত মনে
কবে আমি পূজিব রে জীবন-ধনে ?
দিকে দিকে পুঞ্জিত জঞ্জাল হায়
আমারি অঙ্গে আসি ভর নিতে চায়,
যত আমি দূরে সরি'
তত আড়াআড়ি করি,
সম্মুখে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় রণে ॥

বিপন্ন বিব্রত হয়ে নিরুপায়
শরণ লইনু প্রভু তব রাঙা পায়,
ছড়ায়ে করুণা-রাশি
সব অহমিকা নাশি'
টেনে লও মধু হাসি' আপন জনে,
তোমারি মাধুরী-মাখা বৃন্দাবনে ॥

(৪৬)

গোপনে মরম-পুরে
করো পূজা তাঁর।
গোপনে আঁখির জল
দাও উপহার ॥

গোপন সাধনে তাঁর,
কর হৃদি অধিকার,
জীবনে মরণে তাঁরে
কর আপনার ॥

বাহিরের জানাজানি,—
কি লাভ তাহে ?
নীরবে নিভৃতে প্রাণ
তাঁরে ত' চাহে !
ব'সে তাঁর পদছায়ে
তাঁর মুখপানে চেয়ে,
তাঁর মধুময় নাম
জপ অনিবার ॥

(৪৭)

আশাবরী ; দাদ্‌রা

আমার, গোপন পূজার ধন !
আজকে কেন বাইরে এসে
ডাক্‌ছ হে এমন ?

প্রাণের পুরে তোমার সাথে
হ'ত আলাপ দিবস-রাতে,
নিকট কেন দূর হ'য়ে আজ
কর্‌ছ উচাটন ?

দূর থেকে ঐ বাঁশীর ধ্বনি,
ব্যথাই যে দেয়—যতই শুনি ;
না প্রাণনাথ, এস কাছে,
দাও হে আলিঙ্গন।
আগে যেমন ছিলে হে নাথ,
তেমনি হও আপন ॥

(৪৮)

খাম্বাজ ; দাদ্‌রা

কেন আমায় করলে পাগল
এমন ক'রে ?
আর যে আমি রইতে নারি
সলাজ মুখে আপন ঘরে ॥

তোমার বাঁশীর করুণ রব
কেড়ে আমার নিল সব,
নিল সরম, নিল ভরম,
করল অধীর তোমার তরে ॥

গোপন ছিলে হৃদয়-মাঝে,
বাইরে ডাক আজ কি কাজে ?
ভিতর আলো-করা মাণিক !
থাক্‌লে কি দোষ অন্তরে ?

(৪৯)

ভূপালী ; ঢিমা-তেতালা

দুরু দুরু কাঁপে মোর
হিয়া।
কি জানি আসে না আসে
মোর প্রাণপিয়া ॥

গৃহ-কোণে শুনি যেন
চরণের ধ্বনি,
অমনি হরষে নাচি'
ওঠে এ পরাণি,
চেয়ে দেখি হায় হায়
আসে নি ফিরিয়া ॥

হরি ত' আমারি ছিল,
আজ কেন পর হ'ল,
আজ কেন মোরে ছেড়ে
গেল সে চলিয়া ?

স্মৃতির সুরভিমাখা
প্রেমের কুসুম-ডালা,
এখনো সরস আছে
হৃদয় করিয়া আলা ;
সে যদি না আসে সখি
কেমনে এ প্রাণ রাখি,
পিয়া বিনে রহিব কি
জীয়নে মরিয়া ?

(৫০)

বেহাগ-খাম্বাজ ; ঢিমা-তেতালা

ঝর ঝর অবিরল
প্রবল নয়ন-জল
নিজ হাতে মুছাইবে
জানি গো !

তবু এ অবুঝ প্রাণ
কেঁদে কেটে শত খান
কেমনে বল না বুঝ
মানি গো ?

কবে তুমি আসিবে,
কবে ভালবাসিবে,
কবে লবে প্রেমভরে
টানি গো !
সে কথা জানি না ব'লে
হতাশায় পড়ি ঢ'লে,
শিরে শত করাঘাত
হানি গো !
কঠিন পাষাণ প্রাণ
কবে তব গলিবে,
কবে মম তমো-ঘোর
হৃদয় উজলিবে ?
বল শুধু একবার
জীবন-প্রিয় আমার,
শোনাও কেবল তব
বাণী গো !

(৫১)

কত আশা ক'রে বসে আছি হরি
কবে তুমি আসিবে,
কবে তুমি লবে স্নেহ-ভরে বুকে
কবে মোরে ভালবাসিবে ॥

কবে যে আমার তপ্ত হৃদয়
ভুলিবে সকল সন্তাপ-চয়,
কবে যে তোমার কোমল পরশে
ব্যথারাশি নাশিবে ॥

শান্ত তোমার মধুর দৃষ্টি
করিবে পরাণে সোহাগ-বৃষ্টি,
জীবন আমার অতীত পাসরি'
প্রেমরসে ভাসিবে ॥

(৫২)

কানাড়া ; ঠুংরী

সকল দরশে আমি
তোমারে দেখিতে চাই,
সকল পরশে আমি
তোমারেই যেন পাই ॥

মন্দির

সকল গানের মাঝে,

তব স্মৃতি যেন রাজে,

তোমারি চরণ-ছায়ে

যেন জীবন জুড়াই ॥

সকল জ্যোছনালোকে

দেখি যেন তব রূপ,

সকল সাগর-জলে

তব স্নেহে দেই ডুব,

তোমারে পাইয়া প্রাণে

বরষা-সলিল-বানে

আঁখি যেন কেঁদে মরে ;

নীরবে বুক ভাসাই ;

যেন কুলশীল মান,

সকলি করিয়া দান

রাতুল চরণতলে

তোমারি হইয়া যাই ॥

মন্দির

তুমি মোর আপনার
দিবা-রজনী,
তোমারে পাইলে আর
কিসে বা গণি,
তোমার মুখের হাসি
দেখিতে যে ভালবাসি,
তোমার বাঁশীর রবে
আপনা হারাই ॥

(৫৩)

ইমন-ভূপালী ; একতালা

দিব হে, দিব হে প্রাণ
তোমারি পায়ে সঁপিয়া।
চির-দিন-যামী কাটাইব আমি
তোমারি নাম জপিয়া ॥

আমার বলিতে রাখিব না কিছু
নিখিল জগত মাঝারে,
রেণু রেণু করি ডুবাইব হরি
তব করুণার পাথারে,
নিয়ে ছল ছল আঁখি-ভরা জল
যাব তব কোলে ঝাঁপিয়া ॥

সময় চলিয়া যাইছে নিয়ত
রহে না, রহে না, রহে না,
মরম-বেদনা, আশার ছলনা
আর ত' সহে না, সহে না,
মজিয়া অকাজে জীবনের মাঝে
উঠেছে অনল তাপিয়া॥
—আর, রাখিতে পারি না চাপিয়া—

হৃদয় জুড়িয়া কত যে কি আছে
তুমি কি সে ধার ধার না,
নূতন করিয়া ভাঙিয়া চূড়িয়া
গড়িয়া নিতে কি পার না ?
তবে কেন প'ড়ে আছি অত দূরে
হতাশ জীবন যাপিয়া ?
—আমার, হৃদয় উঠেছে কাঁপিয়া—
—আমার, পরাণ উঠেছে হাঁপিয়া—

তোমার আশিসে লভিব শান্তি,
সকল শ্রান্তি ঘুচিবে,
কামনা-কলুষ, কুটিল কলহ,
তোমারি পরশে মুছিবে,
মরু-বালুকায় রচিয়া কুঞ্জ
গাহিবে কোকিল পাপিয়া।
—কণ্ঠে অমিয় মাখিয়া—

নির্ম্মল তুমি, নিত্য শুদ্ধ,
নিখিল পুণ্য, অপাপবিদ্ধ,
তব উজ্জ্বল নামের অনলে
কলুষ হয় যে ছাই ॥

স্নিগ্ধ তোমার অখণ্ড-নাম
তপ্ত পরাণে অসীম আরাম,
তুমি যে কেমন তখনি বুঝি গো
যখনি ও-নাম গাই ॥

ওগো অনন্ত পরমানন্দ !
হৃদয়-পদ্মে হে মকরন্দ !
এইটুকু দয়া রাখিও আমারে,
নামটী না ভুলে যাই

(৫৫)

ভৈরবী ; একতালা

তোমারি গান ভরিয়া প্রাণ
গাহিতে চাই, গাহিতে চাই ;
তোমারি নামে, তোমারি প্রেমে
জীবন যেন লভে গো ঠাঁই ॥

তোমারে ছাড়া জানি না আর,
তুমি যে মোর সকল সার,
তুমি যে চির-আশার ধার,
তোমার মত আপন নাই,
তোমারে পেলে প্রাণ জুড়াই ॥

তোমারি ঐ চরণ-মূলে
থাকিতে চাহি জগৎ ভুলে,
আপন হাতে লহ গো তুলে
তোমাতে যেন আমারে পাই,
তোমাতে যেন সব হারাই ॥
যে গান গাহি তোমার লাগি
সে গানে যেন আমিও জাগি,
কাতরে তব শরণ মাগি
চরণ শুধু লভিতে চাই ॥*

(৫৬)

আমারে বাঁধিয়া লহ হরি
তব পদ-পঙ্কজ-সাথে,
তোমারে ছাড়িয়া দূরে দূরে
রহিতে পারি না আমি যা'তে ॥

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ গ্রামোফোন রেকর্ডে দরবারী আশোয়ারীতে গীত হইয়াছে। ভৈরবীই ইহার আসল সুর।

যে গান গাহি তোমার লাগি
সে গানে যেন আমিও জাগি,
কাতরে তব শরণ মাগি
চরণ শুধু লভিতে চাই॥ *

(৩৬)

আমারে বাঁধিয়া লহ হরি
তব পদ-পঙ্কজ-সাথে,
তোমারে ছাড়িয়া দূরে দূরে
রহিতে না পারি আমি যা'তে॥

বিষয়ে বিষম জ্বালা জানি,
তবু সে-ই করে টানাটানি,—
যত করি মাখামাখি, সে যে
দংশিয়া মারে তত তাতে *,
নখরে ছিঁড়িয়া নেয় মাংস,
অস্থি চিবায় দংষ্ট্রাতে॥

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক হিজ্ মাষ্টারস ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডে দরবারী-আশোয়ারীতে গীত হইয়াছে। ভৈরবীই ইহার আসল সুর।

* তাতে = উত্তাপে।

চাহি না বিষয়ী হ'তে, তবু
বিষয় হইতে চাহে প্রভু,
জোর করি' নত করিবারে
ধরে গ্রীবা সুকোমল হাতে,
তারপরে হ'য়ে সুকঠোর
লগুড়-প্রহার করে মাথে ॥

উপায় না দেখি' কোন ভিতে *
তোমার কথাটি জাগে চিতে,
তুমি টেনে লহ যদি মোরে
তব ঐ প্রেমের সভাতে,
জনম সফল করি তবে
গাহি' নাম হৃদয়-বীণাতে ॥

জীবন-তরুর কিশলয়
লভি' তব মারুত মলয়
নাচিবে কি বিপুল আবেগে
তব করুণার প্রতিঘাতে,
হেলিবে দুলিবে প্রেমাবেশে
নিত্যরসের প্রতিভাতে ॥

---

* ভিতে = দিকে।

সহসা বদল করি' কায়া
হব তব চরণের ছায়া ;
যেথা যাও, যেথা থাক তুমি
চলি, রহি তব পদ-পাতে,
দিবসে কি গোধূলি-লগনে
নিশীথে কি রজনী-প্রভাতে ॥

(৫৭)

তোমারি রাগিণী গাহিয়া,
যৌবন-জরা জোয়ার-ভাটায়
চলেছি তরণী বাহিয়া ॥

প্রাচীন মন্ত্রে কণ্ঠ তরুণ
তুলিছে মন্দ্র রুদ্র-করুণ,
অনাগত তালে পড়িছে বৈঠা
ভবিষ্য পানে চাহিয়া ॥

ছুটিছে নৌকা কাটি' তরঙ্গ
লভিয়া বক্ষে সাগর-সঙ্গ,
পুলকাঞ্চিত সারাটি অঙ্গ
চূর্ণিত ফেনে নাহিয়া ॥

(৩৮)

ভৈরবী ; কাওয়ালী

ওগো, সত্যসুন্দর হরি ! *
দেহ দেহ দেব উজ্জ্বল চিরশুভ
সান্ত্বনা-স্নিগ্ধ শ্রীপাদ-তরি ॥

নিত্যমূর্ত্তি, শিব, প্রেম, বিকাশ,
পূর্ণ, পরম, চৈতন্য, নিবাস,
কল্যাণ, শান্ত, বিশুদ্ধ, বিশ্বরূপ !
অভয়-ভরসা দাও বক্ষ ভরি' ॥

নির্ভর দাও ওগো বিশ্ব-প্রভু,
আনন্দ-শরণ, অনন্ত-বপু !
জ্ঞান, কর্ম্ম, কৃপা, পুণ্য ভজন-বিভা
দেহ দেহ দীনে করুণা করি' ।

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত সুখময় গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস গ্রামাফোন রেকর্ডে গীত হইয়াছিল ।

(৫৯)

ভৈরবী ; একতালা

স্নিগ্ধ তোমার শীতল সরস
পরশ যখনি পাই,
হরষে তখন মজে প্রাণ-মন
ত্রিভুবন ভুলে যাই।।

ভুলে যাই যত বিষাদ-বেদনা,
চিত মোর হ'য়ে যায় আনমনা,
হারাইয়া ফেলি নিজেরে তখন,
আমাতেই আমি নাই।।

তোমার মোহন মুরলী
জাগায় আমার অন্তর-মাঝে
নব-বসন্ত-কাকলি,
ফোটে ফুলচয় প্রেম-মধু-ময়
গুঞ্জি' ভ্রমর গাহে তব জয়,
অপরূপ রূপে করিয়া বিভল
নয়নে জাগ সদাই।।

(৬০)

দিগ্ দিগন্তে ছড়ান তোমার প্রীতি
দিগ্ দিগন্তে ছড়ান তোমার স্নেহ,
কত দেশে দেশে কত মধুমাখা স্মৃতি
উজলিছে মম স্নেহাতুর হৃদি-গেহ ॥

কেহ আসে নিয়া প্রেমোচ্ছ্বসিত গান,
কেহ আসে নিয়া ভাবে উদ্বেল প্রাণ,
ভক্তি ও ভালবাসার দিব্য দান
পরশে পুলকে রোমাঞ্চে ভরে দেহ ॥

কত জন কাছে কত রূপ ধ'রি আসে,
তাদের মাঝারে তোমারি মুরতি ভাসে,
সবার নয়নে তোমারি নয়ন হাসে,
এত অপরূপ তুমি ছাড়া কেহ নহ ॥

(৬১)

তোমারে আজিকে করিনু আবিষ্কার
আমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানার মাঝে,
তোমার মধুর রাগিণীর ঝঙ্কার
আমার প্রাণের মুরলীতে আজি বাজে ॥

তোমার মোহন চূড়াটি আমার শিরে
কে যেন কখন বসাইয়া দিল ধীরে,
পীতধটি তব পরাইয়া দিল গায়ে,
আমারে সাজাল তোমারি মোহন সাজে ॥

আঁখিতলে মম গোকুল কাঁদিয়া মরে
ব্রজবালাদের নয়নের ধারা ঝরে,
আমার আমি যে উধাও হইয়া গেল
আমাতে লভিনু বাঞ্ছিত ব্রজরাজে ॥

(৬২)

নিখিল বিশ্বে আমিই সুমুখে মোর,
যেদিকে তাকাই আমি ছাড়া কিছু নাই ;
যেখানেই যাহা খুঁজিনু জীবন ভোর,
ওগো আমারেই, শুধু আমারেই পাই ॥
অনাদি অতীত, অনন্ত অনাগত
লীন হ'য়ে আছে আমারি ত পদতলে,
কোটি কল্পের সৃষ্টি-বিলয় যত
আবর্ত্তে ঘোরে আমারি লীলার ছলে ;
ক্ষণিকা, কণিকা, সুবিশাল, শাশ্বত
সব মিলিয়াছে একত্র মম ঠাঁই ॥

নিঠুর, করুণ, আঁধার, অরুণ, সবই
শুধু যে আমারি বিচিত্র মহাছবি ;
অবধি, অন্ত, আরম্ভ আর শেষ
সকলি যে আমি, যেদিকেই ছুটে যাই ॥

(৬৩)

একটী নিমেষ তোমারে যেদিন ডাকি
কি যে শান্তিতে কাটে মোর সারাদিন ;
একটী নিমেষ তোমারে হৃদয়ে রাখি'
তোমার অপার প্রেমে হয়ে যাই লীন ॥

প্রাণ-শতদল নিজেরি মধুর গন্ধে
নিজেই ব্যাকুল কি বিপুল যে আনন্দে,
সঙ্গীত জাগে কত অজানিত ছন্দে
ভিতরে বাহিরে কত বাজে বেণু-বীণ,
কত যে করুণা করেছ তুমি হে আমারে
দেখি' নিরুপায় গতিহীন অতি দীন ॥

তোমার নামের অমল মাধুরী আমারে
শিশুর মতন মুগ্ধ করিয়া রাখে,
আমি কি ডাকিব? নাম (ই) ত' হৃদয়-দুয়ারে
করি' করাঘাত নিয়ত আমারে ডাকে,
দিবস-যামিনী কাজ-অকাজের ফাঁকে
তোমারি মোহন অরূপ মূরতি আঁকে
সসীম আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—পটে
যতই না মন থাকে চির-উদাসীন,—
প্রেমের জোয়ারে প্লাবিলে উভয় তটে
সলিল কেমনে ভুলিয়া রহিবে মীন?

(৬৪)

বেহাগ-খাম্বাজ, দাদ্‌রা

সংসার যদি টানে হে (আমায়),
ভাসাইয়া দিও যত প্রলোভন
তোমার প্রেমের বানে হে॥

শ্রবণে পশিলে কামনার বাণী
উচ্চে ধরিও তোমার রাগিণী,
লুব্ধ হৃদয়ে করিও মুগ্ধ
তোমার মধুর গানে হে,
(তোমার মোহন তানে হে)॥

মিথ্যা আমারে দাবী যদি করে
তুমি তব বুকে রেখ মোরে ধ'রে,
চঞ্চল চিত ক'রে নিও জয়
প্রেমালিঙ্গন দানে হে॥

(৬৫)

প্রলোভন যত হাতছানি দিয়া ডাকে,
প্রাণ-প্রভু মোরে তত বেশী জোরে,
হৃদয়ে আবরি' রাখে॥

স্নেহের বাহুটী প্রসারিত করি'
আবেগে আমারে রাখে যে সে ধরি',
আমি যদি হই চঞ্চল কভু,
যদি পড়ি মোহ-পাকে॥

হৃদয়-রমণ হৃদয়ে আসিয়া
উল্লাস করে নাচিয়া নাচিয়া,
উজ্জ্বল কত দিব্য বিলাস
চিতে জাগে লাখে লাখে॥

জগতের প্রভু প্রাণনাথ মোর,
তাঁর সাথে বাঁধা মোর প্রেমডোর।
কি ভালবাসায় টানিছে সদাই!
ভয় করি আর কাকে?

(৬৬)

বন্ধনে আমি নহি বিহ্বল
নামটী যদি না ভুলি হে,
সমান আমার রাজার তক্ত
অথবা ভিক্ষা-ঝুলি হে ॥

রাজা যদি কর, রাজি আছি তাহে,
ভাসাব জগৎ নামের প্রবাহে;
ভিখারী করিলে পথে ও কুটীরে
কুড়াব তোমার ধূলি হে ॥

নাম-যোগে যদি হই হে বদ্ধ
হৃদয়ে ফুটিবে প্রেমের পদ্ম,
জানি তারে তুমি দেখিবার ছলে
চাহিবে নয়ন তুলি' হে ॥

(৬৭)

ফুলধনু হাতে কাম
ঘুরিয়া বেড়ায়,
তাহাতে আমার প্রাণ
ভয় নাহি পায় ॥

শ্রীপ্রভুর পাদমূলে
নিজেরে দিয়াছি ঢেলে,
যা হবার হোক্‌, তাতে
কিবা আসে যায়?
যাঁহার চরণ-নখে
চেয়ে আছি অপলকে,
দাবানল নিবাইতে
তাঁহারি ত দায়॥

(৬৮)

রক্তমাংস ডাকিছে কি তোরে
দাসত্ব করিবারে?
তুই যার দাস, সে কি তোরে আজ
রক্ষা করিতে নারে?
যৌবনে যারে দিলি এ জীবন,
সে কি নিদ্রায় রহে অচেতন?
আজিকে বদ্ধ হ'তেই কি হবে
মৃত্যুর কারাগারে?

অথবা সে তোরে করে পরীক্ষা,
ভুলে গেলি কি না তাঁহারি দীক্ষা,
মুণ্ডটী তোর ভেঙ্গে গেল কিনা
তুচ্ছ লোভের ভারে॥

ভুলিসনি ওঁ সে মহান মন্ত্র,
বাজিছে ওঁ ঠিক প্রাণের যন্ত্র,
প্রতি তন্ত্রীতে ওঙ্কার-নাদ
ঝঙ্কারে বারে বারে?

(৬৯)

কেন আমার পিছে পিছে
ছুটিস ফুলধনু ল'য়ে,
সকল আয়াস তোর যে মিছে
বৃথাই মরিস বোঝা ব'য়ে॥

আমি আমার জীবন-থালি
প্রভুর পায়ে দিলাম ডালি,
আমার লড়াই প্রাণের প্রভু
করবে যে রে আমার হ'য়ে॥

নিজের চিন্তা নেই কো আমার
ভাবুক না সে, আমি রে যাঁর!
আর কি আমি বিভল হব
ওরে মদন তোরই ভয়ে?

(৭০)

কিছুতেই আমি করি না ভয়,
ভালবাসি ওগো! তাঁরি বলে আজ
নিখিল বিঘ্ন করিব জয়॥

কপটতা আসে খলখল হাসি',
কলুষ ছড়ায় মিছা রূপরাশি,
সকলের শির করিব ছিন্ন
নিজেরে করিয়া তোমাতে লয়॥

বাহিরের যত মায়ার ছলনা,
ভিতরের যত কামনা বাসনা,
সকলেরি ভার তোমারে দিলাম
ওসব ভাবনা আমার নয়॥

(৭১)

জীবন-বসন্তে
মলয়ের বায়
দিকে দিকে অপরূপ
মাধুরী ছড়ায়॥

তাঁহারেই করি' ধ্যান,
তাঁহারেই করি' জ্ঞান,
আশ্রয়ি' তাঁর পদছায়
এমনি শরণ লই,
যাতে আমি তাঁরি হই
প্রাণে মনে আর আত্মায় ।।

কামনা-বাসনা খল
দেখি' মোরে নিরমল
ভয়ে শত যোজনে পলায় ;
আমারে ছলিতে আর
নাহি আসে বারবার,
সুদূরেই সে বিলয় পায় ।।

শুধু এক-জনা লাগি'
নয়ন রহিল জাগি',
একজনে বাঁধিয়া হিয়ায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তাঁহারি সুরভি আসে,—
শুধু মোরে আরো আকুলায় ।।

অনুভবি' সে সুবাস
মিটিল কি মোর আশ ?—
অধীরতা আরো বেড়ে যায়,
গভীর আঁধার কাটি'
উজলি' প্রাণের দিঠি
হাসিল সে প্রেম-জ্যোছনায় ॥

সে হাসির মধুরতা
মিলিবে কি যথা তথা ?
মানবের অপটু ভাষায়
আখরে আখর বাঁধি'
বচনে বচন ছাঁদি'
তারে কভু প্রকাশন যায় ?

জীবন-বসন্তে
প্রাণ কি রে চায়
প্রেম-নীরে অবগাহি'
প্রিয়-গুণ-গান গাহি'
ভাসিতে প্রেমেরি বন্যায় ?

শুধু তাই চাহি না রে,
প্রাণ আরো আশু বাড়ে,
ডুবাইয়া নিজ সত্তায়
তাঁরি প্রিয়তম কাজে
তাঁরি স্বরূপের মাঝে
জাগিতে অভেদ-মহিমায় ॥

(৭২)

ভৈরবী ; কাহারুয়া

ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝে তোর
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ,
সান্ত্বনা রাজে রে,
প্রেমময় নিত্যপ্রভুর ॥

জীবনের ভাঙাগড়া
উত্থানে পতনে
খুঁজে দেখ্ শুভদাতা
তোর জীবন-ধনে,
যন্ত্রণাময় শত
শোণিত-ধারার মাঝে
তাঁর দয়া সদা সুমধুর ॥

অতীতের কলুষিত
বসনের কন্থা
সেলাই করা কি হবে
তোর আজ পন্থা ?
স্খলনের মাঝ দিয়ে
নিষ্কল ত্রন্দের
ধ্যানে আজ হ' রে ভরপুর ॥

ভুলে যা রে জীবনের
পঙ্কিল ভ্রান্তি,
আলেয়ার পিছে ছুটে
হ'ল যত শ্রান্তি ;
মিথ্যার ক্ষণজয়ে
মিথ্যারই পরাজয় ;
প্রভুনামে হও রে বিভোর ॥

(৭৩)

তুমি কি ঘুচাতে পার
আমার বেদনা-রাশি,
বিষাদ-মলিন মুখে
ফুটাতে কি পার হাসি ?

মন্দির

যে জন নিজের দোষে
অনলে জ্বলিয়া মরে,
আপন আঘাতে যার
শোণিতের ধারা ঝরে,
তার কি যাতনা তুমি
পার দূর করিবারে,
খুলিতে কি পার তার
নিজ হাতে পরা ফাঁসী ?

তার কি নিবাতে পার
অনুশোচনার জ্বালা,
নিজ অভিলাষে পরে
যে জন কাঁটার মালা ;
নিজ হাতে যার কাণে
তরল সীসক ঢালা,
তারে কি শুনাতে পার
তব বাণী পাপনাশী ?

যে জন তোমারে সদা
করিয়াছে অবহেলা,
যে জন তোমার দানে
পাতিয়াছে বৃথা খেলা,
তার কি মরম-ব্যথা
থাকিতে জীবন-বেলা
মুছাইবে অযাচিত
দয়ারাশি পরকাশি' ?

(৭৪)

যত দোষ করিয়াছি
জীবন ভ'রে,
হে নাথ! রহিল সব
পথেই প'ড়ে॥

তোমার চরণ-তলে
আসিয়াছি তব বলে,
আজি মোরে পাপ-তাপ
কেমনে ধরে ?

তোমারে যে জানে তার
জীবনের নাথ,
তুমি তার সাথে থাক
প্রভু দিবারাত ;
বাসনা-কামনা চয়
নিদারুণ পেয়ে ভয়
প্রাণপণ বলে যায়
সুদূরে স'রে ॥

(৭৫)

সিন্ধু-কাফি ; দাদ্‌রা

যে জন তোমার দাস,
সব দাসত্ব যায় তার কেটে
ছিঁড়ে তার মায়া-ফাঁস ॥

তোমার চরণে মাথা যে লুটায়,
সবার মাথায় আসন সে পায়,
তোমাতে যে করে নিজেরে লুপ্ত
বিশ্বে সে পরকাশ ॥

তোমারে যে ভালবাসে গো,
কি আছে সাধ্য অসার লালসা
বাঁধে তারে মোহপাশে গো,
যত বন্ধন আছে ত্রিজগতে
কটাক্ষে পায় নাশ ॥

তোমার চরণে পরাণ বাঁধিয়া
নির্ভয়ে লয় মৃত্যু সাধিয়া,
দুঃখ দৈন্য পায়ে ঠেলি' চলে
ব্যথা যেন পরিহাস ॥

(৭৬)

আড়া চৌতাল

যে করে তোমার পূজা
সে মোর আপন,
যে বোঝে তোমার নাম
অমূল্য রতন ॥

পর্ণকুটীরেতে থাকি'
বাকলেতে লজ্জা ঢাকি
দিবস-রজনী রহে
আনন্দ-মগন ॥

দারুণ ক্ষুধা-অনলে
যখন জঠর জ্বলে
তখনো নামের মধু
করে আস্বাদন ॥

সর্ব্বজীবে সর্ব্বভাবে
যে শুধু তোমারে সেবে,
ভাবে না কত অভাবে
করিছে দংশন ॥

নাহিক ধন-লালসা,
না করে যশের আশা ;
চাহে শুধু স্নেহমাখা
তোমারি চরণ ॥

(৭৭)

তুমি যার জীবনের ধন,
নিখিল ভুবন তার
আপনার জন ॥

তুমি প্রিয় ব'লে সবে
যত কিছু আছে ভবে
নিমেষে হইয়া যায়
হৃদয়-লগন ॥

সকলের তরে তার
সাধন-ভজন,
সকলের তরে তার
জীবন-মরণ,
সকলের তরে তার
দেহ-প্রাণ-মন ॥

(৭৮)

তোমারে চিনেছি আমি
বিশ্বের মাঝারে
নানা রূপে শব্দে গন্ধে
রস-সমাহারে ॥

আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু,
আমি ইন্দ্র রূপে
পূজিয়াছি হোম-যজ্ঞে
পুণ্য দীপ-ধূপে,
অর্চ্চনা করেছি কত
দিব্য উপচারে ॥

অগ্নি, যম, মহেশ্বর
হে পরমপ্রেমেশ্বর!
তোমারে করিয়া ধ্যান
পেয়েছে তোমারে,
তুমি, আমি, তারা এক
ঘোষে বারে বারে ॥

(৭৯)

যে করে তাহার ধ্যান
সে যে তাই হ'য়ে যায়,
সীমাবদ্ধ তুচ্ছ জীব
এভাবে ভূমারে পায় ॥

গণ্ডী বাঁধি' ছোট করি'
যাঁরে রাখিয়াছে ধরি'
অনন্ত-বিস্তার তাঁর
সীমাহীন করুণায়
তোমারে তাঁহার সাথে
অভিন্ন করিতে চায়॥

তুমি তিনি দুই নহ,
নহ তুমি ক্ষুদ্র জীব,
ব্রহ্মাদির আরাধিত
তুমি যে পরমশিব;
ইন্দ্র-বিষ্ণু-বরুণাদি
ব্রহ্ম হ'ল যারে সাধি',
আত্মারে সঁপিয়া দাও
নির্ভয়ে তাঁহার পায়॥

(৮০)

সকল লালসা সকল বাসনা
একের চরণে করিয়া লয়,
ওরে বিপন্ন, ওরে দুর্ব্বল,
আয়রে বিঘ্ন করিবি জয়॥

সুখলোভ তোরে করিল বিভল,
হরণ করিল যত ছিল বল ;
হবি না হতাশ, আয়রে ফিরিয়া,
রুধিবি সকল বিপর্য্যয় ॥

ভুল করি' যদি চলিয়া বিপথে
নূনের প্রলেপ দিয়াছিলি ক্ষতে,
তবু নাহি ভয়, আয় ফিরে আয়,
নিরাশ কান্না তোদের নয় ॥

(৮১)

একতালা

(আমার) প্রাণের সকল কথা,
তোমার পায়েই দিন-রজনী
জানায় ব্যাকুলতা ॥

তোমার তরেই হৃদয় পাগল,
তোমার তরেই বয় আঁখিজল,
কণ্ঠ আমার আকুল রবে
কয় তব বারতা ॥

তুমিই আমার সোণার স্বপন,
তোমার ধ্যানেই চিত্ত মগন,
তুমিই আমার রসাল তরু—
আমি তোমার লতা ॥

(৮২)

কানাড়া ; একতালা

পরাণ জুড়িয়া প্রেম-সঙ্গীত
বাজে, বাজে, বাজে রে।
আজিকে আমার মিথ্যা মায়ায়
মুগ্ধ হওয়া কি সাজে রে?

আজিকে আমার রুদ্ধ দুয়ার
মুক্ত কি জানি ইঙ্গিতে কার,
কাহার স্নেহের জ্যোছনা-মাধুরী
খেলে অন্তর-মাঝে রে ॥

ভালবাসি যারে, মরমে সে আজ
চির-জীবনের রাজ-অধিরাজ,
তাঁর পদনখ-রেণুর প্রভায়
স্বার্থ যে মরে লাজে রে ॥

---

* এই গানটী শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল কর্তৃক হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

(৮৩)

বেহাগ - ঝাঁপতাল

গভীর নিশীথে তুমি
চাঁদের কিরণ।
হৃদি-দাবদাহে তুমি
সুখ-সমীরণ॥
অধীর আকুল প্রাণে
ডুবাও প্রেমের বানে,
ইহ-পর-জীবনের
ভুলাও মরণ॥
মরম বেদনাহত
হয় যবে ভয়ভীত,
আশায় অবশ চিত
কর আলোড়ন॥
তোমার গুণের কথা
কহিব কত,
ত্রিভুবনে কে আছে গো
তোমার মত;
সকল সময়ে সাথী
কিবা দিবা কিবা রাতি,
সবার সহায় তুমি,
সকল-শরণ॥

(৮৪)

হও মোর জীবনের ধন,
দিবানিশি কর মোর
মরমে রমণ ॥

হৃদয়ে বাঁধিয়া বাসা
ঢালো শুধু ভালবাসা,
প্রাণে প্রাণে আপনার
রহ আমরণ ॥

সব সুখে সব দুখে
থাকো সদা বুকে বুকে,
নিতি অপলক চোখে
করি দরশন ॥

(৮৫)

পীলু—ঠুংরী

হৃদয়-রমণ প্রভু
অন্তর-যামী,
আমারে তোমার কর
হে জীবন-স্বামী ॥

কত তুমি আপনার,
তুলনা কি আছে তার?
কর মোরে অনিবার
ও-চরণ-কামী॥

ভালবাসা ঢালি যেন
তোমারি চরণে,
তোমারে আপন জানি
জীবনে মরণে;
স্বপনে কি জাগরণে,
উত্থানে কি পতনে,
ইহ-পর-জীবনের
চির-দাস আমি॥

(৮৬)

কত জনে করে কত জনে নির্ভর,
তুমি ছাড়া মোর কেহ ত আপন নাই;
মাথার উপরে বহিলে বিষম ঝড়,
তুমি ছাড়া আর কার কাছে আমি যাই?

দিকে দিকে দেখি কত যে বিপদ হায়
কত যে বিপুল তরঙ্গে বহি' যায়,
কত বিচিত্র অকূল জটিলতায়
বাঁধে যে আমারে পার-কূল নাহি পাই ॥

শিশু তার মায়ে সবলে জড়ায়ে ধরে,
নির্ভয়ে তার মায়ের কোলেই মরে;
তেমনি আমি যে কেবলি তোমারি 'পরে
নির্ভর করি' মুছিয়া যাইতে চাই;
সহস্র যদি বিঘ্ন আসিয়া পড়ে,
তথাপি যেন না অপরের পানে ধাই ॥

জীবন-গগনে উদিলে যেদিন আসি'
দেখিনু তোমায় নয়ন-সলিলে ভাসি',
বিচার করিনি তব দোষ-গুণ-রাশি,
তব করুণায় তব পায়ে পেনু ঠাঁই ;
স্বজন-বন্ধু সকল হইল বাসী,
কারো সাথে মোর কোনো বন্ধন নাই ॥

(৮৭)

সবারে ভুলিয়া তোমারেই যেন
জানি হে সারাৎসার,
সবারে ফেলিয়া তোমারেই যেন
দেই জীবনের ভার।

যখন দেখিব তুফানের তোড়ে
জীবনের মূল নড়িছে সজোরে,
ভুলি না যেন সে বিপদের ঘোরে
অভয় পদ তোমার,
বিপত্তি যত বাড়িবে তোমারে
স্মরিব বারংবার ॥

বিঘ্ন যখন গেল গো কাটিয়া
সান্ত্বনা এল প্রাণে,
তখন যেন গো ধরণী ভাসাই
তোমার মধুর গানে ;
তোমার অসীম গুণ-গরিমায়
নিখিল ভুবন যেন ছেয়ে যায়,
ছোট-বড় সবে শুনিবারে পায়
তুমি কত আপনার,—
সকল সময়ে চির-বান্ধব
তুমি ছাড়া নাহি আর ॥

গানের ছন্দে সুরের মন্ত্রে
হৃদয়ের পারাবার
উচ্ছ্বসি' উঠি' ডুবাইয়া দিবে
জগতের হাহাকার,
সবারে বিলাবে স্বাধীন জীবন,
দানিবে আত্মচেতনার ধন,
পরম প্রেমের সুধাস্বাদন
বিতরিবে চারিধার,
ভাঙিবে সবার দীর্ঘ দিনের
তমসার কারাগার ॥

সবারে করিবে সবার আপন,
সবারে করিবে হৃদয়ের ধন,
ভেদ-বিচ্ছেদ চূর্ণিয়া সবে
করিবে যে একাকার,
একের মূরতি সবার আননে
ফুটিবে, সে কি বাহার!
ওঙ্কার-ঘন উজল বরণ
নয়নে প্রতি জনার ॥

(৮৮)

ভৈরবী ; ঠুংরী

তুমি আমি দুই জন
রহিতে নারি।
বিরহের ব্যবধানে
বেদনা ভারী!
অধীর মম নয়ন
করে বারি বরষণ,
দূরে থাকা কি বিষম
তোমারে ছাড়ি'॥
তুমি আমি মিলে কবে
তুমি-আমি-হারা হবে,
জাগিছে কামনা সারা
হৃদি উজাড়ি'॥

(৮৯)

আমারে তোমার কর,
তোমারে আমার ;
তব সেবা মোরে দাও,
মোর ভার তুমি নাও,
তুমি আমি হ'ব প্রভু
চির-আপনার॥

মন্দির

আমার যা-কিছু আছে
ছোট-বড় সব,
অসার কি শাশ্বত
যতেক বিভব,
সব-কিছু নিজ-বলে
কর অধিকার।।

চরণ বাড়ায়ে দাও
আমার কাছে,
ও-চরণ ছাড়া মম
কি আর আছে?
রাতুল পদ-কমলে
পূজিব নয়ন-জলে,
ঘুচিবে ত্রিতাপ-জ্বালা,
যত হাহাকার।।

(৯০)

মালকোষ ; তেওড়া

আমার নিজের সুখের লাগিয়া
তোমারে চাহিনা পূজিতে।
আমার আপন তৃপ্তির তরে
তোমারে আসিনি খুঁজিতে।।

created by Mukherjee TK, Dhanbad

কত ভালবাস তুমি যে আমারে
ভাবিয়া ব্যাকুল হই বারে বারে,
"তোমারি সেবায় সার্থক আমি"—
সে কথা পেরেছি বুঝিতে ॥

আজি মোর পূজা নাও প্রেমময়,
প্রসন্ন হও, হে চির-সদয়!
তোমার মুখের হাসিটী যে চাই
আত্ম-সেবারে যুঝিতে ॥

সীমাহীন তব অনাবিল স্নেহ
পূর্ণ করিল অন্তর-গেহ,
বন্দনা আজি করিব তাহার
আমার ক্ষুদ্র পুঁজিতে ॥

(৯১)

আশাবরী ; দাদ্‌রা

আমার, সুপ্ত চেতনা জাগিছে।
দিগন্ত হ'তে মলয়-লহরী
চখে মুখে বুকে লাগিছে ॥

শ্রবণে পশিছে বংশী-রব,
তুচ্ছ হইছে সুখ-বিভব,
চিত্ত আজিকে কাহার সরস
পেলব পরশ মাগিছে ॥

আজি, লুটিয়া পড়িতে চাই,
যেখানে আমার চিত্ত-চোরের
শ্রীপাদ-পদ্ম পাই,
পরাণ যেখানে অজানার টানে
নিজে নিজে অনুরাগিছে ॥

(৯২)

ভাস্কর-রশ্মির পরশ পাইয়া যথা
কমলিনী উল্লাসে নৃত্য করে,
তোমার নামের রেশ কর্ণে পশিলে তথা
উৎসব সঞ্চারে চিত্ত-'পরে ॥

প্রেমময় মধুময় সুধাময় সুন্দর
ধ্যানের মূরতিখানা নয়নে পড়ে,
দেখিতে না দেখিতে সে বরবপু মনোহর
বিবশ হইয়া যাই, অশ্রু ঝরে ॥

মন্দির

বাহিরে খুঁজিয়া যত
করি হাহাকার,
তুমি তত হৃদিমাঝে
কর হে বিহার,
আমি যত কাঁদি, আঁখি
ঝরে অঝোরে,
তুমি তত তোল তান
মধুর সুরে॥

বিরহ-বেদনা সবই
তব চাতুরী
মিলনের বাড়াইতে
শুধু মাধুরী ;
তোমার লাগিয়া মরি
যতই ঘুরে,
তুমি তত থাক মোর
পরাণ জুড়ে।

(৯৪)

মলয়-মারুত কেন
বহে রে !
পিয়া বিনে কাঁদে প্রাণ,
হৃদি-মন আনচান,
তখন কি সমীরণ
সহে রে ?

কেন রে পবন আজ
এত অকরুণ সাজ
কেন আজ নিদারুণ
সুকঠোর,
একটু মেঘের জল
পেলে প্রাণ উচ্ছল,
কৃতার্থ হ'য়ে যায়
এ চকোর,
তবু কেন বিনা মেঘে
বহে বায়ু এত বেগে,
এ ত' সহিবার মত
নহে রে।

(৯৪)

মলয়-মারুত কেন
বহে রে!
পিয়া বিনে কাঁদে প্রাণ,
হৃদি-মন আনচান,
তখন কি সমীরণ
সহে রে?

কেন রে পবন আজ
এত অকরুণ সাজ,
কেন আজ নিদারুণ
সুকঠোর,
একটু মেঘের জল
পেলে প্রাণ উচ্ছল,
কৃতার্থ হ'য়ে যায়
এ চকোর,
তবু কেন বিনা মেঘে
বহে বায়ু এত বেগে,
এ ত' সহিবার মত
নহে রে!

আমি চাহি আকাশের
বুক-চেরা নির্ম্মল
নবীন বারিদ হ'তে
শুধু বিগলিত জল,
আমি চাহি প্রেম, আর
প্রেম, শুধু প্রেম চাই,
অপর কামনা মোর
নহে রে !

(৯৫

হাসিল কুসুম-কলি
কাননে,
কার প্রেম, কার মধু,
কার রূপ, কার যাদু
ফুটিল কোমল ঐ
আননে ?

কে আসি গাহিল গান
কুসুমের কণ্ঠে,
প্রাণে প্রাণে অবিরাম
সুধারাশি বণ্টে ;
কে হাসিল মুখে ওর
তুলি' খল খল সোর,
মরমিয়া আঁখি-পাত
কে দিল ও নয়নে ?

যা দেখি, তাহারি মাঝে
শুধু একজনে পাই,
শুধু একজন ছাড়া
কোথা কিছু নাই, নাই।
ওরে ও কুসুম-কলি
আয় শোন্ কথা বলি,—
তোরে দেখি মজে মন
পরম রসায়নে ॥

(৯৬)

কেদারা ; ঢিমা-তেতালা

তোমারে সঁপিয়া প্রাণ
 সকলি পেয়েছি আমি,
সোণালি উষার আলো,
 জ্যোছনার মধুযামী॥

আকাশের তারাচয়
কাণে কাণে কথা কয়,
কত যেন পরিচয়!
 ভূতলে আসে গো নামি'॥

মলয়জ সমীরণ
 সুবাস বহিয়া যায়,
তোমারি প্রেম-আবেশে
 ছোটে মাতালের প্রায় ;
ডেকে বলে বারে বারে,—
 "তোতে মোতে ভেদ কিরে ?
যারে বাস ভাল, সে যে
 আমারো হৃদয়-স্বামী॥"

কাননে কাননে যত
কুসুমিত কুঞ্জ
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
সোহাগের পুঞ্জ ;
ভ্রমরার মুখরণে,
কোকিলার কুহু—তানে
শুধু এই শুনি "তারা
সকলেই ব্রজধামী,
সবাই প্রেমিক তারা,
শ্রীহরি-চরণ-কামী ॥"

(৯৭)

ওগো শিবসুন্দর নাথ !
এ দীন অধমে কর
করুণা-নয়ন-পাত ॥
মরণ-গহনে যেন
তোমার আশিস-রাশি
পরাণে পরাণে মোর
জাগায় সরস হাসি,
তোমারে বাসিয়া ভাল
যেন প্রভো চিরকাল
কাটাই হরষাবেশে
দীরঘ দিবস-রাত ॥

তব মধু-নাম যেন
ভুলি না ভুলি না হরি,
ভ্রমবশে মায়া-মোহে
তোমারে না পরিহরি,
যত বিভীষিকা-চয়
নিমেষে পাইয়া লয়
আমারে গাঁথিয়া যেন
রাখে গো চরণ-সাথ ॥

(৯৮)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ ; ঠুংরী

কাঁদিতে কাঁদিতে যার
অন্ধ হয় রে আঁখি,
শ্রীপদ-দরশে তার
রহে না রহে না বাকী ॥

পড়িলে চ'খেতে ছানি,
ছুটে আসে কেন জানি ;
অরূপ মূরতিখানি
আপনি দেয় রে আঁকি ॥

অসহ বেদনা যার
মোর প্রভু হয় তার,
সরস পরশ দিয়া
পরাণ রাখে রে ঢাকি' ॥

যার কেহ নাই ভবে,
মোর প্রভু তারি হবে ;
ব্যথিত শরণাগতে
দিতে সে জানে না ফাঁকি ॥

(৯৯)

বেহাগ ; একতালা

যখনি কাঁদিবি আকুল পরাণে
তখনি যে আমি তোর,
যখনি আঁধার ঢাকিবে নয়ন
কাটিব সে তমোঘোর ॥

যখনি বেদনা বাড়িবে বিষম
তখনি যে আমি হব প্রিয়তম,
বিপদ যখনি আসিবে ঘনায়ে
আমি পেতে দিব ক্রোড় ॥

পতনের ঐ পিচ্ছিল পথে
দিব না, দিব না, দিব না রে যেতে ;
প্রলোভন যদি করে বিচলিত,
আমি বুকে দিব জোর ॥

হ'ব আমি তোর নিঃশ্বাস-বায়ু,
হ'ব তোর প্রাণ, হ'ব তোর আয়ু,
হ'ব তোর হৃদি, হব আনন্দ,
হব তোর আঁখি-লোর,
তোর সাথে আমি কোটি জনমের
বাঁধিব প্রেমের ডোর ॥

(১০০)

যে আমারে চাহিয়াছে, আমি তার চিরকাল
যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই।
অতি কাছে, অতি দূরে ছড়ান প্রেমের জাল,
সকলেরে বাঁধি আমি,—কারো পর নই ॥

কত নামে, কত রূপে কত জন খুঁজিছে,
কোথায় প্রাণের প্রিয়, তার লাগি কাঁদিছে,
কাছে পেয়ে কলরবে প্রেমাবেশে কূজিছে,
দুবাহু পসারি' তারে বুকে টানি' বাঁধিছে,—
সে কি জানে, কারে নিয়া এ বিরহ, এ মিলন ?
সে কি জানে প্রকৃতই তার প্রিয় কই ?
যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই ॥

দেহেরে চাহিয়া দেহ কেবলি ঠকিল হায় !
যত বেশী ক'রে চাহে, ততই সে নাহি পায়।
আকাশে কানন রচি' শয়নাসন বিছায়,
জীবন করিয়া পণ ছুটি' আগাইয়া যায়,
তখনি বাতাসে মরু-মরীচিকা যে মিশায়,—
পরিণামে আমি তারে কোলে তুলে লই !
যে আমারে চাহে নাই, আমি তারো হই ॥

(১০১)

তোরা আমার পর কি আপন
কে জানে ? *
তবু তোদের লাগি' আমার
মন টানে ॥

আমার প্রভুর লাগি' তোরা
হ'লি যেদিন আপন-হারা,
সেদিন হ'তে তোদের নিবাস
প্রাণ-খানে ॥

প্রভু যদি আসেন রে আজ,
আমার ভাঙা এই হৃদি-মাঝ,
তোদের ফেলে চাইব একা
কোন্ প্রাণে ?

---

* তোরা আমার—রে জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা,
পর কি আপন—র জ্ঞা র র, কে জানে সা ঋ জ্ঞ,
কে জানে—পা দা পা।

০ ০ ০

একা আমি মজ্‌ব নারে,
ডাক্‌ব তোদের বারে বারে ;
সবাই মিলে দেখ্‌ব তাঁরে
সন্ধানে ॥

সবাই মিলে করব বরণ,
সবাই মিলে পূজব চরণ,
সবাই মিলে গাইব রে নাম
একতানে ॥

(১০২)

তোরা আমার আপন যদি
থাক্‌বি দূরে কেমন ক'রে ?
তোদের আমার পাওনা-দেনা
জানিস্ কত জনম ধ'রে ?

পেয়েও তোদের হয় না পাওয়া,
দিয়েও তোদের হয় না দেওয়া,
না দিয়ে সব দিয়ে ফেলিস,
না পেয়ে পাস্‌—-বিচিত্র রে !

---

† সন্ধানে = কৌশলে

নিত্য-মধুর প্রেমের খেলা,
সাজ্‌ল কেমন সুখের মেলা;
দেওয়া-নেওয়ার ঊর্দ্ধ-দেশে
দেওয়া-নেওয়া হৃদয় ভ'রে।

(১০৩)

নিজের কাছে নিজেই আমি
দিলাম ধরা প্রাণের দায়ে,
শীতল হ'ল পরাণ আমার
শরণ পেয়ে নিজের পায়ে॥

আপন চরণ আপনি পূজি
আপন হৃদয় আপনি খুঁজি,
এক জনারে দুই সাজিয়ে
প্রেমের খেলা মলয়-বায়ে,
প্রেম-বিরহের চল্‌ছে লীলা
নিজের সৃষ্ট অন্তরায়ে॥

খেয়া নৌকার এ আম্‌দানি
কেবল বাইরে জানাজানি,
এ-পার ও-পার উঠ্‌ল ফুটে
চপল নদীর স্রোত বহায়ে ;
একই ছিলাম, দুই হ'য়ে তুই
উঠ্‌লি আমার নামের নায়ে ॥

(১০৪)

অনাদি অসীম অনন্ত আমি
সসীম হইনু তোদের তরে,
উদার বিশাল বিপুল আকাশ
প্রবেশিল এক ক্ষুদ্র -ঘরে ॥

সবারে শিখাতে প্রেমের মিলন,
ধরিনু মুরতি কত অগণন ;
সবারে লইয়া খেলিতেছি খেলা
দিবস-রজনী বিশ্ব ভ'রে ॥

মন্দির

এত বিচিত্র, তবু আমি এক ;
প্রকটিত, তবু নিবিড় অলেখ ;
সব বিপরীত একের মাঝারে
মিলিত হইয়া এ' চরাচরে
কভু হয় প্রভু, কভু বা সেবক,
নিজেরেই নিজে ভজনা করে ॥

(১০৫)

তেওড়া

তোমারি কাজে হরি পেয়েছি যারে,
তোমারি অবতার ভাবিয়া পায়ে তার
প্রণতি করিয়াছি বারে বারে ॥

কখনো প্রভু ভাবি' দিয়াছি অঞ্জলি
ভকতি-মাখা মম হৃদয়-ফুল-কলি,
রয়েছি অনুগত, সতত সেবারত,
সঁপিয়া দিয়াছি আমি যে আমারে ॥

কখনো স্নেহভরে নিয়াছি কোলে তুলি',
আপন ভাবি' তারে জগত গেছি ভুলি'
সাদরে বুকে রাখি' আননে দিয়া আঁখি
ভেসেছি ভাসিয়েছি নয়ন-ধারে ॥

গাহিয়া প্রেমে তোমারি গান
জুড়াই যেন তাপিত প্রাণ,
সকল রস-পরশ ভুলি'
তোমারে শুধু পাই হে।

(১০৯)

সে যে আমার চোখেই কাঁদে,
আমার বাহু-পাশেই তোরে
প্রেমের পাশে বাঁধে।

আমার প্রাণের আকুল গানে
সেই ত তোরে টেনে আনে,
কতই অধীর করুণ ভাষায়
ডাকছে কতই ছাঁদে।

আমার মুখেই প্রভুর বাণী
ব্যাকুল করে তোর পরাণি,
আমার সকল অনুনয়ে
সেই ত' তোর সাধে।।

আমার আপন করল যারে,
তাঁর কি আপন সে হয় না রে?
আমার সকল মুখের কথা
ফুটল তাঁরই নাদে।।

(১১০)

আমি আর তিনি এক অভিন্ন,
মুখ ফুটে তা কি বলিতে হবে ?
এতকাল ধ'রে কি বুঝিলি বল্,
কি সাধন তুই করিলি তবে ?

তোতে ও আমাতে আছে কি প্রভেদ ?
তুই আর আমি এক ও অভেদ।
তুই আর তিনি একেরি প্রকাশ,
একথাই সার সত্য ভবে ॥

তুই, আমি, তিনি, তিন তবু এক,
আসল ত এক, নহে ত অনেক ;
নানা রূপ দেখা নয়নেরি ভুল,
একই আছে, ছিল, নিত্য র'বে ॥

(১১১)

পীলু ; দাদ্‌রা

আমার প্রভু তোর লাগি যে
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
আর কতদিন থাকবি রে তুই
অসার সুখে আত্মহারা ?

ছেলে-হারা মায়ের মত
তোরেই ত' ডাকে সতত,
তুই কি রে তার কাছে গিয়ে
মুছাবি না নয়ন-ধারা ?

(১১২)

পূরবী ; দাদ্‌রা

আমার প্রভু তোরে চায় ।
তুই কেন রে আছিস ডুবে,
মিথ্যা কপট ভাবনায় ?

বৃথা ভ্রান্তি দে না ছেড়ে,
ফেলে দে অশান্তি ঝেড়ে,
তপ্ত তনু কর্ সুশীতল
নামের সুবিমল ধারায় ॥

অধম হ'লেও তোরই লাগি'
ঐ প্রভু রয়েছেন জাগি' ;
দিন রাতি ঐ ডাক্‌ছেরে শোন্—
"আয়রে আমার বুকে আয়" ।

জীবন-জোড়া হাহাকার,
নয়ন-ভরা জলের ধার,
সকলি তোর সফল হবে,
পড় গিয়ে ঐ রাঙ্গা পায় ॥

(১১৩)

তোমার প্রেমের আলো,
আমার নয়ানে আমার বয়ানে
আমার পরাণে জ্বালো ॥

তোমার প্রেমের সৌরভে চিত
ভ্রমরের মত কর ব্যাকুলিত,
তোমার প্রেমের পীযূষ আমার
হৃদয় ভরিয়া ঢালো ॥

চির-জনমের বেদনা-নিচয়
প্রেম-কাকলিতে লভুক বিলয়,
তোমার ধেয়ানে হোক্ বিলুপ্ত
সকল মন্দ-ভালো ॥

(১১৪)

দেশ ; একতালা

ওগো, প্রাণ তোমারেই চায়,
সুদূর হইতে তোমারে নেহারি'
ব্যাকুল হইয়া ধায় ॥

পথের বিঘ্নে করে না লক্ষ্য,
দুঃখেরে দেয় পাতিয়া বক্ষ,
অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্য আশা
পদতলে দলি' যায় ॥

তোমারে জানিয়া পরম-রসাল,
তোমাতেই খোঁজে ইহ-পর-কাল,
প্রেম-গদ-গদ বিভল-কণ্ঠে
তব বন্দনা গায় ॥

(১১৫)

ভীমপলশ্রী ; দাদ্‌রা

তোমায় ছাড়া থাক্‌তে আমায়
দিও না হে।
সকল সময় চিত্ত যেন
তোমায় চাহে ॥

সুখে যেন তোমায় ছাড়া
নয়ন কেঁদে হয় হে সারা,
দুখের দিনে বুকের ব্যথা
তোমার যেন গাথা গাহে ॥

তুমিই আমার রও হে সকল,
তুমিই আমার হও বলাবল,
তুমিই আমার কান্না-হাসির
বিধাতা হে ॥

(১১৬)

যে রূপ নেহারি' জগৎ-মুগ্ধ
সে রূপেতে মোর লোভ নাই ;
অন্তরে মোর জ্বলিছে মাণিক,
আমি দেখি তারি রোশনাই ॥

যে সুখের লাগি' সকলে আকুল,
সে সুখ চাহিতে হয় মোর ভুল,
দেখি অন্তরে আছে থরে থরে
ত্রিলোকের সুখ একঠাঁই ॥

প্রেম-লোভে মোর কাতর হৃদয়
বাহিরে ভ্রমিতে কাঙ্ক্ষিত নয় ;
অন্তরে মোর প্রেমি-শিরোমণি,
তাহারি অধর-মধু পাই ॥

(১১৭)

আমারে শোনা রে তোরা
সেই গান শোনা রে।
যেই গানে প্রিয় মোর
করে আনাগোনা রে ।।
বিরহ-অনল জ্বালি'
বেদনা বিপুল ঢালি'
আগুনের তাপে মোরে
করে খাঁটি সোনা রে ॥
"পেয়ে হায় পাই না গো,
আকুলিত করে প্রাণ,
বল না তখন তুমি
কোথায় বিরাজমান ?"
না দেখিয়া কাছে যাঁরে
খুঁজি শুধু বারে বারে,
সহসা এল সে আলো
করি' হৃদি-কোণা রে ॥

(১১৮)

গানের পরে গান আর,
তানের পরে তান,
তোমার নামের
বহায় যেন বান।

পাষাণ-প্রাণের চক্ষু চিরে
বক্ষ ভাসে অশ্রু-নীরে,
হৃদয় যেন ঐ সলিলে
হয় নিমজ্জমান।

গভীর জলের গহন খেলা
হয় যেন মোর সাঁঝের বেলা,
ভাটার টানেও নদী যেন
বয় ফিরে উজান।

(১১৯)

মানে না পরাণ লাজের বাঁধন
দেখিলে তোমার হাসি,
আকুল অবুঝ হয় তনুমন
নেহারিলে রূপরাশি।

নয়নে আপনি ছোটে জলধারা,
অধীর হৃদয় হয় কেঁদে সারা ;
পাই কি না পাই দ্বিধা-সংশয়ে
বেদনা-সলিলে ভাসি ।

কাছে পেয়ে তোমা ঘটিল বিষম,
নিয়ত ব্যথিত মথিত মরম ;
সেই ছিল ভালো দূরে থেকে যবে
শুনিতাম শুধু বাঁশী ॥

(১২০)

কীর্ত্তন ; গড়খেমটা *

প্রভু গো, দাও গো মোরে পাগল ক'রে ।
হাসাও মোরে, কাঁদাও মোরে,
ভাসাও মোরে আঁখির ধারে ॥

দিন-রজনী আপন মনে
কইব কথা তোমার সনে,
তোমার আমার প্রাণের মিলন
আর যেন কেউ বুঝতে নারে ॥

---

* এই গানটি "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়া ছবিতে গীত হইয়াছে ।

অঙ্গে যেন মেখে কাদা
সার করি ঐ নামে কাঁদা
সকল শিকল সকল বাধা
দেই গো ভেঙ্গে, দেই গো চুরে ॥
ঠিক যেন গো নদীর মত
স্রোতের টানে রই সতত,
নাম-প্রবাহের জোয়ার-ভাটায়
জগৎ ভুলি তোমার তরে ॥
দাও ভুলিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
চাই শুধু ঐ নামের সুধা,
করুক নিন্দা বিশ্ব-ভুবন
রইল সব ঐ চরণ-পরে ॥

(১২১)

কীর্ত্তন, গড়খেমটা

শ্রবণ ভুলিল মম
শুনি তব নাম
—ভুলিল রে
—নাম শুনে শ্রবণ ভুলিল ·······
—এমন নাম আর শুনে নাই তাই...
নয়ন মজিল হেরি'
রূপ অভিরাম ॥

মন্দির

—সে যে অপরূপ—

—কোটি জনমের অদেখা রতন......

—তুলনা তাহার মিলে না কোথাও.......

বাঁশরী ঢালিল প্রাণে

তরল অনল,

—সুরের আগুন ঢালিল রে—

—তনুমন পুড়ে দগ্ধ হ'ল......

বিরহ-বেদনে আঁখি

করে ছলছল ॥

—ছলছল—

—বুকের মাঝে আগুন জ্বলে,

তাই নয়ন বাষ্পে........

ভুলে গেনু কুলশীল,

ভুলিনু সরম,

—ভুলে গেনু—

—কুলমান সব...

তব অনুরাগে অনুরাগিণী....

তোমার চরণ হ'ল

ধরম করম ॥

—কিছু জানি না—

—তোমার চরণ ছাড়া আর… …

—তোমার চরণ পরম শরণ আর…

গৃহবাস পরবাস

হইল অচিরে

—ঘরের মায়া কেটে গেল—

—অসার অনিত্য জেনে…

ঝাঁপ দিনু প্রাণাবেগে

প্রেমসিন্ধু-নীরে ।

ঝাঁপ দিলাম—

—কি হবে না হবে ভাবনা ছাড়িয়া…

—যা হবার হোক নাহিক ভাবনা….

এই যে ডুবিয়াছি গো

আর উঠিব না,

—ডুব দিলাম—

—তোমার বিশাল বক্ষ-মাঝে…

অতলের মহাতলে

রহিব মগনা ॥

—কুড়াইব—

রত্নাকরের অতল তলে প্রেমরত্ন …….

—যে রতনে জীবন সফল প্রেমরত্ন…….

(১২২)

কীর্ত্তন ; গড়খেমটা ও ফের্‌তা

ও বঁধু, কি আর চাহিব বল ?
জনমে জনমে তোমারি লাগিয়া
চাহি প্রেম ঢলঢল।
—চাহি আঁখি ছল ছল,
কেবল চোখের জল ॥

তোমার বাঁশরী শুনিয়া কাণে
উজান যেন গো বহে এ প্রাণে
বরষা-বাদর-সলিল-বানে
হয় তরী টলমল ॥

দরশ-পিয়াসে আকুল আঁখি
কাঁদে যেন হরি তোমা না-দেখি,
অধীর আবেগে তোমারেই ডাকি
যেন প্রতি অনুপল ॥

চন্দন জিনি অঙ্গগন্ধ
মৃদুল মলয়ে বহিলে মন্দ,
করে হেন মোরে পীরিতি-অন্ধ,
জ্বালায় হৃদয়-তল ॥

বিরহে যেন গো জ্বলিয়া মরি,
ছট্‌ফট্‌ করি সারা বিভাবরী,
যোজন জুড়িয়া অনল-মাধুরী
করে যেন ঝলমল ॥

পিয়াসী প্রাণের শুধু এ-বাণী,—
"জীবনে মরণে তোমারে জানি,
ধ্যানে পাওয়া ঐ মুরতিখানি
সাধনার সম্বল" ॥

(১২৩)

মালকোষ ; একতালা *

সবার কাছে হও হে প্রকাশ,
হও হে,
সবার প্রাণের আপন হ'য়ে
হৃদয় জুড়ে রও হে ॥

থাক্‌বে কেন একলাটী মোর,
সবার তুমি হও চিত্ত-চোর,
সবাইকে ওই প্রাণ-জুড়ান
শীতল বুকে লও হে ॥

* এই গানটী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

সবার তুমি হও হে জীবন,
হও সকলের আনন্দ-ধন,
সবার তুমি না হও যদি,
আমার তুমি নও হে ॥

(১২৪)

মালকোষ ; তেওড়া

কোথা হে নাথ, কোথা হে বন্ধু,
কোথা হে নাথ!
হও হে উদিত সবারি হৃদয়ে
আঁধার বিদূরি' পূর্ণ-ইন্দু !
কোথা হে নাথ !

গোপনে লুকায়ে কাঁদিছে তিমিরে,
শত দুখ-শোক রহিয়াছে ঘিরে,
সবারে টানিয়া তব স্নেহ-নীড়ে
ঢেলে দাও প্রেম একটী বিন্দু !
কোথা হে নাথ !

আকুল পিয়াসা মিটাবার তরে
আলেয়ার পিছে কেন ঘু'রে মরে ;
সবার পরাণ তব প্রেমে ভ'রে
দিতে কি পার না করুণা-সিন্ধু ?
কোথা হে নাথ !

(১২৫)

একটী প্রাণীও যেন
বাদ নাহি যায়,
সবাই তোমারে যেন
সমভাবে পায় ॥

ছোট, বড়, সুখী, দুখী
অগণিত জন
লভে যেন সবে তব
প্রেমের প্লাবন,—
কেহ যেন নাহি ফিরে
যায় নিরাশায়,
সবার শীতল হয়
প্রাণ-মন-কায় ॥

তুমি সকলের হয়ো
প্রাণেরো আপন,
তুমি সকলের হয়ো
আনন্দ-ধন,
সকলেরে ধরা দিও
স্নেহ-করুণায়,
সকলেরে চেনা দিও
অসীম দয়ায় ॥

(১২৬)

ওরা চাহে একা একা
করিতে সাধন,
সকলেরে নিয়া মোর
পূজা-আয়োজন ॥

সবারে বাঁধিয়া নিয়া
মিলন-ডোরে
ছুটে যেতে চাই তব
শীতল ক্রোড়ে,
একাকী তোমারে মোর
নহে প্রয়োজন ॥

নীচ, হীন, অপরাধী,
জ্ঞানহীন নর,
কেহ নহে পর মোর,
কেহ নহে পর ;
সবারে জানিয়াছি গো
আপনার জন।

(১২৭)

নীরবে নিভৃতে একান্তে বসি'
আকণ্ঠ নাম করিনু পান,
কোটি বিশ্বের আপন হইয়া
দরশন মোরে করিলে দান।

তুমি যে সবার হৃদয়-ধন,
কেবলি আমার নহ আপন,
প্রেমের কলায় লীলার ছলায়
দেখাইলে সেই অভিজ্ঞান।

তোমারে লভিয়া লভিনু ভুবনখানি
সবারে সোহাগে লইনু বক্ষে টানি',
নিমেষে হইল সকল সাধনা
বিশ্বহিতের অনুষ্ঠান।

(১২৮)

সবাই আমায় বাঁধুক হরি
বাঁধুক হে,
চিত্ত আমার সবার তরে
কাঁদুক হে ॥

সবার সুখে, সবার শোকে,
স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্য-লোকে,
পরাণ আমার সকল প্রাণের
সব রাগিণী সাধুক হে ॥

সকল মনের মলয়-পবন
করুক আমার চিত্ত-হরণ,
হৃদয় আমার সকল ফুলে
মিলন-মালা গাঁথুক হে ॥

(১২৯)

সবাই আমার আপন হোক্,
কেউ যেন আর না রয় পর।
সকল বিদেশ, সকল প্রবাস,
হোক্ হে আমার আপন ঘর ॥

মন্দির

সকল বুকের সকল শোক
আমার নিজের বুকের হোক্,
ব্যথাই আমার হোক্ সাধনা
নিত্যকালের অনশ্বর ॥

সবার কাজে আমার প্রাণ
করুক প্রভু আত্মদান ;
সবার সুখে আমার সুখ,
সবার ঝড়ে আমার ঝড় ॥

(১৩০)

একাকী উল্লাস করি'
মনে শুধু জাগে দ্বন্দ্ব,
কখন না জানি গান
হারাইয়া ফেলে ছন্দ ;
অন্তরের গীতিকার
রচিছে মালতী-হার,
কখন না জানি তার
ফুল-গাঁথা হয় বন্ধ ॥

নারে না! একাকী মোর
হরষে হবে না জোর ;
সবারে লইয়া পান
করিব রে মকরন্দ,
জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতেরা
বলুক না মোরে মন্দ ॥

(১৩১)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায় ;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত ॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত ॥

(১৩২)

বাগেশ্রী

এক জনারে জানলে আপন
বিশ্ব-ভুবন আপন তোর,
এক জনাতে যুক্ত হ'লে
সকল ভাঙ্গায় বাঁধে জোড় ॥

এক জনারে হৃদয় দিলে
বিশ্বজনার হৃদয় মিলে,
একের তরে ঝরলে আঁখি
সবার চোখে বইবে লোর ॥

একের স্নেহের পরশ-মাঝে,
সবার স্নেহের পরশ আছে,
একের কোলে ঠাঁই হ'লে তুই
পাবি রে সকলের ক্রোড় ॥

দশ জনারে যাও ভুলে যাও,
এক জনাতে সব স'পে দাও,
তাঁরি তরে হও রে পাগল
যে জন তোমার চিত্ত-চোর ॥

(১৩৩)

একের মাঝে সবাই আছে

তাই ত একের উপাসনা।

একের পূজায় সবার পূজা

অন্য পূজায় নাই বাসনা॥

ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের

জগদ্‌ভরা যতেক প্রাণী

একের মন্ত্রে পেলাম খুঁজে

তাঁদের সবার মুক্তিবাণী,

তাই ত সবায় সঙ্গে নিয়ে

আমার পুণ্য আরাধনা॥

কতই দুঃখ বিশ্ব ভ'রে,

সবার পূর্ণ মুক্তি-তরে

শাশ্বত নাদ নূতন হ'য়ে

মূর্ত্ত হ'ল এই সাধনা॥

(১৩৪)

শুধু একজন ওরে,

শুধু একজন,

দিবানিশি করে মোর

হৃদয়ে রমণ॥

মন্দির

সকলের প্রাণরূপে
সতত যে থাকে রে,
সকলেরে সতত যে
নিজ বুকে রাখে রে,
সকলের সব ব্যথা,
বেদনা ও কাতরতা
নিজের আঁচল দিয়া
সতত যে ঢাকে রে,
সেই একজন শুধু
সেই একজন,
আমার নয়ন-কোণে
ভুবন-মোহন ॥

প্রতি নামে যাঁর নাম,
প্রতি গানে যাঁর গান,
প্রতি ধামে যাঁর ধাম,
প্রতি প্রাণে যাঁর প্রাণ,
নিখিল ভাবের মাঝে
যিনি ভাষাচয়,
নিখিল ভাষার মাঝে
যিনি ভাবময়,
সেই একজন, শুধু
সেই একজন,
দেহ মন প্রাণ মোর
করিল হরণ ॥

তাঁরি গুণ-গানে হাসি,
তাঁরি গুণ-গানে রে ;
নয়নের জলে ভাসি
তাঁরি প্রেম-বানে রে ,
যাঁর টানে ভ্রমি আমি
বিপুল ভুবন।
শুধু সেই জন ওরে,
শুধু সেই জন,
আমারে ভুলাল মোর
জীবন মরণ ॥

(১৩৮)

কে যে রে তোর আরাধ্য ধন
সেই কথাটাই জান্,
সতীর পূজা পতির তরে
তাতেই যে তার মান ॥

হাজার দিকে দিলি মন,
ঘট্‌ল কেবল অনটন ;
একজনাতে সব সঁপিলে
নাই কোনো লোকসান ॥

হাজার প্রভুর করবি পূজা,
বাড়বে কেবল ঘাড়ের বোঝা ;
ব্যর্থ হবে জীবন-জোড়া
সকল আত্মদান ॥

এক দিকেতেই রাখরে নয়ন,
এক জনাতেই নিত্য-শরণ ;
এক জনারেই বাসরে ভাল,
তাতেই সফল প্রাণ ॥

(১৩৬)

এক পথে তুই থাকিস রে ভাই
দশ দিকে মন দিস না রে,
এক সুধাতেই হয় রে তৃপ্ত
দশ জনমের তৃষ্ণা রে ॥

এক তপনের কিরণ লেগে
বিশ্ব-ভুবন উঠ্‌বে জেগে,
লক্ষ তারার পানে চেয়ে
সুযোগ নাশ করিস্ না রে ॥

এপথ ওপথ সেপথ ঘুরে
সংশয়ে তুই মরলি পুড়ে ;
একের মাঝেই সকল আছে,
এই কথা ভুলিস্ না রে ॥

(১৩৭)

এক দিকে চল্,
এক দিকে চল্ ;
এক পথে চলাতেই
বুকে বাড়ে বল ॥

শতমতে শতপথে
করিয়া হেলা
এক নামে ডাক ছাড়ি'
ভাসা রে ভেলা,
তরঙ্গ যত হোক্,
ছাড়িস্ না নিজ রোখ্,
এক শশধরে দেখ
গগন উজ্জ্বল ॥

নানা জনে নানা কথা
কহিবে ব'লে
তুই যাবি নিজ পথ
ছাড়িয়া চ'লে ?
নিদারুণ মহাভুল
নাহি এর সমতুল,
তোর চির-শরণ যে
শ্রীপ্রভু কেবল ॥

(১৩৮)

বাউল

সকল পূজা পরিহরি' এক জনারে লক্ষ্য করি'
চল্‌রে আপন পথে,
এক জনারে দান করি' প্রাণ জন্ম-জীবন সুধন্য মান,
চল্‌ রে একই মতে ॥

নানান মতের রকম-ফেরে মনের ভুলে যাস্‌নে ভিড়ে
দশের বাঁধা গতে,
আপন লক্ষ্য ঠিক ক'রে নে, সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিনে
পড়বি রে ছিদ্দতে ॥*

*ছিদ্দত, পূর্ব্ববঙ্গীয় শব্দ। অর্থ,—বিভ্রাট, লাঞ্ছনা।

এর ওর তার পানে চেয়ে এর ওর তার পিছে ধেয়ে
চেপে পরের রথে,
জীবন-মেলার রঙিন ছবি কলঙ্কিত হবে সবই
কেবল হতাহতে॥

(১৩৯)

এক-জনারে জান্‌রে শুধু
এক জনারে জান,
জন্ম-যুগের জীবন-প্রভু,
সত্য প্রাণের প্রাণ॥

হাজার জনের চিত্ততোষের
ভ্রান্ত বুদ্ধি ছাড়্‌,
বহু সেবার ফল ত' পাবি
শুধুই হাহাকার ;
সকল দিকের আয়োজন
এক জনাতেই সমর্পণ
করবি যদি শান্তি পাবি
সফল হবে দান॥

মন্দির

জীবন যে তোর দেবার তরে,
রাখার তরে নয়,
আত্মাহুতি দেবার সময়
নিষ্প্রয়োজন ভয় ;
কিন্তু বলিই হবি যখন,
একটি ইষ্টে থাকবি লগন ;
এক জনারে ভালবাসাই
মুক্তির সন্ধান

(১৪০)

কত দেবতারে পূজিবি বল ?
কতখানে গিয়া মাথা মুড়াইবি,
কত ঘাটে পান করিবি জল ?

গঙ্গার জলে মিটে রে তৃষ্ণা
গোদাবরী পানে কেন তাকাস্ ;
গোদাবরীতেও মিটিবে পিপাসা,
গঙ্গারে কেন এ পরিহাস ?
পিপাসাই যদি লাগিয়া থাকে রে,
সব নদী-জল সম-শীতল ॥

---

* সন্ধান =কৌশল

যে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছিস রে তুই,
সেই ঘাটে আজ জলেতে নাম ;
ডুবে যা রে সেই শীতল প্রবাহে,
তাতেই পূরিবে মনস্কাম ;
প্রাণ ভ'রে কর্ সে সলিল-পান,
দেহে মনে পাবি নবীন বল ॥

(১৪১)

সবারে জানিতে নিজেরে জানিয়া লও,
নিজেরে চিনিয়া সবার আপন হও,
অবগাহি' নিজ স্বরূপ-সাগর মাঝে
প্রাণ ভরি' যত প্রেমমাখা কথা কও ॥

যাহার যেখানে যতটুকু ব্যথা আছে,
দূর কর তাহা টানি' তারে নিজ কাছে,
অতীতের কোটি অনুতাপ-রাশি মুছি'
পাপহীন ক'রে নিজ হাতে গ'ড়ে লও ॥

নিজেরে ডুবাও ধ্যান-সমুদ্র মাঝে
বাহু মিলাইয়া সকলের হিত-কাজে,
সত্যের জয় সকলের সাথে গাহ,—
সাধনার কালে নিগম একক রও ॥

(১৪২)

আসিবেন তিনি বসেছিনু আশা ক'রে
আসিতে তাঁহার হ'ল রে সুনিশ্চয়,
দেহে মনে প্রাণে প্রতি পরমাণু ভ'রে,
তাঁর আগমন গাহিল তাঁহার জয় ॥

কহিল আমারে কুণ্ঠা-বিহীন স্বরে,—
"সম্মুখে দূরে ছোট-বড় যারা রয়,
সকলের মাঝে অনুসন্ধান ক'রে
পাবি রে আমার সুনিবিড় পরিচয় ॥

"দুঃস্থ, ব্যথিত, দুঃখিত যত জন
তারাই যখন কাড়িবে রে প্রাণ-মন,
তখনি হইবে পরম-শুভ-লগন
যখন আমাতে হইবে রে তোর লয় ;
অন্তবিহীন প্রেমের অমিয়-লোভী
সৃষ্টি তখন স্রষ্টার মাঝে ডুবি'
আত্ম-সমর্পণ-মহিমায় শোভি'
দ্বৈত-দ্বন্দ্বে করিবে রে পরাজয় ॥"

(১৪৩)

সেদিন নহেক দূর, (তোর) অভিমান হবে চুর,
ভিতরে বাহিরে এক হবি তুই
কৃপায় চির-প্রভুর ॥

ধরাধরি করি' হাতে,
সকলেরে নিয়া সাথে,
অভয়-অমৃত কুড়াইবি আর
বিলাইবি সুপ্রচুর ॥

একাকী না করি' পান
সবারে করিবি দান,
নিজেও বুঝিবি, সবারে বুঝাবি,
তাঁর প্রেম কি মধুর !

নিজেও কাঁদিবি যত,
সবারে কাঁদাবি তত,
(হবে) নিত্য-প্রেমের সজল জলদে
হৃদয় চিরমেদুর ॥

(১৪৪)

এ জগতে কেহ নাহি পর।
কোথাও বিদেশ নাই,
সব দেশ আপনার ঘর ॥

মন্দির

যত ভাষা-ভাষী আর
যত ধরমের,
সবাই আপন তোর
হৃদি-মরমের ;
নানা মতে, নানা পথে,
কেহ পদে, কেহ রথে,
এক মহা-মহতের
সবে পরিকর।
এক পরম-দেবের
সবে অনুচর ॥

কেহই চিনে না তাঁরে
তাই কলহ
ভেদাভেদ, রেষারেষি,
গ্লানি অসহ ;
চিনিতে করি' প্রয়াস
মিটা রে প্রাণের আশ,
সবারে পরম প্রেমে
বুকে টেনে ধর্ ;
যত ছিল পর সবে
আপনার কর্ ॥

(১৪৫)

আজকে যারে পর ভাবলি
কাল সে হবে আপন জন ।
পর কে আছে বিশ্বমাঝে
ঘুচলে আঁখির সম্মোহন ?

মোহের ঘুমে মগ্ন থাকি'
দুহাত চেপে চক্ষু ঢাকি'
অন্ধ হ'য়ে কাট্‌ল রে তোর
জন্মভরা শুভক্ষণ ;
প্রেমের অরুণ ফুট্‌লে তবে
শুদ্ধ হবে অসৎ মন ।

নিকটে যারা, যারাই বা দূর,
সবাই যে তোর পরম প্রভুর
অশেষ রূপের বিশেষ বিকাশ,
বিচিত্রতায় বিলক্ষণ ।
চিনবি রে তুই জাগ্‌লে প্রাণে
প্রেমের পুণ্য বিপ্লাবন ।

একের মাঝেই বহুর প্রকাশ
বহুর মাঝে একই জন,
সবাই মিলে এক হবি রে,—
এক ত ছিলি অনুক্ষণ !

সবার সাথে সবার লাগি'
সবাই সবার দুখের ভাগী
যেদিন হবি, প্রেমের নীরে
করবি হৃদয়-নিমজ্জন,
জীবন সেদিন ধন্য হবে,
বিশ্ব হবে বৃন্দাবন ॥

(১৪৬)

কালাংড়া ; একতালা

মধুমাখা নাম জপিতে জপিতে
জীবন যেন গো বহিয়া যায়,
বিষয়ের বিষ-প্রলোভন পানে
নয়ন যেন না ফিরিয়া চায় ॥

রসনা যেন গো গাহি' নাম-গান
আকুলিত করে জগতের প্রাণ,
প্রাণ ভরি' করি' প্রেম-রস পান
নিজে জাগে আর সবে জাগায় ॥

তোমারি সরস পরশ লভিয়া
হরষে নাচিয়া ওঠে যেন হিয়া,
আপনারে তব চরণে সঁপিয়া
তাপিত পরাণ যেন জুড়ায় ॥

নাহি যেন বাছি ছোট বড় জাতি,
সকলেরে যেন দেই কোল পাতি,'
তোমারি সেবায় রহি' দিবা-রাতি
প্রাণ যেন লোটে সবার পায় ॥

(১৪৭)

ইমন ; তেওড়া

সাধ মহানাম জগত-কল্যাণে,
জ্বালাও অনল পরাণে পরাণে;
ছিঁড়িয়া মোহের মদির-বন্ধনে
কর আগুয়ান্ প্রাণ-বলিদানে ॥

সুখের কামনা দাও ভুলাইয়া,
আঁখির সলিল দাও মুছাইয়া,
অসীম আবেগে লহ মাতাইয়া,
কর ব্রতধারী পরম-সাধনে ॥

সাধ যদি নাম করি' দৃঢ় পণ
জড় দেহ মাঝে জাগিবে জীবন,
কঠিন পাষাণ করি বিদারণ
ঝরিবে নির্ঝর জলদ-গর্জ্জনে ॥

(১৪৮)

মধুময় নাম জয় হোক তব
তব জয়কার গাই হে,
নাম যে আমার মাতা পিতা সখা,
নাম যে আমার ভাই হে ॥

নামই ত আমার শাস্ত্র ও গুরু,
নামেরই নিকটে শিক্ষার শুরু,
নামের মাঝারে জীবনের যত
পূর্ণতা খুঁজে পাই হে ॥

নামই ত আমার বাঞ্ছিত নাথ,
নামেরি চরণে কোটি প্রণিপাত,
নামে যাহা নাই আর কোনো ঠাঁই
সে প্রেম সে রস নাই হে ॥

গাহি নাম-গান পরাণ ভরিয়া
থামিব না পথে মরণে ডরিয়া,
নাম যে পেয়েছি নিয়ত সঙ্গী
আর কিছু নাহি চাই হে ॥

(১৪৯)

ভৈরবী

মন মজিল না, (আমার)
তব নামে কত মধু
এখনো বুঝিল না ॥

বৃথা বচন-আলাপে
রসনা সময় যাপে,
রহিল ডুবি' শোক-তাপে,
তোমারে ভজিল না ॥

বিপাকে পড়েছি হরি'
যেও না আজি পরিহরি',
রেখো চরণে নিজগুণে,
(দীন) অধমে ত' পূজিল না ॥
(আমার) মন মজিল না ॥

(১৫০)

বেহাগ ; ঠুংরী

নামে ঘিরে রাখ প্রভো
জীবন আমার
নয়নে বহাও ঝর
ঝর শত ধার ॥

যত কিছু মলিনতা
কপটতা, মনোব্যথা
প্রেমের অনলে পুড়ে
কর ছারখার ॥

কাটিয়া ফেলহ মোর
কঠিন বাঁধন-ডোর,
আঘাতে করহ চুর
মোহ-কারাগার ॥

সকরুণ আঁখিপাত
করহ করহ নাথ,
প্রাণে প্রাণে দিবারাত
রহ আপনার ॥

(১৫১)

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে নামের কৃপা-গুণে রে,

নামের কৃপাগুণে।

ওরে তুই, ভয়-ভাবনায় হ'স্‌নে অধীর

অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব শুনে ॥

যত সব ঝরা-পাতা

চ'খের জলে ভিজে দেবে

মাটির উর্ব্বরতা,

উঠ্‌বে বেঁচে মরা শিকড়

রসের আস্বাদনে ॥

বৃক্ষমূলে রসের যদি

হয় রে পরশণ,

তরু কি আর নীরস থাকে ?

পত্র পুষ্প লাখে লাখে

চতুর্দ্দিকে মোহন-শোভা

করবে বিকিরণ।

নামেই আজি কর্ ভরসা,

বন্ধু কে আর তিন ভুবনে ?

(১৫২)

সারাটি নিশীথ জাগি'
গাঁথিয়াছি বন-মালা,
প্রাণের প্রভুরে পরাইব।
উজলি, অরুণ-রাগে
হৃদয় হইবে আলা,
যখন তাঁহারে কাছে পাব॥

দিব তারে সব দিব,—
ভালবাসা প্রাণঢালা ;
বিনিময়ে কিছু না চাইব ;
উজাড় করিয়া দিয়া
মনের সকল জ্বালা
শুধু তাঁর নামটী গাইব॥

(১৫৩)

ভেসে যদি বেড়াও ও মন
পরম রতন পাবি নারে,
তুলতে যদি চাও সে মাণিক,
ডুব দে রে নাম-পারাবারে॥

লাভ কিছু নাই সন্তরণে,
ডুব্‌লে শান্তি পাবি প্রাণে,
একবারে না পাও রে যদি
ডুবতে হবে বারে বারে ॥

ডুবের বিদ্যা যারা জানে,
তাদের কাছে চাল শিখে নে ;
বাঁধ বুকে নির্ভরের পাথর,
তল পাবি সেই গুরুভারে ॥

(১৫৪)

গ্রাম্য পীলু ; দাদ্‌রা

নামের সেবা করে যারা
তাদের আবার কিসের ভয় ?
বেতালে তার পা পড়ে না,
যে জন সদাই নামে রয় ॥

কিসের হিসাব কিসের নিকাশ ?
নাম ক'রে তুই মিটা রে আশ ।
চল্‌তে পথে শত মতে
নামেতে মন কর বিলয় ॥

নামের মাঝে নামীর বল
লুকিয়ে থাকে অবিরল,
আগুনের উত্তাপের মত
দগ্ধ করে দুঃখচয়॥

যোগ-যাগে যার নাই অধিকার,
নামের গুণে সব হবে তার,
বিশ্ব-ভুবন আপন হবে,
আরাধ্য ধন সর্ব্বময়॥

(১৫৫)

কালাংড়া ; একতাল।

স্তব্ধ হ'য়ে রইলি কেন
বজ্রাহত তরুর মত ?
নামের বলে পার পেয়েছে
তোর মত যে কত শত ?

চল্‌তে পথে কেটেছে পা ?
ভাব্‌না কি ? তুই এগিয়ে যা !
নামের প্রলেপ পড়লে পরে
আরাম হবে সকল ক্ষত॥

created by Mukherjee TK, Dhanbad

সংশয় কি জেগেছে মনে ?
দেখ্ বাজিয়ে নাম-রতনে।
আসল কভু ভুল বাজে না,
শুন্‌লে দ্বিধা হবে গত ॥

আঁধার কি এল রে ঘিরে ?
তোর তাতে ভয়-ভাবনা কিরে !
নাম-সাধকের পিছু পিছু
প্রভু যে মোর রয় নিয়ত ॥

(১৫৩)

কালাংড়া : একতালা

ওরা সবাই করছে মানা
তাই ব'লে তুই থেমে যাবি ?
ওদের মায়া-কান্না শুনে
মোহের পায়ে প্রাণ বিকাবি ?

এই পথেতে চল্‌তে গেলে
বাধা দিবেই দলে দলে
তাই ব'লে তুই লক্ষ্য ভুলে
হিতে বিপরীত ঘটাবি ?

যুক্তি শুনে নানান্ ধারা
হবি কি রে স্বপথ-হারা,
থাক্‌তে আসল হাতের কাছে
নকল নিয়ে কি লাভ পাবি ?

তুই যে বিশ্বমায়ের ছেলে
জগৎ-জোড়া তোর সাধনা,
ছোট বড় স্বজাত বিজাত
সবাই যে তোর আপন জনা,
তোর উপরে বিশ্বময়ীর
জন্ম-যুগের কাতর দাবী ॥

(১৫৭)

পূরবী ; একতালা

অত, ভাবনা কর কেনে ?
সবল কর অবশ হৃদয়
নামের রসায়নে ॥

প্রাণপণে তুই গা হরিনাম,
সকল ব্যাধির হবে আরাম ;
সকল ব্যথা পাবে রে লয়
নামের হরষণে ॥

তার কি সাজে হাহাকার,
প্রভুর কাজে জীবন যার ?
সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে
চল্ রে সতেজ মনে ॥

(১৩৮)

জানিস্ কি তোরা, কেন আমি অত
ভালবাসি তাঁর ধন্য নাম ?
জানিস্ কি তোরা, কেন ঘুরি অত
পল্লী নগর গণ্ডগ্রাম ?

জানিস্ কি তোরা দুবাহু তুলিয়া
নাচিয়া নাচিয়া হরষিত হিয়া,
হরি-ওঁ হরি-ওঁ ফুকারিয়া
পুরাই কি মোর মনস্কাম ?

এই নামে সবে হইবে সমান,
ছোটরা ভুলিবে যত অপমান,
ধনী দরিদ্রে মিলিয়া গড়িবে
ধরায় পুণ্য স্বর্গধাম ॥

(১৩৯)

তোরা কে ভাগ নিবিরে চল্।
খেয়াঘাটেই কুড়িয়ে পাবি
ঐ পারের সম্বল।

সুখের মাঝে দুখের মাঝে
প্রাণ-বঁধুয়ার বংশী বাজে,—
শুন্‌বি কি সেই সুরের লীলা
আনন্দ-চঞ্চল ?

এপার হ'তে ওপার যেতে
আয় রে তোরা হর্ষে মেতে,
আঁখির কমল মুক্তা-ঝরায়
করুক রে টল্‌মল॥

পারের কড়ির ভাবনা কিরে ?
চিত্ত ডুবুক স্রোতের নীরে।
মুগ্ধ নাদে প্রাণের সাধে
বল্ হরিওঁ বল্॥

(১৬০)

তোমার মধুর নাম যে আমার
জীবন-ভরা সুখ।
নামটী যদি না ভুলে যাই—
বিশ্ব-ভুবন হোক্ না বিমুখ ॥

সবাই মোরে দিক্ না গালি,
সকল ব্যথা সইব খালি
নাম-সাধনের আনন্দেতে
পূর্ণ আমার থাকবে বুক ॥

ক্ষুৎ-পিপাসা নাই যে গো আর,
নামের মধু করেছি সার,
জন্ম-মরণ সৃষ্টি-প্রলয়
কিছুতেই আর নাই কো দুখ ;
নাম যে আমার পরম সুধা
তাতেই আমার হাস্য-মুখ ॥

(১৬১)

ঝিঁ ঝিঁট ; একতালা

নামের আজ বান ডেকেছে
আয়রে ছুটে আয়রে আয়,
পরম গুরুর পরম কৃপায়
পাগ্‌লা জোয়ার ব'য়ে যায় ॥

অধম অবোধ জনের তরে
নাম-তরঙ্গ ছুটেছে রে ;
ভাসতে পার ডুবতে পার,
যেমন তোমার চিত্ত চায় ।।

নামের জলে স্নান ক'রে নে,
অতীত জীবন ভাসিয়ে দে ;
আজকে হ'তে লও রে শরণ
সদ্‌গুরুর ঐ রাঙ্গা পায় ।

(১৬২)

সিন্ধু-কাফি ; দাদ্‌রা

নাম-সেবা যার সাধনা,
তিন ভুবনে পর কে রে তার,
সব যে রে তার আপনা ॥

প্রাণ খুলে দেয় সবার তরে,
সবাইকে সে বক্ষে ধরে,
সবার দুঃখে কেঁদে মরে,
সবার লাগি আন্‌মনা ॥

সবাইকে সে ভালবাসে,
সবার সুখে সমান হাসে,
সকল সোহাগ দেয় ছড়িয়ে
চায় না ফিরে এক কণা ॥

বিনিময় সে জানে না রে,
প্রাণ সঁপে দেয় যারে তারে,
তুমি তারে চাইলে কিনা
করেই না সে গণনা ॥

(১৬৩)

নামেতে চপল চিত্ত
হবে শান্ত তপোবন।
নিতি নব অনুরাগে
হবে মৃত-সঞ্জীবন ॥

হিংসা, নিন্দা, ঘৃণা, ভয়
আপনি পাইবে লয়,
কেহ তার নহে পর,
নামে যার সুযতন ॥

মন্দির

আপনারে করি' দান
উল্লাসে ফুটিবে গান,
দিগন্ত-বিস্তার তান
জাগাইবে উদ্দীপন ॥

অবিশ্বাস-অন্ধকার
কতক্ষণ থাকে আর,
স্বপ্রকাশ মহাজ্যোতি
হ'লে দীপ্ত প্রকটন ॥

পরম-প্রেম-পরশে
চিত ডুবিবে হরষে,
স্বরূপ-আনন্দ-রসে
হবে বিশ্ব-নিমজ্জন ॥

(১৬৪)

বাউল গৌরী ; একতালা

চোখের দেখা দেখ্‌লি শুধু
প্রাণের দেখা দেখলি না রে ।
মনের কোণে থাকুতে রতন
রইলি ডুবে অন্ধকারে ॥

মন্দির

বাহির-জোড়া গণ্ডগোলে
রইলি রে তুই আসল ভুলে,
নকল নিয়েই নাকাল হলি
এখন মরিস্ হাহাকারে ।

রূপ-রসে তোর মজ্‌ল হৃদয়,
জীবন তাতেই করলি রে ক্ষয়,
শেষের কথা ভাব্‌লি না তাই
বক্ষ ভাসে অশ্রু-ধারে ।

যাঁর হাসিতে জগৎ হাসে,
ভুললি তাঁরে অনায়াসে,
বদ্ধ হ'য়ে মোহের ফাঁসে
রুদ্ধ র'লি কারাগারে ॥

(১৬৩)

বাউল ; গৌরী

খোঁজার মত দেখ না খুঁজে
নামের মধু মিলে কিনা,
পরম রতন পায় না রে কেউ
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি বিনা ॥

চ'খ বুজে কি তুই মিনিটে,
পরম রূপের ক্ষুধা মিটে ?
যত্নে যদি না হও রাজি,
রত্ন কেমন যায় না চিনা ॥

মন প্রাণে না হয় যদি মিল
পরমপুরের খুলবে না খিল,
স্বরগ্রাম না সাধলে কি রে
বাজান যায় প্রেমের বীণা ?

(১৬৬)

মুলতান ; একতালা

অবসাদ কেন আইল রে,
মলিন কেন রে আনন ?
গিয়াছে জীবন, যাক্ না বহিয়া,
থাক্ তুই নামে মগন ॥

নামের সাধনে লভিবি শান্তি
ঘুচিবে পিপাসা, ঘুচিবে ভ্রান্তি,
দগধ পরাণ জুড়িয়া হাসিবে
অমল-কমল-কানন ॥

ক্ষণিকের দিন ক্ষণিকে ফুরায়,
প্রেমিকের তাতে কিবা আসে যায়?
প্রেমের পরশে নামের হরষে
জগৎ-সেবার সাধন ॥

(১৬৭)

মুলতান ; একতালা

শমন-সূদন প্রভুর চরণ
লভেছি আজিকে নাহি কোন ভয়।
হরিনাম-বলে যাব কুতূহলে
চরণে দলিয়া কণ্টকচয় ॥

নামের মাঝারে যে নাদ বিরাজে
জলদ-গর্জ্জন ছার তার কাছে,
নামের হুঙ্কারে কাঁপায়ে মেদিনী
জাগাইব কোটি ঘুমন্ত হৃদয়।

হরিনাম-সুধা করি' বিতরণ
ছোট-বড় সবে করিব আপন,
পরমানন্দে গাহি নাম-গান
ভ্রমিব হরষে ত্রিভুবনময় ॥

(১৬৮)

দেশ ; দাদ্‌রা

সে যে, নাম-সাধনের গুণ !
চাও কি না চাও, দেবার বেলায়
দেবে হাজার গুণ ॥

সকল জ্বালা প্রশমিতে
ঢাল্‌বে সুধা দগ্ধ চিতে,
নামের ভিতর নামীর হৃদয়
বড়ই সুকরুণ ॥

সান্ত্বনার ঐ সলিল-ধারা
করবে তোমায় আত্মহারা,
নিভিয়ে দেবে জন্মযুগের
বাসনার আগুন ॥

(১৬৯)

নাম যার সাধা আছে
হৃদয়ের তারে,
ভয়-ভীতি তার বল
কি করিতে পারে ?

নামেরে পরাণ দিয়া
অমর হইল হিয়া,
সব দুখ-তাপ লীন
নয়ন-আসারে ॥

পরম-শরণ নাম
নিখিল অভয়-ধাম,
চরম সান্ত্বনা-দাতা
ভুবন মাঝারে ॥

(১৭০)

নাম বিনে আর তোর কিরে ভাই
আছে রে উদ্ধার ?
নাম যে রে তোর হৃদয়-রতন
সকল সুখের সার ॥

নামই যে রে তোর জীবন-মরণ,
নামই যে তোর পরম-শরণ,
নামের বলে যাবি চলে
সকল দুখের পার ॥

নামটী যদি যাস্ রে ভুলে
কে আর কোলে নেবে তুলে ?
কে ঘুচাবে ব্যথার জ্বালা,
প্রাণের হাহাকার ?

(১৭১)

সিন্ধু-ঝাঁপতাল

নামের অমিয়-রসে
মজ মন-মধুকর।
ভুলিবি বিষয়-তৃষা
হবি রে চির-অমর ॥

শত মতে শত পথে
কেন আর ঘুরে মর,
নামে যদি তিরপিত
হ'ল বিশ্ব-চরাচর ?

মরম-মঙ্গল নাম
পূরাইবে মনস্কাম,
শীতল করিবে প্রাণ
শোক-তাপ-জরজর ॥

ওরে অবিশ্বাসী মন,
হারাবি হেন রতন ?
অপথে আনন্দ-লাভে
বিফল যতন কর ॥

(১৭২)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

মূঢ় মন চিনে নাও
আপন শরণ।
কেন ঘুরে মর মিছে
শত পথে অকারণ ।।

করুণা-আধার নাম
পরম-আনন্দ-ধাম,
জপ জপ অবিরাম,
হবে দুঃখ-নিবারণ ।।

ভুলি' হিত-উপদেশ
ভুগিতেছ যত ক্লেশ,
নিজ দোষে দীন বেশ
হারায়ে অমূল্য ধন ॥

(১৭৩)

ভৈরবী ; একতালা

আমার প্রেমের মন্দাকিনী
তোমার পানেই ধায়,
তোমার বুকেই ওগো সাগর,
বিলয় পেতে চায়।

তোমায় ছাড়া জানে না সে,
তোমায় কেবল ভালবাসে,
সকল যে তার সফল
যদি তোমার পরশ পায়।

তুমিই যে তার জীবন-মরণ,
তুমিই যে তার শঙ্কা-হরণ,
তাই এ মন্দাকিনীর ধারা
তোমার গানই গায়।

(১৭৪)

ভৈরবী ; একতালা

তেম্‌নি কেবল তোমার তরেই
হই যেন পাগল,
চাতক যেমন চায় না কভু
বৃষ্টি ছাড়া জল॥

প্রাণ যেন আর না চায় কিছু,
ছোটে তোমার পিছু পিছু ;
তোমার তরেই কেঁদে যেন
ভাসাই বক্ষতল !!

নদী যেমন সাগর-পানে
ছোটে সতৃষ্ণ পরাণে
আকুল হৃদয়, অধীর নয়ন,
আবেগ অবিরল ।।

(১৭৫)

ইমন-কেদারা ; ঠুংরী

জাগাইলে যদি হরি
দেহ চির-জাগরণ,
যে জাগা জাগিলে পরে
মরণ নিবে শরণ ॥

দিবস-রজনী ভরি'
তব রূপ-রাশি হেরি,
সজীব সজাগ যেন
থাকে মম দু-নয়ন ।।

তোমার বাঁশীর ধ্বনি
অবিরত যেন শুনি,
কাণে প'শে প্রাণ রসে
করে যেন নিমগন ॥

সে জাগা জাগিতে চাই
যাহাতে বিরাম নাই,
সুখে দুখে সদা পাই
তোমারি চারু-চরণ ॥

(১৭৬)

সকল সময় তেমনি এস
সেদিন যেমন এসেছিলে,
তেমনি আমায় ভালবেস
সেদিন যেমন বেসেছিলে ॥

আমি তোমায় চাই কি না চাই,
সদা তোমায় পাই যেন পাই,
হেস তোমার মধুর হাসি
সেদিন যেমন হেসেছিলে ॥

বিষয়-মোহে সুখের লোভে
চিত্ত আমার যদিই ডোবে
সেই স্নেহটুকু দিও আমায়
প্রাণ ভ'রে যা সেদিন দিলে ॥

(১৭৭)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল *

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান ॥

দেহে, মনে, প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার ॥

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির ॥

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে ॥

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন ॥

---

* এই প্রার্থনাটী কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের পাঠ-প্রারম্ভিক বা পাঠান্তিক উপাসনাকালে একযোগে সুর-সহযোগে আবৃত্তি হয়। ইহা সঙ্গীত না হইলেও সেই কারণেই এই গ্রন্থে গ্রথিত হইল।

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে ॥

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর ॥

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর, আনন্দ আমার!

(১৭৮)

আশোয়ারী ; ঠুংরী

নিজ বলে করিব না বল,
সকল বলের উৎস
তুমিই কেবল ॥

সকল পুরুষকারে
ভাবি যেন বারে বারে
মোর সাধনার পিছে
তোমারি কৌশল ॥

সকল যতন মম
ঊষার শিশির সম
তোমারি আলোকে যেন
করে ঝলমল ॥

(১৭৯)

ক্ষুধার অনল তুমিই দিলে জ্বেলে,
তাই ত আমি সইতে এমন
পারছি অবহেলে ॥

তোমার দেওয়া দুঃখগুলি
তাই আদরে নেই হে তুলি,'
নিজের হাতে দিচ্ছ এসব
আমার জন্যে ঢেলে ॥

কে বলে আর তোমায় কৃপণ ?
করছ উজাড় যক্ষেরি ধন
রোগের ব্যথায়, ক্ষুধার কষ্টে,
মর্ম্মভেদী শেলে ॥

(১৮০)

আমার ব্যথার আধেক তুমি
নিচ্ছ আপন হাতে
আর কি আমার ঝগড়া করা
সাজে তোমার সাথে ?

দেখলে আমার আঁখির জল
তোমার ধারাই বয় প্রবল,
আমার কণ্ঠে তুমিই কাঁদো
আমারই ভাষাতে ॥

গাইনু যে গান, আধেক সুর
তোমার সুরেই রয় যে পূর,
আধেক আমি তোমার হ'য়ে
কাঁদি আঁধার রাতে ॥

(১৮১)

ইমন্‌-হিন্দোল ; একতালা

মাথায় ভেঙ্গে পড়ুক না বাজ,
ভয় কি আমি করি রে !
আমার বুকের মাঝে আছে
আমার প্রাণের হরি রে ॥

আছে আমার মুখের ভাষায়,
আছে আমার গোপন আশায়,
আছে আমার হৃদয়-মনে,
আছে আমার শরীরে ॥

মন্দির

তার পরশে চখের আমার
ঘুচ্‌ল কোটি যুগের আঁধার,
মরণ যে মোর সুখের শয়ন,
আর কি তারে ডরি রে ?

(১৮২)

ভুপালী ; একতালা

আমায় তুমি শিখাও প্রভো
জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক'রে ভাসাতে হয়
অকুল মাঝে ভেলা ॥

কেমন ক'রে ঝড়-বাতাসে
তোমার প্রেমে পরাণ হাসে,
কেমন ক'রে অভয় মিলে
ডুবে মরার বেলা ॥

কেমন ক'রে আঁধার রাতে
আকাশ ভেঙ্গে পড়লে মাথে
তুচ্ছ অতি তুচ্ছ ব'লে
করব অবহেলা ॥

বিদ্যুতের ঐ চকমকানি,
ঊর্মিমালার ক্রুদ্ধ বাণী
কেমন ক'রে সাজাবে মোর
আনন্দেরি মেলা॥

(১৮৩)

ব্যথাই তোরে পরমপ্রভুর
আপন ক'রে নেবে,
চরম দুঃখ পরম সুখের
মধুর সোয়াদ দেবে॥

তাঁরই দেওয়া আঘাত-রাশি
ফুটাবে আনন্দ-হাসি,
তাঁর কাজ সেই বোঝে, তবু
মরিস কেন ভেবে?

দুঃখ-দৈন্য আসুক যত,
সয়ে যা প্রস্তরের মত,
তোর জীবনের সার্থকতা
তাঁরই চরণ সেবে॥

(১৮৪)

খাম্বাজ, দাদ্‌রা

ওরে দুঃখ দেখে
পাবি কেন ভয় ?
তাঁরই যদি রইল কৃপা
কোনও বাধাই বাধা নয় ॥

ব্যথা যে তোর পুষ্প-শয্যা,
ক্ষতই যে তোর রাজার সজ্জা,
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যে রে তুই
শঙ্কাবিহীন নিত্যাভয় ॥

প্রভু যে তোর প্রাণের পুরে
বাজায় বাঁশী মোহন সুরে,
তার তালে তুই বাড়া রে পা,
সকল ব্যথার হোক্‌ বিলয় ॥

(১৮৫)

গ্রাম্য পিলু

জীবে যদি অত দয়া
তারে কেন ভুলে থাক ?
মধুমাখা হরিনাম
কেন বা ভুলায়ে রাখ ?

দয়াময় যদি নাম
কেন তবে এত বাম,
দুবাহু পসারি' কেন
"এস" ব'লে নাহি ডাক ?

রচি' মোহ অন্ধকার
কেন দুঃখ দাও আর,
আর কেন মায়া-জালে
অন্ধ দু-নয়ন ঢাক ॥

আর কত দিবে ফাঁকি ?
দুর্গতির নাহি বাকি ;
অনাথে করুণা কর,
শৃঙ্খলে বাঁধিও না ক' ।

(১৮৬)

ভৈরবী ; একতালা

অনেক কিছু চাইনি প্রভো,
বৃথাই তুমি হও কৃপণ।
চাইনি আমি রাজৈশ্বর্য্য,
চাইনি আমি ধন-রতন॥

চাইনি আমি যশের রাশি,
চাইনি আমি সুখের হাসি,
বাজ্‌লে প্রাণে তোমার বাঁশি
ভুল্‌ব আমি তিন ভুবন॥

জঠর-জ্বালায় হই না কাতর,
সইতে পারি ব্যথার আঁচড়,
"সকল দুঃখ দূর কর হে"
এই নহে মোর আকিঞ্চন॥

দিন-রজনী হে-গুণধাম
শুনাও কাণে তোমারি নাম,
প্রাণের পুরে মধুর সুরে
রাগরাগিনীর আলাপন ॥

(১৮৭)

বাউল : গৌরী

তোমার দয়ার নাইক অন্ত
তাই ত অত কেঁদে মরি ।
তোমার স্নেহের নাইক সীমা,
তাই চলে যাও পরিহরি' ॥

তোমার হৃদয় বড়ই কোমল
তাই ত ব্যথা দাও হে কেবল,
কৃপাল হরি করলে আমায়
দুঃখ-সাগরের ডুবরী ॥

তোমার রূপের কতই বাহার,
তাই নিরখি শুধুই আঁধার ;
তোমার সোহাগ বড়ই মধুর,
বঞ্চনা তাই করলে হরি ॥

যা করেছ, বেশ করেছ ;
তোমার কথা তুমিই বোঝ ।
কিন্তু ঠাকুর নামটী যেন
কখ্‌খনো না যাই পাসরি' ॥

(১৮৮)

ওগো প্রাণের হরি,
তোমার প্রেমে দাও হে আমার
চিত্তটুকু ভরি' ॥

চতুর্দ্দিকের আকর্ষণে
বিকার যেন না হয় মনে,
হিয়ার মাঝে মোহন সাজে
দাঁড়াও আলো করি' ॥

মরম-জোড়া আকুল কথা
তোমায় লভুক সার্থকতা,
তোমায় ছাড়া বিশ্ব-ভুবন
যাই যেন বিস্মরি' ॥

(১৮৯)

পীলু ; দাদ্‌রা

লোকের মান্য চাই না যেন,
চাই না যেন দেহের সুখ,
তোমার শ্রীপাদপদ্ম পেয়ে
জুড়ায় যেন তপ্ত বুক।

তোমায় জেনে প্রাণেরও প্রাণ
সদাই যেন করি খেয়ান,
তোমার মধুর নাম-সুষমায়
যাই গো ভুলে স্বর্গলোক॥

তোমায় বিনে কাউকে কভু
হৃদয় যেন না চায় প্রভু,
তোমায় ছাড়া জীবন আমার
বজ্রানলে দগ্ধ হোক্।

তুমিই আমার আঁখির আলো
তোমায় শুধু বাস্‌ব ভালো।
আর কিছুতেই মন ভোলে না,
যতই প্রলোভন আসুক।

(১৯০)

ভৈরবী ; দাদ্‌রা

সুন্দর ! তুমি কেন থাক দূরে দূরে ?
এস এস নাথ, মম অন্তর-পুরে ॥

ছড়াও দিব্য রূপের কান্তি,
ঘুচাও বিষয়-বিলাস-ভ্রান্তি,
রচ হে আসন মরম-পদ্ম জুড়ে ॥

হৃদয়-গ্রন্থি করি' বিদীর্ণ
কস্তূরি-রেণু কর বিকীর্ণ
বাজাও বংশী আমারি প্রাণের সুরে ॥

(১৯১)

তোমায় আমি কেমন করে
দেখেছি হরি,
মুখের ভাষায় কেমন ক'রে
প্রকাশ করি ?

মন্দির

কেড়ে নিয়ে সকল ভাষা,
হৃদয়-শতদলে আসা,
লুকুচুরির নাই তুলনা,
আ—মরি—মরি ॥

কেমন ক'রে এলে, আর
কখন এলে
চিত্ত-জোড়া জমাট-বাঁধা
আঁধার ঠেলে,
দেখেছিনু সবই সঠিক,
কিন্তু এখন নাই কিছু ঠিক্,
দেখেও দেখা হ'ল না সব
গেছি পাসরি' ॥

(১৯২)

আমার জন্য তুমি আছ কিবা
তোমার জন্য আমি,
বুঝিতে পারি না কে কাহার তরে,
ভাবিয়া দিবস-যামী।

আমি না থাকিলে তুমি কি করিতে,
নূতন আমি কি সৃজিয়া লইতে ?
কাঁহার শ্রীপদে সঁপিতাম সব
তুমি না থাকিলে স্বামী ?

ভ্রমর ছাড়া কি বাঁচিত মালতী,
সাগর বাঁচিত বিনা বেগবতী ?
চকোরী ছাড়া কি শোভে চন্দ্রমা,
মেঘ ছাড়া শোভে দামী ?

(১৯৩)

শঙ্করা ; দাদ্‌রা

যাব ভেসে, যাব ভেসে,
প্রেম-নদীর ঐ জোয়ার জলে,
ডুলবে আমার ভগ্ন তরী
'জয়-গুরু শ্রীগুরু' ব'লে।

আসবে যখন তুফান ভারী,
আমার তখন জম্‌বে পাড়ী ;
টান্‌রে রে দাঁড় দু'হাত ক'ষে,
পার হব রে নামের বলে।

ভয় কি আমার আছে রে আর,
নাম যে আমি করেছি সার,
আঁধার-ঘনে মনের কোণে
নাম-রতনের জ্যোতি জ্বলে।

ভাঙ্গবে যেদিন জীর্ণ এ নাও,
দুঃখ ব'লে গণ্‌ব না তাও,
নামের স্রোতে ভাটার টানে
ডুব্‌ব প্রেম-অতলের তলে,
(কত) হীরামাণিক তুল্‌ব রে ভাই,
আদর ক'রে পর্‌ব গলে॥

(১৯৪)

বেহাগ ; দাদ্‌রা

দুখের দিনে
কান্নাকাটির চেয়ে
তোমার নামই
অধিক ভাল লাগে,
তোমার নামে
অবশ পরাণ জাগে।

সান্ত্বনা কেউ দেয় না যখন
তোমার নামেই হই হে মগন,
তোমার ব্যথা জড়ায় মোরে
অখণ্ড-সোহাগে ॥

ব্যথার পরশ মধুর মতন
আকর্ষে মোর বিদীর্ণ মন,
তোমার পায়ে নেয় যে টেনে
মুগ্ধ অনুরাগে ॥

(১৯৫)

পীলু ; একতালা

মিথ্যারে আমি ক'রে উপাসনা
কুড়ায়েছি যত বেদনা,
আজিকে পরাণ চাহিছে মুক্তি,
আর মায়া-ডোরে বেঁধ না।

রূপের ধাঁধাঁয় দগ্ধ নয়ন
নিয়ত দুঃখ করেছে চয়ন,
আজিকে জাগাও অন্তরে মোর
তব কল্যাণ-চেতনা ॥

তোমারি অভয় চরণ-প্রান্তে
ঠাঁই দাও প্রভো এ মতি-ভ্রান্তে
নাও স্নেহভরে তব-স্নেহ-ক্রোড়ে
ব'লে,—"বাছা আর কেঁদ না"।

(১৯৬)

পূরবী ; একতাল।

সমস্ত দিন কাট্‌ল আমার
যতেক ব্যথার মাঝে,
তোমায় কিন্তু পাইনি প্রভু
আমার কোনই কাজে।

ভোর না হ'তে রুদ্র রবি,
দগ্ধিল মোর আশার ছবি,
বজ্র অনল চূর্ণিল মোর
শ্যামল তরু-রাজে ।

আস্‌ছে ঘিরে সাঁঝের আঁধার
দূর-বিদূরে থেকো না আর,
এখন তোমার চরণ ছাড়া
রইতে পারি না যে।

(১৯৭)

পূরবী ; ঢিমা

এখনো আসেনি সন্ধ্যা
এখনো পড়েনি ডাক্ ;
থাকিতে সময় হাতে
সব কাজ সেরে রাখ্ ॥

দিবস ফুরিয়ে গেলে
পাবি কি শত কাঁদিলে
কলকণ্ঠে প্রচারিলে
অনুতাপ লাখ লাখ ?

আঁধার আইল ঘিরে
পথ খুঁজে পাবি কিরে ?
এখনি জ্বালা রে বাতি,
নতুবা হবে বিপাক ॥

(১৯৮)

পূরবী

দিবস ফুরিয়ে গেছে
আমিও যাব রে চলে ।
কে যেন ডাকিছে মোরে
প্রতিপলে অনুপলে ॥

মন্দির

শ্রবণে পশিছে আসি'
কার যে মোহন বাঁশী,
তরল অনল-রাশি
হৃদয়ে দিতেছে ঢেলে।

আর যে রহিতে নারি,
চিত চলে দেহ ছাড়ি'
যেথা সে মুরলীধারী
ডাকে "আয় আয়" ব'লে।

(১৯৯)

দিবস ফুরায়ে গেল যদি রে!
আঁধার আইল ঘিরে অজানিতে ধীরে ধীরে,
কেমনে তরিবি ভব নদী রে?

প্রভাতে তরুণ রবি উজলিয়া ধরণী
করিল তাহারে যবে অপরূপ-বরণী,
তখন কি জেনেছিলি আলোকের ঝিলিমিলি
মরণেরি গতি নিরবধি রে?

বুক বেঁধে বসেছিলি বাঁচিবার আশাতে,
শকুনি হরিল আয়ু অকরুণ পাশাতে।
ফিরাতে পাশার দান কি আজ করিবি দান ?
কি ক'রে বুঝাবি সেই বধিরে,
হরষিত পুলকিত হয় নিতি যার চিত
অগণিত জীবকুল বধি' রে ?

(২০০)

কে জানে ভাই চ'খ বুজিবার
দিনটী আজই কিনা।
হয়ত' রে আজ বিদায়-বাজন
বাজ্‌বে জীবন-বীণা॥

হয়ত' রে তোর সুখের মেলা
ভাঙ্গবে আজই সাঁঝের বেলা,
হবে পরমায়ুর-ভেলা
সাগর-জলে লীনা॥

মন্দির

এত কালের গানের রেশ
হয়ত আজই হবে শেষ,
কোন্ সাহসে থাকবি প্রভুর
চরণ-তরী বিনা,
দুঃসাহসী লতার মত
আশ্রয়-বিহীনা ?

(২০১)

পূরবী ; ঠুংরী

চিরদিন যাবে নারে
হাসিয়া খেলিয়া,
ওই যে জীবন-রবি
পড়িল হেলিয়া ॥
ফুরায়ে আসিল বেলা,
এখনো কি অবহেলা ?
এখনো খুঁজিছ কাচ
রতন ফেলিয়া ?

বাহিরের ঝিকিমিকি
ফুরাতে নাহিক বাকী ।
ক'দিন রহিবে আঁখি-
যুগল মেলিয়া ?

পূর্ণ জ্যোছনা হাসে নাক' আর,
অমানিশা দিল ঢাকি' মুখ তার,
নুইয়া পড়িছে সহি' দুখ-ভার,
দাঁড়াবার হায় শকতি কৈ?

বিগলিত ধারা কে মুছাবে আজ,
না গণি' বিপদ, বাধা, লোকলাজ?
মাথা পেতে নিতে জননীর কাজ
কে আছে জগতে আমরা বই?

(৩৪৪)

জগত-বন্দ্যা চির অনিন্দ্যা
জয়তু ভারত-মাতা
বিশ্ব-ভুবন যাঁহার চরণে
সদা অবনত-মাথা।
রত্ন-আকর অতল জলধি
যাহার চরণ চুমি',
জয়তু পুণ্যভুমি, জয় মা,
জয়তু ভারত-ভুমি।

মন্দির

প্রপীড়িত কোটি মানবের শিশু
যাঁহার বিমল কোলে
বিষাদ-বেদনা দুখের যাতনা
নিমেষে গিয়াছে ভুলে,
নিখিল সমাজে ধাত্রী-রূপিণী
তুমিই জননী তুমি,
জয়তু পুণ্য ভুমি, জয় মা,
জয়তু জন্মভুমি !

আসে না পরাণে অনুতাপ-কণা
লক্ষ যাতনা সহি',
সদা হরষিত মুখ আমাদের
সকল বেদনা বহি'
নাহি ভয়-ভীতি, নাহি আশঙ্কা,
না গণি' দিবস-যামী,
জয়তু পুণ্য ভুমি, জয় মা,
জয়তু ভারত-ভুমি ॥

(৩৪৫)

নমামি মাতৃভাষা, জননী বঙ্গভাষা।

তুমি মোর সকল সহায়,

তুমি মোর সকল আশা,

তুমি মোর শ্রেষ্ঠ সাধন,

তুমি মোর সব ভরসা॥

'মা' ব'লে ডাকিতে মাকে

তুমি মোরে শিখাইলে,

জাতীয় বিশিষ্ট মেধা

তুমি যে মা জাগাইলে,

আঁধার এ' হৃদি মাঝে

জ্ঞান-দীপ জ্বালাইলে,

চিরতরে দূর করিলে

মরণের ঘোর কুয়াশা॥

তোমারি মা মহিমাতে
বাংলাজোড়া প্রেম-গান
কি বিপুল আকর্ষণে,
মুগ্ধ করে বিশ্ব-প্রাণ,
হতাশের আশা জাগে
লভিলে মা তোমারি দান,
অবদানের সেরা সে যে
সর্ব্বজনে ভালবাসা।

তোমার ঐ শ্রান্তিহরা
মধুময় স্নেহের কোলে,
নিও মা আদর ক'রে
আমারে টেনে তুলে,
যেদিন আর কণ্ঠ আমার
ডাকবে না মধুর বোলে,
থামিবে কান্না-হাসি,
মিটিবে সব পিয়াসা॥ *

---

* এই গানটি অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত গান "আমরি বাংলা ভাষা"র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা তাহার অনুকরণে রচিত নহে। এই গানটি যখন আমরা বাল্যকালে চাঁদপুরে রচয়িতার কাছ হইতে শিক্ষা করি, তখন পূর্ব্ববঙ্গের লোকের নিকট অতুলপ্রসাদের ঐ গানটি পৌঁছে নাই।—শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩৪৬)

ভৈরবী—একতালা

এ' যে আমার সোনার দেশ,
এ' যে আমার প্রেমের দেশ।
বুকে যাহার ঝর্‌ছে সুধা,
যার করুণার নাইক শেষ।

যা'র সেবাতে জীবন দিলে
জীবন নাহি যায়,
একের পরাণ দিলে ঢেলে
লক্ষ পরাণ পায়,
যাহার স্নেহ অতুল অপার,
নাইক' দুখের তুচ্ছ লেশ।

ধনী কাঙাল বাছে না ভাই
সবকে কোলে নেয়,
নিজের হাতে উচ্ছ্বসিত
অশ্রু মুছে দেয়,
ভুলিয়ে দেয় সকল ব্যথা,
ভুলিয়ে দেয় সকল ক্লেশ।

(৩৪৭)

কেদারা ; সুরফাক্

সরম কি লাগে না রে
আপনারে লয়ে থাকিতে ?
মরমে কি বাজে না রে,
সলিল আসে না আঁখিতে ?

দশ দিশি গেল ছাইয়া
হতাশ করুণ আঁধারে
জগৎ রহিল ডুবিয়া
অকুল বিষাদ-পাথারে,
হাহাকারে ওঠে কাঁদিয়া
দর-বিগলিত ধারে'
স্নেহভরে বুকে জড়ায়ে
কেহ কি নারিলি রাখিতে ?

(৩৪৮)

স্তিমিত রেখায় শিরা বেয়ে যায়
প্রাণহীন দু'টি শোণিত-কণা
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য ?

মন্দির

মাথার ভিতরে কিলিবিলি করে
ষড়দর্শন ও শাস্ত্ররাজি,
রামায়ণ ঘরে, মহাভারতেরে
দিয়ে সাজায়েছ ফুলের সাজি,
গীতা-ভাগবত পুণ্য মহৎ
পূজা করিবারে ন'বংখানা।
প্রতিদিন ভোরে সুকরুণ সুরে
বাজায় মধুর কি মূর্চ্ছনা!
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য?

মানুষের প্রাণ চাহিতেছে ত্রাণ
অন্ধকারের শাসন হ'তে,
ছুটিয়া চলিতে আলোকের পথে
উঠিতে চাহিছে সাধন-রথে;
তুই তারে দিলি শুধু গালাগালি
প্রেমে গলিল না হৃদয়খানা।
তবু কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য?

যে আসিতে চায়, অবহেলা পায়,—
যে গিয়াছে চ'লে, পায় না ডাক ;
ফিরিয়া সে এলে, প্রেমমধু-রোলে
বাজে না তোদের গৃহেতে শাঁখ ;
কত অপরাধ, কত পরীবাদ,—
এই শুধু হয় সমালোচনা।
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য ?

দিকে দিকে চলে মরারা সদলে
প্রাণহীন শুধু মুণ্ডরাশি,
শুধু কঙ্কাল, শুধু জঞ্জাল,
শুধু শ্মশানের অট্টহাসি ;
যে ছিল অঙ্গ, হ'ল ভুজঙ্গ,
হিংসায় তোলে ক্রুদ্ধ ফণা,—
তাই কি রে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবি রে গণ্য ?

(৩৫৯)

মিশ্র বেহাগ ; একতালা

এস মম ভুজবন্ধনে
এস সংঘাত-মথিত,
হতাশা-পীড়নে কে আছ
বিপুল বেদনা-ব্যথিত।

কে আছ আতুর অনাথ,
কে আছ মর্ম্ম-পীড়িত,

কে আছ তাপ-তাপিত
কে আছ দীন পতিত ;
এস সংঘাত-মথিত।

কে আছ দুঃস্থ ব্যাধিত,
কে আছ তৃষিত ক্ষুধিত,
পরপদতলে দলিত
সুখলেশ চির-রহিত ;
এস সংঘাত-মথিত।

শুধু যে তোদেরি লাগিয়া
আছি দিবানিশি জাগিয়া,
হাসিমুখে তনু ত্যাগিয়া
মরণ করিব নিহত ;
এস সংঘাত-মথিত।

(৩৫০)

ছুটে আয় ছুটে আয় রে,
জীবন মরণ করিতে বরণ
জননী-চরণ-ছায় রে।

ভিখারীর ঝুলি বহিয়া বহিয়া
কত অপমান রহিবি সহিয়া ?
পরের চরণে মাথা নোয়াইয়া
কেন কর 'হায় হায়' রে ?

বুক-জোড়া তব জ্বলে তুষানল,
শতধারে বহে নয়নের জল,
গভীর বেদনা, যাতনা অতল,
কেন অচপল তায় রে ?

ভিক্ষার কথা যাও ভুলে যাও,
আপন কর্ম্ম নিজ হাতে নাও,
জগতের কাজে তনু-মন দাও,
জননী তোদের চায় রে।
ছুটে আয় ছুটে আয় রে॥

সার্থক যদি হবি রে জীবনে,
কোনো আশঙ্কা রাখিস না মনে,
আয় রে ফিরিয়া নিজ নিকেতনে
মাহেন্দ্রযোগ যায় রে।

(৩৫১)

আশাবরী ; দাদ্‌রা

জগত ডাকিছে আজ তোমারে,
জগত ডাকিছে আজ
বলি দিতে হবে সকল স্বার্থ
সাধিতে তাহারি কাজ।

বিসরিয়া যত মান-অভিমান,
হরষ-আবেশে দিতে হবে প্রাণ,
রচিতে হইবে নন্দন-বন
সবার মরম-মাঝ।

বিলায়ে মুক্তি দুয়ারে দুয়ারে
ঘুচাইবে চির শোক-হাহাকারে,
আপনি মরিয়া বাঁচাবে সবারে,
পর হে বীরের সাজ।

(৩৩২)

ভৈরবী ; ঠুংরী

তাপদগধ ধরণী।
শান্তি-সলিল তোরা সিঞ্চিবি যদি রে,
আয় ছুটে আয় এখনি॥

কণ্ঠ পিপাসিত শুষ্ক হৃদয় তার,
বক্ষ ভরিয়া শুধু রুদ্ধ হাহাকার,
সর্ব্ব-অঙ্গ-জোড়া জ্বলন্ত অঙ্গার,
জ্বালায় জ্বলিছে জননী॥

কে আছ কোথায় ওরে জননীর সন্তান,
জীবন-শোণিত আজি করাও মায়েরে পান,
বাঁচাও মায়েরে করি' আপন জীবন দান,
কণ্ঠে ফুটাও তাঁর নিত্য-অভয়বাণী॥

মন্দির

(৩৫৩)

কি লাভ হইবে দান ক'রে ভাই
তণ্ডুল এক মুষ্টি,
দিবে যদি দাও পূর্ণ জীবন
একেবারে স-সমষ্টি।

যেই দিকে দিবে দৃষ্টি,
মিলন করহ সৃষ্টি,
সবার তপ্ত হৃদয়-মরুতে
সান্ত্বনা কর বৃষ্টি ॥

দিকে দিকে দিগ্‌ভ্রান্ত
পথশ্রমে ক্লান্ত,—
ক্ষুধায় শীর্ণ বক্ষ বাহুতে
প্রদান করহ পুষ্টি ॥

ছুটে যাও সর্ব্বত্র
নিয়ে তাপহর ছত্র,
করহ সবারে স্নিগ্ধ শান্ত
অন্তরে দিয়া তুষ্টি

(৩৫৪)

এ ভারত জাগ্‌বে আবার,
জাগ্‌বে রে ভাই তপোবলে,
এ দেশের অতুল গরব
ডুব্‌বে না আর অতল জলে।

কামনাহীন মহান্ প্রাণ
সঙ্গোপনে সবার লাগি'
কর্‌বে আত্মদান,
চকিতে—অলক্ষিতে
দিগ্‌বিদিকে জন্মাবে ভাই
কঠোর কর্ম্মী দলে দলে।

তাপস-প্রাণের মোহন পরশ
পাষাণ-হৃদয় মাঝেও দেবে
ত্যাগের সুধা-রস,
অবশ তখন স্ববশ হবে,
কর্‌বে দিগ্বিজয় এ ভবে,
কেশরীর দন্ত ভেঙ্গে
করবে খেলা অবহেলে।

(৩৫৫)

চল্ রে সবার প্রাণে চির-উল্লাস দানে
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে,
দিগন্ত দূরে যারা, ছুটিয়া আসুক তারা,
ভক্তের প্রাণভরা প্রেমফুল-গন্ধে।

যাঁহারা গাহিল তাঁর মঙ্গল-নাম,
যাঁহারা দেখিল তাঁর রূপ অভিরাম,
নয়নের সুরধনী-ধারায় ধরণীখানি
ভিজায়ে রচিল যাঁরা তাঁর প্রেমধাম,
তাঁহাদের হরষের সুকোমল পরশের
মহিমা গাহুক পথ নাচি' নানা ছন্দে।
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে।

কে কাহার ছোট আর কে কার বড়,
সকল বিচার আজি তুচ্ছ কর ;
সবারে লইয়া বুকে নাম-মধু-রসে সুখে
প্রেম-সুধা দিকে দিকে শুধু বিতর ;
অকূলে মিলুক কূল, সবার ভাঙুক ভুল,
বিদূরিয়া সঞ্চিত যত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে।
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে।

দুঃখের বড় ভয় ছিল রে সবার,
বিব্রত নিয়া শুধু সুখ যার যার ;
নিজেরে করিতে সুখী কেবল হইল দুখী
যতই না প্রয়াসী সে হল বার বার ;
দুঃখ করিতে দূর যত আছে সুরাসুর
সকলেরে মজাইব নাম-মকরন্দে।
প্রীতি-সুমধুর গানে মিলন-আনন্দে !

(৩৫৬)

এস হে অতীত চির-পুরাতন,
চির নূতনের বেশে,
স্বেচ্ছাবরিত এস হে দুঃখ
তৃপ্তির হাসি হেসে।

পরের লাগিয়া কৃচ্ছ্র-বরণ,
বিশ্বের তরে হৃদি-বিদারণ,
নিজেরে দানিতে শত শত বার
জীবহিতে নিঃশেষে,
এস হে প্রবীণ প্রাচীন জীবন
নবীনের নব দেশে॥

ভবিষ্যতের মহান্ধকারে
জ্বালাতে প্রদীপ-মালা
এস হে অতীত, এস বারে বারে
সাজায়ে বরণ-ডালা,
যারা আসে নাই, আসিবে তাহারা,
ভাঙিবে তাহারা মিথ্যার কারা,
মুক্তির মহামঙ্গল তারা
বিলাবে নির্ব্বিশেষে।

(৩৫৭)

কেদারা ; তেওড়া

ঋষির ভারতে এসেছে আবার
ঋষি-জীবনের শিক্ষা, *
হে নবভারত, লহ নতশিরে
এ নবীন মহাদীক্ষা॥

---

* এই গানটির কিয়দংশ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের রচনা, কিয়দংশ বাঘাউড়া-নিবাসী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর। এই গানটী ওঙ্কারের জয়যাত্রা ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

মন্দির

নিজের চরণে করি' নির্ভর
দাঁড়াও আবার বহুকাল পর,
নিজ বাহুবলে জিনিয়া বিশ্ব
না চাহি কাহারো ভিক্ষা ॥

অতীতের যশো-গৌরব-গান
নব মূরতিতে লভুক পরাণ,
কত যুগ ধরি' যে মহাচিত্র
করিছে কাল-প্রতীক্ষা ॥

আবার জাগাও জাতির চেতনা,
আবার ঘুচাও দেশের বেদনা,
স্বাবলম্বনে আত্মবলের
দাও কঠোর পরীক্ষা ॥

(৩১৮)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্।
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক প্রেম-বন্ধন,
স্মৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা ;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

(৩৫৯)

সবার নয়নে ফুটুক আজিকে
অনন্ত-জোড়া এক রবি,
কত বিচিত্র রূপ দিকে দিকে
সব মিলে হোক্ এক ছবি।

মন্দির

যত মুনি, তত ভিন্ন মত ;
যত মত, তত পৃথক্ পথ,
সবারে বাঁধিয়া বাহু-বন্ধনে
পূর্ণ হইবে এক মহৎ ;
সকলের মন এক ক'রে নিয়ে
সবারে বাঁধিয়া এক হৃদি দিয়ে
কলকল রবে মহা-গৌরবে
সিন্ধু কাবেরী জাহ্নবী
পরমানন্দে নৃত্য-ছন্দে
সাগরের বুকে এক হবি ॥

ভেদ-বিচ্ছেদ মিথ্যা রে,
মিলন সবারে নিস্তারে,
মিলনে পুণ্য, মিলনে ঋদ্ধি,
মিলনে শক্তি বিস্তারে,
সবারে দানিয়া প্রাণের শুদ্ধি
সবারে বিতরি' বিপুল বৃদ্ধি
মহামিলনের সাধিয়া সিদ্ধি
কর্ম্মযোগের হোক্ কবি,
যে যেখানে আছে সুদূরে কি কাছে,—
মহাযজ্ঞের সেও হবিঃ ॥

(৩৬০)

দেশ ; দাদ্‌রা

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই।

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"।

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই।

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই।

(৩৬১)

হে মানুষ! তুমি
আত্মপ্রকাশ কর।
তোমার অভয় মূরতিখানিরে
বিশ্বের মাঝে
সবলে খুলিয়া ধর॥

তোমারে বোঝে না তোমারে জানে না,
তাই ত' তোমারে কেহই মানে না।
তোমারে দেখিলে বুঝিতে পারিত,
দেবতার চেয়ে
মানুষ কত যে বড়॥

জগতের কাছে মানুষের জয়গান,
গাহিবার তরে ব্যাকুল আমার প্রাণ;
তোমারে চিনিলে একটী প্রাণীও
থাকিত না আর
প্রাণভয়ে জড়সড়॥

(৩৬২)

হে মানুষ! তুমি
ধ্যানের দেবতা মোর,
তোমার অতীত-ভবিষ্য ভাবি'
বুকে মম বাড়ে জোর।

কেবল স্বার্থ, কেবল দ্বন্দ্ব
সকলের আঁখি করিল অন্ধ,
কথা হারাইল সহজ ছন্দ,
চৌদিকে তমোঘোর,
অবিরাম শুধু ওঠে কোলাহল,
বেসুরা বেতাল শোর,—
তোমারি ত' পানে তবু তাকাইয়া
আমার চিত্ত-চকোর।

সকল বিকল বিভল বুদ্ধি
তোমার পরশে কর হে শুদ্ধি,
মিথ্যার সাথে মিতালি-বৃদ্ধি
ফিরাক আপন মোড়,
মানুষের সাথে মানুষ বাঁধুক
অক্ষুরণ প্রেমডোর॥

(৩৬৩)

হে মানুষ! আমি
তোমারেই যেন পাই!
তোমারেই বুকে ধরিয়া আমার
পিপাসা মিটাতে চাই ।।

বিশ্ব ও ভগবানের মাঝারে
সীমা-অসীমের মহা-অভিসারে
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিতে
তুমি ছাড়া কেহ নাই ।।

তাই ত' আজিকে মানুষ হইয়া
আসিয়াছি আমি ভূতলে নামিয়া
শুধু বলিবারে,—"যত আছে জীব,
সবাই সবার ভাই ।"

(৩৬৪)

"আচণ্ডাল ব্রাহ্মণেরে *
ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে
জাগাও জাগাও আজি
ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মহাতানে ।

---

* ইহা সঙ্গীত না হইলেও বহু সভাস্থলে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে গীত হইয়া থাকে ।

মন্দির

অতীতের অন্ধকার—
আত্ম-অবিশ্বাস কর দূর,
নীচতা-হীনতা-বোধ
শত খণ্ডে কর আজি চুর!

বীর্য্যবান্ ব্রাহ্মণের
তপস্যার কুণ্ঠাহীন বল
ছোট-বড় সকলের
মর্ম্মদেশ করুক নির্ম্মল।

ঋষি-মহর্ষির সুত
ঋষিতুল্য তপঃপুঞ্জ হোক্,
স্বর্গের নন্দন-শোভা
লভুক কদর্য্য মর্ত্ত্য-লোক।

শোক-তাপ-জর্জ্জরিত
প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে
মৃত্যুহীন পারিজাত
ফুটুক আজিকে থরে থরে।

(৩৬৫)

হে মানুষ ! তুমি বিশ্বের সেরা সৃষ্টি।
উচ্চ-নীচের বিভেদ কেন হে
মানিবে তোমার দৃষ্টি ?

ক্ষুদ্র-বৃহতে সমান জানিয়া
পরম সোহাগে বক্ষে টানিয়া
কেন না তোমার উদার হৃদয়
করিবে স্নেহের বৃষ্টি ?

উঁচু-নীচু,—সে ত' দেখিবার ভুল,
মানুষের কাছে সবই সমতুল,
সবারে সমান দেখিতে পারাই
মানুষ-জাতির কৃষ্টি।

(৩৬৬)

জাতের কথা তুলিস না আর,
জাত দিয়ে তোর হবে কি ?
যেদিন কায়া কর্‌বি বদল
জাতের সেদিন রবে কি ?

মন্দির

জন্মকালে জাতের চিহ্ন
থাকে রে কার ভিন্ন ভিন্ন ?
সঙ্গে নিয়ে আসে কেটা
পৈতা, তিলক আর টিকি ?

বামুন-শূদ্র ভাবিস্ বৃথা
সবার যে একই পিতা,
সবার উপর সমান ভাবে
একজনার স্নেহের আঁখি !!

হিন্দু-ম্লেচ্ছ মিথ্যা হিসাব,
সেই ত' বড় যার বড় ভাব,
কর্ম্ম দিয়ে হ'লে কুলীন
জন্মটারে দেয় ঢাকি' ।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে ক'রে দ্বন্দ্ব
জাত-বিচারে হ'স্‌নে অন্ধ,
"সবাই যে এক" বুঝার আগে
পরম পাবার ঢের বাকী ।।

(৩৬৭)

জাত-বেজাতের গলদ গ'ড়ে
আসল জাতের গণ্ডগোল,
যা ছিল জাত হ'ল বেহাত—
পিতৃ-পরিচয়েই ভুল।

কে এল ভাই কোথা থেকে
কেউ জানে না সত্যতঃ,
তথাপি দেখ্‌লি না ভেবে
নিজ পরিচয় তত্ত্বতঃ,
হুকা-নলচে ছোঁয়াছুয়ি
বিচার যে কলহের মূল।

উচ্চ-নীচের ভেদ-বিবাদে
জন্ম-জাতিই দ্বন্দ্ব সাধে,
জন্ম-জাতি কার যে কিবা
কেউ ভাবে না একটীবার,
সেই বড় জাত হ'য়ে আছে
যার বচনে অধিক ধার,
শমন কিন্তু ছাড়বে না রে
তোদের কারো একটী চুল ॥

সময় থাকুতে নে রে বুঝে
আসল-জাতের মূলটী কে,
তাঁরে যদি চিনিস্ তবে
কতক্ষণ আর ভুল টিকে ;
তাঁহার স্নেহের দৃষ্টিতে ভাই
সকল জাতিই সমতুল ॥

(৩৬৮)

শূদ্র রে তুই ক্ষুদ্র নহিস্,
জন্মমাত্র সবার হয়,—
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে,—
শূদ্র নামেই পরিচয় ॥

তার পরেতে সাধন ক'রে
আত্মজীবন তুললে গ'ড়ে
শূদ্রতা আর তুচ্ছতা সব
ব্রাহ্মণত্বে পায় বিলয় ॥

বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠাদি
জন্মেছিল কে ব্রাহ্মণ ?
ব্রাহ্মণত্ব দিল তাঁদের
অমূল্য তপস্যা-ধন ;—
ব্রহ্মবলে জগৎ-পূজ্য,
জন্মবলে কিছুই নয় ॥

ভয়-ভাবনা কর্ পরিহার,
জাগ্‌রে ব্রহ্ম-সাধনে,
চূর্ণিত কর্ পায়ের শিকল
লোক-প্রথার বাঁধনে ;
সাধন-বলে দেখ্‌রে সবে
নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মময় ॥

(৩৬৯)

যাহারা আমার বিরোধ করিছে,
তাহারা আমার শত্রু নয়
বিরোধ করিয়া সতর্ক করে,—
এ নহে আমার বলক্ষয় ॥

মন্দির

শূদ্রের মুখে তুলিয়া অমিয়
করিয়াছি নাকি পাপ,
শিরোপরি নাকি ঝরিছে আমার
শাস্ত্রের অভিশাপ ;
বালোচিত যত জল্পনা শুনি,
চিত্তে আমার নাহিক ভয় ॥

যে আছে শূদ্র, যে আছে নারী,
সবারে লইয়া জমাইব পাড়ি ;
ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ বারিধি
নিশ্চিত আমি করিব জয় ।

(৩৭০)

যাহারা আমার করিছে বিরোধ
তাহারা শত্রু নয়,
শত্রুর বেশে মিত্র তাহারা,
কেন রে করিব ভয় ?

মন্দির

আচরণে আর বচনে যে যাই হোক্,
ভবিষ্যতের ফলটুকু শুধু দেখিবে আমার চোখ,
যার যা বলার, যার যা করার,
বলুক, করুক, সবই উপহার,
দীর্ঘ আমার যাত্রাপথের
পাথেয় সুনিশ্চয়,
গ্রহণ করিব আনন্দ-ভরে
অবাক্ সবিস্ময়॥

অমৃতের সাথে মৃত্যুর কভু
কলহ হ'তে কি পারে ?
মৃত্যু অমৃত হ'য়ে যায় বারে বারে।
যত বিদ্বেষ, সব হয় শেষ,
শুধুই অমৃত অপার অশেষ,
ধ্বংসের যত তাণ্ডব-লীলা
সৃষ্টিতে পায় লয়,
বাধা ও বিঘ্ন করি' কলরব
গাহে সত্যের জয়।

created by Mukherjee TK, Dhanbad

(৩৭১)

ওরে, ওরে লক্ষ্মীছাড়ার দল !
জানিস্ তোরা তোদের মূল্য ?
কত তোদের বল ?

ভাবিস্ কেন, গরীব তোরা
ছোটই রইবি জন্মজোড়া ?
কেন ভাবিস্, তোদের হাতে
নাই কোনো সম্বল ?

ধ্রুবতারার পানে চেয়ে
সম্মুখেতেই যা রে ধেয়ে,
লক্ষ্যহারা হ'সনে কভু,
থাক্ রে অচঞ্চল !

(৩৭২)

কোথায় শূদ্র !
কোথায় ওরে নারী !
তোরা আমার নায়ে এলে .
এ নৌকা যাবে না হেলে,
তোদের ভারে
হবে না নাও ভারী ।

কত শাস্ত্র কত ঋষি
করল তোদের গঞ্জনা,
বোঝেনি হায় এ যে কেবল
নিজেদেরেই বঞ্চনা ;—
ব্রহ্মবিদ্যা পেলিই যদি
সবাইকে কর্ অধিকারী।

সর্ব্বজনীন ডাক এসেছে,
প্রেম-নদীতে বান ডেকেছে,
পরমসুধা বিলাইব
বামুন-শূদ্র না বিচারি'॥

(৩৭৩)

জাত্-অজাতের তর্ক ক'রে
তুচ্ছ কাজেই কাট্‌ল দিন,
অচ্ছুৎ ছোট অপাংক্তেয়ের
হিসাব নিতেই আয়ু ক্ষীণ॥

মন্দির

ভাবলি না তুই, আসল মানুষ

নয়কো পশু, নয়কো ফানুস,

নয়কো ঠুনকো কাচের পাত্র,

নয়কো বস্তু তত্ত্বহীন,—

মানুষ সত্যযুগের আলো,

সরস্বতীর হাতে বীণ্ ॥

দুর্ব্বলতায়, মিথ্যাতে আর

কুসংস্কারে অন্ধ তুই,

পায়ের তলায় দল্‌লি রে ভাই,

বন-চামেলীর গুচ্ছ, যূঁই ;

গন্ধরাজের গন্ধ হা রে

একটু আকুল কর্‌ল না রে,

শুণ্‌তে গাছের শিকড়-বাকড়

শুঁকুলি পচা ঘৃণ্য ভুঁই ;—

মনের সকল উচ্চ আবেগ

জঘন্যতায় নিত্য লীন।

শিউলি, বকুল, নন্দদুলাল
ফুট্‌ল কত, ফুট্‌ল রে—
তোর মনে নাই প্রীতির চিহ্ন,
ঘৃণাই উথ্‌লে উঠ্‌ল রে ;
ঘৃণা করাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম,
ঘৃণার শাস্ত্র জুট্‌ল রে,
শাস্ত্রবাণীর হাজার অর্থ—
মর্ম্ম ধূলায় লুটল রে,
আসল ভু'লে নকল তু'লে
আস্ফালন কি অন্তহীন !

(৩৭৪)

কার যে কি জাত
কেউ জানে না ভাই ।
তবু দেখ, তাই নিয়ে হায়
গণ্ডগোলের অন্ত নাই ॥

তুই ছোট আর আমি বড়
কারণ আমিই কথায় দড়,
কর্ম্মবিমুখ বুদ্ধি-জড়
তবু সবার প্রণাম পাই ।

মন্দির

হায় কুবুদ্ধি ! করবি না কাজ,
সাধন-ভজন রাখ তুলে,
প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রী তুই
নির্ভয়ে ভাই যা ভু'লে ;
মান্‌বে না কে শ্রেষ্ঠতা তোর,
আছে যতক্ষণ বড়াই ?

পূর্ব্বপুরুষের মহিমা
ভাষার অতীত, ছাড়ায় সীমা,
তাই নিয়ে হায় চলবে কতদিন
কাউকে কিছু দিলি না রে
চাইলি পূজা বারে বারে,
জগৎ-জোড়া বাড়্‌ল শুধু ঋণ।
দু'দিন পরে দেখ্‌বি রে তোর
তিন ভুবনে নাইকো ঠাঁই ॥

(৩৭৫)

মাগো, জাগ্‌বে কি এরা জাগ্‌বে কি ?
বজ্রগম্ভীর হুঙ্কারে কাজে
লাগ্‌বে কি, এরা লাগ্‌বে কি ?

ক্ষুদ্র স্বার্থে পদতলে চাপি'
ভূমা-সমুদ্রে পড়িবে কি ঝাঁপি',
কল্পনা-ছবি করিতে সত্য
মৃত্যু-মিলন মাগ্‌বে কি ?

চির-আলস্য করি' পরিহার
করিবে কি হারা-নিধি উদ্ধার ?
পাষাণ-প্রাচীরে করি' কর্দ্দম
বক্ষ-শোণিত ঢাল্‌বে কি ?

কুটীরে কুটীরে ঘনান্ধকার,
করিবে কি তারে এরা ছারখার ?
বুকের পাঁজরে আগুন ধরায়ে
জ্ঞানের আরতি জ্বাল্‌বে কি ?

(১৭৩)

আর কেহ তোর মধুর বীণা
শুন্‌ল কিনা,
সেই দিকে তুই মন দিবি না।

আপন ভাবে বিভোর হ'য়ে
তোর গাথা তুই যা না গেয়ে ;
প্রাণের পুরে গোপন সুরে
ভাব্‌না বিনা।

যাদের দেহে পরাণ আছে,
আপনি ছুটে আস্‌বে কাছে
প্রাণের ঝোঁকে আস্‌বে বুকে
সব অচিনা।

(৩৭৭)

খাম্বাজ ; একতালা

পরকে যারা আপন ভাবে,
তারাই আমার আপন জন।
তারাই আমার আঁখির তারা,
তারাই আমার হৃদয়-ধন।।

ছোট-বড় সবার তরে,
যার নয়নের ধারা ঝরে,
দুঃখী জনার দগ্ধ প্রাণে
ঢেলে দেয় তার সরস মন।।

মন্দির

পথ-ভোলারে আনতে পথে,
যে পারে তার জীবন দিতে,
ব্যথিত জনে কোল পেতে দেয়
পতিতকে দেয় আলিঙ্গন,
সর্ব্বহারা অনাথ জনে
সকল করে সমর্পণ।

(৩৭৮)

আমার যারা আপন তারা
ক'দিন দূরে থাকতে পারে ?
চাই কি না চাই, প্রাণের টানে
আসবে বুকে বারে বারে।

কার লাগি' মোর কাঁদে হৃদয়,
মুখ ফুটে তা' বলতে কি হয় ?
আমার সাথে এক বেদনায়
ভাসবে সবাই অশ্রুধারে।

এক ছাঁচে সব গঠন ক'রে,
রাখ্‌ল ঠাকুর দূরান্তরে,
কাজের সময় আসলে দেখিস্‌
কেউ সুদূরে রইতে নারে।

(৩৭৯)

প্রেম কি রে ভাই সহজ জিনিষ
প্রেমের বলে কি না হয় ?
প্রেমের বানে যায় রে ডুবে
উন্নতশির হিমালয় ।।

পাষাণ গলে প্রেম-পরশে,
দগ্ধ মরু স্নিগ্ধ রসে,
চিনতে পারে আপন জনে,
অন্তরে হয় পরিচয়,
দ্বন্দ্ব-বিভেদ দূর হ'য়ে যায়,
দূর হ'য়ে যায় সকল ভয় ।।

সেই প্রেমেরই উপাসনা
করবে তোরে সিদ্ধমনা,
আপন জনায় কাছে টেনে
করবে রে তোর বুকে লয়,
দেখ্‌বি তখন বিশ্বভুবন
শুধুই যে তোর ইষ্টময় ।

(৩৮০)

তোর কি মনে থাকে না?
জগৎ-মাঝে সবার কাছে
আছে রে কত দেনা?

প্রতি বিন্দু রক্ত রে তোর,
দিলেও ঋণের নাহিক ওর,
লক্ষ জনম দিলেও ঢেলে
এ দেনা শোধ হবে না॥

জন্ম জন্ম আস্‌তে হবে
এই অনিত্য মিথ্যা ভবে,
বিশ্বজনার সেবার তরে
হ'য়ে যে আছিস্ কেনা॥

(৩৮১)

খাম্বাজ

মানব জীবন গেল বৃথা ব'য়ে,
কাটাইবি কত কথা ক'য়ে ক'য়ে?
হে লায়-খেলায় রহিলি ভুলিয়া,
কেঁদে যে মরিবি সুযোগ হারায়ে॥

আলসে আলসে গেল চ'লে দিন,
জরা এল দেহে, আয়ু হ'ল ক্ষীণ,
জগতের সেবা না করিলি কিছু
রহিলি শুধু যে আপনারে লয়ে ।

নর-নারায়ণে না করিলি পূজা
বহিলি কেবলি লোক-লাজ-বোঝা,
কুপথে চলিয়া মিছা অভিনয়ে
জীবন-যৌবন দিলি যে খোয়ায়ে ।

শ্রীহরির পূজা জীবে পূজা দিলে,
জগত-মঙ্গলে শ্রীহরিরে মিলে ;
পাবি তাঁরে পূর্ণ আত্ম-সমর্পিলে,
পাবি না কখনো শুধু ফাঁকি দিয়ে ॥

(৩৮২)

তুই যে রে ভাই করিস্ সেবা,
কে দিল সেই অধিকার ?
সেব্য যে জন, সেই ত আসল !
তোর আর কিসের অহঙ্কার ?

আর্ত্ত হ'য়ে কাঁদছে যে কেউ,
সুযোগ পেলি তার সেবার!
সেবা ক'রে ধন্য যে তুই,
রাখ্‌বি মনে বারংবার ॥

নারায়ণের মূর্ত্তি ওরা
ধ্যানেতে কর আবিষ্কার ;
জীবন-প্রভুর দেখা পাবি
ওদের মাঝেই পরিষ্কার।

ওদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ
পরম-দাতার পুরস্কার,
সেবাতে হও অনুরক্ত,
স্বার্থবিহীন, নির্ব্বিকার।

(৫৮৩)

ইমন-কল্যাণ ; একতাল।

তোমার সুখের অমরা-কুঞ্জে
প্রাণের আমার কামনা নাই,
শত মাথা যেথা নত হ'য়ে থাকে
সুখ-মাঝে সেথা বেদনা পাই ॥

মন্দির

মেঘ-মল্লার মধুর আলাপ
হরষের বান ডাকে না প্রাণে,
উল্লাসে হৃদি উঠে না নাচিয়া
সুর-শিল্পীর উছল গানে ;
বেদনা সহিয়া মরিছে কাঁদিয়া
যবে শত কোটি আমারি ভাই।

উজল উষার অরুণ কিরণে
বিভল হইতে ডেকো না মোরে,
কত নরনারী মোহে অচেতন
অমা-যামিনীর তমসা-ঘোরে ;
সবার নয়নে আলো না জ্বালাতে
এদের কেমনে ছাড়িয়া যাই ?

আশার প্রাসাদ চাহিনা গড়িতে,
চাহিনা লভিতে অমর যশ,
ধনের লালসে পাসরি' লক্ষ্য
চাহি না বিশ্ব করিতে বশ
দীনের সেবায় সঁপিয়া জীবন
জনম মরণ ভুলিতে চাই।

(৩৮৪)

মিশ্র ভৈরবী : ঢিমা-তেতালা

জীবন সঁপিলে যদি
তোমার চরণ পাই,
হৃদয় চিরিয়া দিতে
তিলেক বেদনা নাই ॥
নিজ হাতে আঁখি দু'টি
তুলি' দিব উপহার,
ধরার মোহন ছবি
দেখিতে চাহি না আর।
তোমারি চরণ-তলে
মেলি' আঁখি-শতদলে
আপনি লুটিয়া র'ব
মিলিলে কণিকা ঠাঁই॥
পাসরিব জগতের
সকল সোহাগ-গান,
তরল-সীসক ঢালি'
বধির করিব কাণ,
আপনি কাটিয়া শির
পড়ি' পায়ে জননীর
মরণে অমর-সুধা
সতত সেবিতে চাই ॥

মুছে যাক্ বুক-জোড়া
আদরের আশারাশি,
থেমে যাক্ মুখভরা
হরষের হাসাহাসি,
মোর জীবনের আলো
এখনি নিভিলে ভালো,
আমার মরণে যদি
জাগে শত-কোটি ভাই ॥

(৩৮৫)

যত আছে মনে ভয়,
সব কিছু কর জয়,
জগতের যত মহৎ ভাগ্য
মহাসাহসীরই হয়,
বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা
ভীরুর ভোগ্যা নয় ॥

মন্দির

মনের দুর্ব্বলতা
কহিয়া মিথ্যা কথা
বিরত তোমারে রাখিছে কর্ম্মে,
শক্তির অপচয়
করিছ কেবল বসিয়া বসিয়া
ভাবিয়া, কি জানি হয়॥

দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব যত
কর তব পদানত,
কর পরাহত বীর বিক্রমে,
চিরতরে কর লয়
মনের বাতুল কল্পনা, যারা
ভাবে তব পরাজয়।

আত্ম-অবিশ্বাস
গলায় পরায় ফাঁস,
ছিন্ন তাহারে করহ এখনি,
আর বিলম্ব নয়।

কর মস্তক চির-উন্নত
নির্ভয় অক্ষয়।
বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা,
ভীরুর ভোগ্যা নয়।

(৫৮৬)

ভূপালী ; ঢিমা-তেতাল

তোকেই জাগাতে হবে
ঘুমন্ত জগৎখানি,
তোকেই শুনাতে হবে
পরম-অভয়-বাণী।

প্রদীপ্ত রবির কর
বরষিয়া খরতর
তোকেই তাড়াতে হবে
তমোময়ী নিশীথিনী।

জ্ঞানের ছুরিকা দিয়া
আঁখি-যুগ পরশিয়া
তোকেই কাটিতে হবে
সবার চোখের ছানি।

কর্ম্মের প্রেরণা বলে
উঠাইবি অবহেলে,
প্রেমের তাড়িত স্পর্শে
ঘুচাবি ঘুমের গ্লানি।

জ্বলন্ত জীবন তোর
হুঙ্কারিবে মহাঘোর,
আলস্য-নিথর জড়ে
সংগ্রামে লইবে টানি'।

দিকে দিকে মহিমার
পুঞ্জিত পৌরুষ-ভার
বিশ্বেরে করিবে মুগ্ধ,
নত-শিরে বদ্ধ-পাণি।

(৩৮৭)

মাটিতে যাহারা পচিল ভাই,
শ্মশানে যাহারা হইল ছাই,
আবার আসিবে তারা,
আমার নয়নে নয়ন মিলায়ে
ফেলিবে অশ্রুধারা।
আবার আসিবে তারা।

দূরে অতি দূরে গেল চ'লে,
কিছু ব'লে, কিছু নাহি ব'লে,
সবাই আবার ফিরিয়া আসিবে
প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা ;
সুরের মোহন মুরলী বাজিয়ে
মুক্ত, বাঁধন-হারা,
আবার আসিবে তারা ।।

গেছে চ'লে, তবু কাঁদি না ভাই ;
গেছে চ'লে, তবু যাওয়া যে নাই ,
গেছে চ'লে ফিরে আসিবে বলিয়া,
অন্তরে জাগে সাড়া ;
সবারে হারায়ে বুঝেছি চরম,
কেহ নহে মোরে ছাড়া ।
আবার আসিবে তারা ।।

আবার আসিবে হাসিতে হাসিতে
সোহাগ-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে
মিলন-মালায় গাঁথি' বনফুল,
গাঁথি' আকাশের তারা ;
আবার আসিবে তারা ।।

(৩৮৮)

সেদিন তারে পাবে,
হৃদয়-নিধির লাগি যেদিন
কেঁদে বুক ভাসাবে।

যেই দেহটী এতই প্রিয়
তার পানে না চাবে ;
দিন-রজনী রইবে ডুবে
নামের মহাভাবে ॥

যেদিন সকল ইন্দ্রিয়-সুখ
আলুনি লাগিবে,
সকল কথা ছেড়ে জিহ্বা
শুধু নামই গাবে ॥

চক্ষু যেদিন রূপের তৃষায়
জগৎ ভুলে যাবে,
তপ্ত তনু কল্পতরুর
ছায়াতে জিরাবে ॥

ছোট-বড়'র প্রভেদ ভুলে
সবারে কোল দিবে,
কুকুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন
প্রসাদ জ্ঞানে খাবে ।।

নিত্যমধুর নামের স্বাদে
জগৎ ভুলে যাবে,
শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ-তলে
আনন্দে লুটাবে ।।

(৩৮৯)

জীবন শুধুই নয় হাহাকার,
নয় রে শুধুই বন্দিশালা,
নয় রে শুধুই বিছার কামড়,
নয় রে শুধুই বিষের জ্বালা ।।

অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীর
কাণ্ড দেখে হ'স্‌নে অধীর,
আপন জনার ভালবাসা
নয় সকলি কাঁটার মালা ।।

মিথ্যা অবিচারের পাছে
পরম প্রভুর দয়াই আছে,
সকল অত্যাচারের মাঝে
তাঁর করুণাই হৃদয়-ঢালা॥

(৫৯০)

আমার পথেই চল্‌ছি আমি,
বিঘ্ন দেখেও যাইনি থামি',
তাইতে কেন রাগ হ'ল রে তোর?
তোর কথা তুই বল্ না রে ভাই,
আমার তাতে আপত্তি নাই,
আমায় নিয়ে তুলিস্ কেন শোর?

"উঠবে সবাই একই রথে
চল্‌বে সবাই একই পথে,"—
তারাই ভাবে যারা মূর্খ ঘোর;
এক রকমে কাঁদে কি রে
ভাসে যখন অশ্রু-নীরে
পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ ও কিশোর?

আপন পথে চল্‌বে সব,
জম্‌বে তাতেই মহোৎসব ;
নিজের পথে থেকেই বাড়া জোর।
নিজের শয্যা-তলে শুয়ে
মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে
চখ্‌ খুলে দেখ্‌ ঐ হয়েছে ভোর।

(৩৯১)

শ্মশান-কালীর মুণ্ড ছিঁড়ে
গেণ্ডুয়া আজ খেল্‌বি কি রে ?
মৃত্যু-কুটিল হাস্য হাসে
সর্পেরা ঐ শিবের শিরে।

মিত্রেরে আজ শত্রু ভাবি'
দৈত্যেরা ঐ আস্‌ল ঘিরে,
আপন বক্ষে অস্ত্র হানে
উৎপাটিয়া অক্ষিটীরে।

দিগ্‌বিদিকে ভয়ঙ্করী
মূর্ত্তি,—ছিন্নমস্তা কি রে ?
ওষ্ঠ কাঁপে হিংস্র সুখে
তৃপ্তি যে তার নিজ রুধিরে।

মন্দির

হিংসা রে ! তুই অন্ধ হ'য়ে
ঘুরবি কত পঙ্ক-তীরে ?
শান্তি পাবি আয় রে ফিরে
আমার স্নেহের বক্ষ-নীড়ে ।।

(৩৯২)

ভৈরোঁ

জাগো জাগো—*
জাগো ব্রাহ্মণ, জাগো শূদ্র,
জাগো সম্রাট, জাগো ক্ষুদ্র ;—
জগ-জন-মঙ্গল কাজে
সবে লাগো, সবে লাগো।
জাগো, জাগো, জাগো॥

(৩৯৩)

অলস নিদ্রায় আর
কাটায়োনা কাল।
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল॥

* এই গানটী 'ওঙ্কারের জয়যাত্রা' ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

মন্দির

কঠোর বন্ধুর পথ,
তথাপি নির্ভয়,
যেন তব মনপ্রাণ
সারাদিন রয়,
তোমার সহায় সদা
পরম দয়াল।
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল॥

নিজে জাগো, সকলের
ভাঙ্গো ঘুম-ঘোর ;
জাগো বৃদ্ধ, জাগো যুবা,
জাগো হে কিশোর,
নামে-প্রেমে ত্রিভুবন
করহ উতাল।
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল।

(৩৯৪)

(আগে) জাগা নিজের প্রাণ, *
তবে ত' ভাই উঠ্‌বে জেগে
বিশ্ব জগৎখান ॥

চিত্ত যদি রইল ডুবে
মোহের তিমির মাঝে
জাগ্‌বে ত্রিভুবন কিরে তোর
দেহের বাহ্য সাজে ?
ভুল্‌বে না কেউ কপট সাধুর
দেখে বিপুল ভাণ।

দেশের কাজে দশের কাজে
কর্‌লি ডাকাডাকি,
ডাক্‌লি না ত' দিলি কেবল
নিজের কাজেই ফাঁকি ;
কেউ দিল না হায়রে সাড়া
শুনেও তোর আহ্বান ॥

---

* এই গানটির প্রথম তিন পংক্তি "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

প্রাণ দিবি ত' প্রাণের মূল্য
বাড়িয়ে নে ভাই আগে,
মরা প্রাণের বিসর্জ্জনে
দেশের প্রাণ কি জাগে ?
জীবন্ত প্রাণ বলিই হ'ল
আসল আত্মদান।

(৩৯৫)

আজি আনন্দে উথলিবে ধরা
গলিবে আজিকে পাষাণ প্রাণ
শুনিয়া তোদের প্রাণভরা ডাক
শুনিয়া তোদের প্রণব-গান ॥

ছোট-বড় সব ভেদাভেদ ভুলি'
সবারে আজিকে নিবি কোলে তুলি'
সবারে হাসাবি, সবারে কাঁদাবি,
সবারে করিবি অর্ঘ্য-দান ॥

সবার লাগিয়া জীবন যে তোর,
তাই আজি মোহনিশা হ'ল ভোর ;
তোর জীবনের মাঝে হ'ল আজি
পরমপ্রভুর অধিষ্ঠান ;
তাঁরি কাছ থেকে এসেছে আজিকে
নব-জীবনের এ আহ্বান ॥

(৩৯৬)

ঘুরিলাম কত দিগ্‌দেশ,
কত যে বেদনা বুকে বিঁধিল শেলের মত
কহিয়া না হয় তার শেষ।

সুধাইনু কত জনে, "বলিতে কি পার গো ;
আমার প্রাণের প্রিয় কে ?"
সবাই কহিল,—"জানি, আসো কাছে আরো গো,
তবে ত' তাঁহার কথা কই !"
কাছে গিয়ে দেখি হায়, সকলি শুধু কথায়,
যত বেশী দিন যায়, তত কথা বেড়ে যায়,
প্রাণের আকুতি কেহ বুঝিল না লেশ,—
ঘুরিলাম, ঘুরিলাম, শুধু দেশ ঘুরিলাম,
সীমাহীন সে পথ অশেষ ॥

গায়ে কাঁটা পায়ে কাঁটা, কত চলে পথ হাঁটা,
কত চলে বৃথা খাটা কেবলি বিকার ঘাটা ?
মতামতে হাতাহাতি, হানাহানি দিবারাতি,
দেখিতে নয়নে বাজে ক্লেশ,
ইহারি লাগিয়া কিগো তেয়াগি সুখের নেশা
পরিয়াছি বিরাগীর বেশ ?

ছাড়িলাম ছুটাছুটি, পায়ে পায়ে লুটালুটি,
ধরিলাম চাপি' মুঠি তোমার চরণ দুটি ;
অযাচিত করুণায় জাগিলে দীন হিয়ায়,
সকল ব্যথার হ'ল শেষ ;
বুঝিলাম রেখেছিলে আমারে তোমারি কোলে
আঁখি-প্রহরায় অনিমেষ ॥

(৩৯৭)

কেদারা ; ঢিমা-তেতালা

যে পথে টানিয়া লহ
সে পথে চলিতে পারি।
তোমারে দিয়েছি সব,
আমি যে চির-তোমারি ॥

বিষাদ আঁধারে রাখ,
তাতেও অসুখী নই ;
হরষ পাথারে রাখ,
জানি না ক' তোমা বই,
হৃদি-বন-ফুল-চয়
সবই তব প্রেমময়,
তোমারি এ সুখ-দুখ
এ মোর হৃদি-বিহারী ॥

জীবন যৌবন আমি
তোমাকেই সঁপিলাম
তোমার চরণতলে
আমার পরম-ধাম,
শুধু এই আকিঞ্চন
হে মোর জীবন-ধন,
তব নাম লাগি' মোরে
রাখিও চির-ভিখারী ॥

(৩৯৮)

ইকি অপরূপ দেখি
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
তোমারি অতুল বিভা
ছড়ায়ে রেখেছ নাকি ?

মন্দির

শত ইন্দ্রধনু-রাগে
তোমারি সুষমা জাগে,
অনায়াসে অনুরাগে
অনিমেষে চেয়ে থাকি ॥

গ্রহ-তারকার দল
তব রূপে ঝলমল
আঁখি করে ছলছল
কেমনে রুধিয়া রাখি ?

চাঁদের জ্যোছনা-ধারা
করে মোরে মাতোয়ারা,
ঊষার অরুণ সাড়া
পরাণ লহে গো ডাকি'

গিরি, মরু, উপবন,
অনল, অনিল, ঘন,
নিজ রূপ অতুলন
দিয়ে কি রাখিলে ঢাকি ?

(৩৯৭)

ভৈরবী : ত্রিতাল

এসেছ কি জীবনের জুড়াইতে যাতনা
কোমল কুসুম-রাশি-হাসে ?
এসেছ কি প্রাণভরা প্রেমরাশি লইয়া
মাতাইতে নাম-মধু-ভাষে ?

হে প্রিয়তম প্রভো তুমি যে আমারি,
অণুতে-রেণুতে আমি শুধু হে তোমারি,
সে কথা জাগায়ে দিতে
মম প্রাণ-মনো-চিতে
নাচিয়া আইলে ফুল-বাসে ?

তিরপিত কামনা নিভৃত এ হৃদয়ে,
মৌন বাসনাচয় তব পরশ পেয়ে,
অপগত যত শোক
লভিয়া চরণালোক,
জ্যোছনা জাগিল অমাকাশে ।।

(৪০০)

যা-কিছু আমার আছে আপনার হাতে তুমি
লহ লহ লহ কাড়িয়া।
আমার উপরে মোর যত আছে অধিকার,
সব আজি দিব ছাড়িয়া ॥

হৃদয়-কাননে মোর যতেক কুসুম-চয়,
তুমি যদি চাহ তবে তোমাতেই হোক্ লয়,
উপাড়িয়া লহ বলে পরিতে তোমার গলে
জুড়াইতে তোমারি হিয়া ॥

আমি আছি শুধু নাথ তোমারি তরে,
প্রাণ শুধু তোমারেই কামনা করে,
মোর সফলতা শুধু তোমারে দিয়া ॥

(৪০১)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

মানুষ খুঁজিয়া মরে মানুষের মন । *
পিয়াসা-মিটান প্রাণ মানস-রমণ ॥
(হৃদয়-রতন, মনেরই মতন)

---

* এই গানটি "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" সবাক্ ছায়াচিত্রে গীত হইয়াছে।

যাঁহার সুখ-পরশে
নয়নে ধারা বরষে,
ডুবু ডুবু প্রেম-রসে
যৌবন জীবন ॥

যাঁহারে পাইলে বুকে
হাসি ফোটে সারা মুখে,
সমভাবে সুখে-দুখে
আপনার জন ॥
(পরশ-রতন, জীবন-জীবন)

(৪০২)

সিন্ধু-কাফী ; ঠুংরী

মন, সেথা যেতে চায়,
যেথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি
মানুষ হ'য়ে নাম বিলায় ॥

যেথা, ইন্দ্র ছাড়ে ইন্দ্রপদ,
কুবের ছাড়ে ধনমদ,
হ'য়ে, হরিনামে গদ্‌গদ
মানুষের পায়ে লুটায় ।

যেথা হ'য়ে নামে মাতোয়ারা
প্রেমেতে আপনা-হারা,
মানুষেরে বুকে ধ'রে
দেবতার হৃদি জুড়ায়।

যেথা, মর্ত্ত্য উঠে স্বর্গ-ভূমে,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে,
কেহ, দেবতা হ'তে না চাহে,
মানুষে মানস পায়।

(৪০৩)

হিন্দোল; একতালা

ছোট-বড় সবাইকে নেয়
কোলে রে!
যখন যারে দেয়রে পরশ
তখনি সে
সকল দুঃখ ভোলে রে!

পতিত ব'লে কর্‌বে ঘৃণা,
আমার প্রভু তেমন ত' না!
শত সুবোধ জনার সাথে
অবোধ জনেও
ডাকে মধুর বোলে রে!

নইলে কি আর আমার মত
অধমে ঐ চরণ পেত,
প্রেমানন্দের দোলায় কভু
পরাণ কেবল
দুল্‌ত কি হিঙোলে রে?

(৪০৪)
ভূপালী ; কাওয়ালী

কঠোর হৃদয় গল রে!
"জয় গুরু জয়" বল রে!

অটল পাষাণ হেন
অচল রহিবি কেন?
কোমল কমল প্রায়
মেল শতদল রে!!

ফুটা রে প্রাণের ফুল
মিটা জীবনের ভুল,
প্রেম-জলে হোক্ তোর
আঁখি ছলছল রে !
গড়ায়ে পড়ুক বারি
করি' ঝলমল রে !!

ধোয়া রে চোখের জলে
তাঁর পদতল রে !
যে চরণ লাগি' জীব-
জীবন উতল রে !
যে চরণ লাগি' কোটি
ধরণী পাগল রে !!

(৪০৩)

পূরবী-হিন্দোল ; একতালা

আমার প্রভুর দয়া সে যে
সকল জনার চিত্তহরা,
মন-ভুলান প্রাণ-জুড়ান,
সকল ভুবন পাগল-করা ।।

পাও যদি সেই দয়ার লেশ
ভুল্‌বে সকল দুঃখ ক্লেশ,
ভুল্‌বে ব্যথা, শোকের কথা,
ভুল্‌বে মরণ, ভুল্‌বে জরা।

পাপী ব'লে ঠেল্‌বে নারে,
ডাকুবে কাছে বারে বারে,
এক পা যদি যাও পিছিয়ে
সাম্‌নে এসে দেবে ধরা ;
তাই ত' তাঁরে প্রভু বলি,
তাই ত' সে মোর জীবন-ভরা।

পতিত-পাবন প্রভু আমার,
নিত্য-শরণ অনাথ জনার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ আদি
তাইতে যে তাঁর চরণ-ধরা ;
ত্রিশকোটি দেবতারা জানে
প্রভু আমার সবার সেরা।

(১০৬)

আমার প্রভু আমার সাথে
নিত্য করেন খেলা,
তাই না আজি বিশ্ব-জোড়া
সাজাই প্রেমের মেলা!

দূরকে আমি নিকট করি,
পরকে ধরি বুকে,
সান্ত্বনা দেই, অভয় বিলাই,
সকল দুঃখে শোকে,
পতিত ব'লে, অধম ব'লে
নাইক অবহেলা।

তোদের মাঝেই আমার প্রভু
আছেন চুপটী ক'রে,
তাঁর সুমধুর স্পর্শটী পাই
তোদের বক্ষে ধ'রে,
তোদের শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁর
শুনতে যে পাই কণ্ঠ উদার,
তোদের হৃদয়-স্পন্দনে তাঁর
তৃপ্তি সমুচ্ছলা,
তোদের মুখের হর্ষে যে তাঁর
দৃষ্টি সমুজ্জ্বলা।

(৪০৭)

কালাংড়া ; একতালা

তাঁর মত আর কে জানে রে
প্রাণ-জুড়ান সোহাগ-যতন,
তাঁর মত আর কে আছে রে
সকল জীবের মনের মতন ?

ভোরের পথে কে হয় সাথী,
আঁধার-ঘোরে কে দেয় বাতি,
দুখের বনে বন্ধু হ'য়ে
ভুলায় কে রে সব জ্বালাতন ?
আপন হাতে দেয় রে তুলে
সারা অঙ্গের কাঁটার গাঁথন ?

আমার সকল শোকের মাঝে
কার মধু সান্ত্বনা বাজে ?
বক্ষ পেতে রক্ষা করে
যখন আসে অধঃপতন।

কাঁহার স্নেহের উদার আলো
ভালবাসতে লাগে ভালো ?
পরম-পুরাণ হ'য়েও থাকে
যুগ-যুগান্তে নিত্য-নূতন ?

সে যে রে মোর প্রাণের প্রভু,
সে যে জগৎ-জীবের জীবন,
হেলায় খেলায় হারাই যদি
আপনি আসে আনন্দ-ধন,
আপনি মোরে কোল পেতে দেয়
সরস করে পরশ-রতন ॥

(৪০৮)

ভৈরবী ; ঝাঁপতাল

তুমিই আমার সকল রত্ন,
তুমিই আমার সকল ধন,
বল-ভরসা সবই তুমি,
তুমিই আমার হৃদয়-মন ॥

মন্দির

দুঃখ, দৈন্য, অনটন
যখন করে নিপীড়ন,
তখন তোমার চরণ-কোণে
আমার সুখের কমল-বন ।।

সবাই যখন দেয় গো ফাঁকি,
তোমার স্নেহে রাখ ঢাকি',
চোরের ভয় তার আছে নাকি
তুমিই যাহার আপন জন ?

আশার রবি-শশীর মেলা
আমার প্রাণে করে খেলা
তুমিই আমার জীবন-ভেলা,
রসের সাগর অনুক্ষণ,
তুমিই আমার উষার আলো,
চখ-জুড়ান নীল-গগন ।

তোমার মত কে আছে আর ?

তোমার প্রেমের নাই পারাপার।

তুমিই তোমার মতন ক'রে

গড়্‌লে যে এই তিন ভুবন ;

বিশ্ববাসীর চিত্ত-হরণ,

মন-ভুলান, প্রাণ-মোহন ॥

(৪০৯)

ঝিঁঝিঁট ; একতালা

অবাধ বাঁধনে বাঁধিল আমারে

সে মোর জীবন-ধন রে।

করিল শীতল যত দাব-দাহ

জুড়াইল প্রাণ-মন রে।

ভয়, সঙ্কোচ মোহ বিদূরিয়া

হতাশ জীবন দিল জাগাইয়া,

প্রেমের পরশে নামের হরষে

করিল চির-আপন রে ॥

পুলকিত তনু পুণ্য-কিরণে
টানিয়া লইল অভয়-চরণে,
স্বপনের ঘোরে কিবা জাগরণে
চির-অনাথ-শরণ রে ॥

(৪১০)

ললিত ; ঝাঁপতাল

জুড়াল জীবন আজি জুড়াইল রে !
বিরস বেদন আজি ফুরাইল রে !

ধরি' প্রিয়তম আজ
নয়ন-মোহন সাজ
ভাঙা হৃদয়-দুয়ারে দাঁড়াইল রে ॥

এস এস ব'লে ডাকিয়াছি এতদিন,
ডাকিতে ডাকিতে মম কণ্ঠ হইল ক্ষীণ ;
বিগলিত আঁখি-ধারে
কেঁদে পাই নাই যারে,
নিজ হাতে সে যে আঁখি মুছাইল রে !

মন্দির

শোয়াসে শোয়াসে যাঁর প্রেমের স্মৃতি,
দগধি' আকুল মোরে ক'রিছে নিতিনিতি,
আপনারি প্রেমবশে
আসিল সে হেসে হেসে,
সকল ব্যথার বোঝা ঘুচাইল রে ॥

(৪১১)

কানাড়া ; একতালা

সকল অনল নিভিয়া গিয়াছে
তোমার কোমল পরশে ।
সকল বেদনা ডুবিয়া গিয়াছে
চরণ-পরশ-হরষে ॥

গিয়াছে মিটিয়া আশার ছলন,
মজিয়াছে প্রেমে মম প্রাণমন,
শত কদম্ব ফুটিছে অঙ্গে
পুলক-অশ্রু বরষে ॥

বিভীষিকা গেছে অভয় বচনে,
মোহ-প্রলোভন আর নাহি টানে,
অন্ধ নয়ন গিয়াছে খুলিয়া
জ্যোতির্ম্ময় দরশে ॥

(৪১২)

ঝিঁঝিট ; খাম্বাজ

যৌবন-মন্দিরে আজি
তোমারি মুরতি হেরি'
সকল বিষয়-তৃষা
গিয়াছি চির-পাসরি' ॥

হিম-বিন্ধ্য-গিরি কোটি
আনন্দে পড়িছে লুটি',
শত রবি শশী তব
চরণ-নখর ঘেরি' ॥

শুনিতেছি অবিরাম
মধুমাখা মহানাম,
অনন্ত সাধক-সিদ্ধ
বাজায় নামের ভেরী।

(৪১৩)

ভূপালী

নিজেরে চিনিয়া লও নিজে
বাহিরের আঁখি মুদি'
চেয়ে দেখ নিরবধি
তোমার আপন রূপ কি যে !

নিজেরে ভাবিয়া অতি দীন
দেব-নর-গণে ধরি'
তাদের চরণে পড়ি'
থাকিতে চাহিছ পরাধীন ;
দেখ রে দেখ রে আসি'
আপন রূপের রাশি,—
সুষমার তুমি বারিধি যে !

কন্টক-শয্যায় রচ রে শয়ন,
বলি দাও শরীরেরে, বলি দাও মন ;
চিত্তের উল্লাস, বিত্তের উচ্ছ্বাস,
সব কিছু করহ নিধন ;
কামনায় আছ বাঁধা,
চোখে লালসার ধাঁধা,
তাই না করিছ সদা পূজা মনসিজে ॥

ডোব রে ডোব রে আজি জলধি-তলে,
তরঙ্গ যেথা নাই স্রোতের জলে ,
তোমার মুরতি রাজে
অতল গভীর মাঝে,
বিশ্বের প্রেম ঘিরি' জ্ঞানের-বীজে
ইন্দ্রিয়াতীত সুখ নিয়ত সৃজে ॥

(৪১৪)

কিবা মোহন মুরতি রে !
চিদ্‌ঘন পদ্ম বিকাশে ধীরে !

শত রাগ-মেলা
করে কত খেলা,
শান্ত বিজলী-ভাতি রে !

মরণ দুঃখ ভয়
পাইল চির বিলয়,
অন্ধকার চয়
নিমেষে করিল জয়,
দূরে পলাইল রাতি রে !

(৪১৫)

ভেদ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল সব দূর।
ভিতর বাহির এক হয়ে গেল,
আমি আজ ভরপুর।

নাহিক অভাব, নাহিক দ্বন্দ্ব,
সব একতান, একটী ছন্দ,
জানা-অজানায়, এক অনুভব,
সব গানে এক সুর।

স্থিতি আর গতি এক পরিণাম,
সকলের মাঝে শুধু এক নাম,
বিচিত্র কোটি বিশ্বের মাঝে
এক, সে যে কি মধুর!

মন্দির

(৪১৬)

বেহাগ ; একতালা

বাহিরের কোলাহল
গেল রে থামিয়া,
শান্তিময় প্রেমামৃত
আইল নামিয়া ॥

পূজারী স্পন্দনহীন,
শঙ্খনাদ নভোলীন,
পুষ্পচয় দেবতার
চরণে পড়িয়া ।

ফুরায়ে গিয়াছে আজ
বাহিরের শত কাজ,
নিবিল আরতি-বাতি
প্রাণাহুতি নিয়া ।

(সমাপ্ত)

মন্দিরের

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৪০	কত দেবতারে পূজিবি বল	১৫৭
১৫২	কলুষ-কালিমা মাখিয়া আমার	২৬০
২৭৯	কামনা ফাঁসীর দড়ি আদর করি	২৯৭
২৫০	কাম-বিহ্বল ক'রো না আমারে	২৫৮
১১	কার ঐ সুমধুর গান	২৩
৩৭৪	কার যে কি জাত কেউ জানে না	৩৮৭
৯৮	কাঁদিতে কাঁদিতে যায়	১১৮
১২২	কি আর চাহিব বল	১৪০
৭০	কিছুতেই আমি করি না ভয়	৮৬
৪১৪	কিবা, মোহন মূরতি রে	৪৩১
৩৫৩	কি লাভ হইবে দান ক'রে ভাই	৩৬৪
২০০	কে জানে ভাই চ'খ বুজিবার	২১০
৩৪০	কে দিবি জীবন আয় ছুটে আয়	৩৪৮
৪৮	কেন আমায় করলে পাগল	৬৪
৬৯	কেন আমার পিছে পিছে	৮৫
১৯০	কেন থাক দূরে দূরে, সুন্দর তুমি	২০২
২৮৪	কেবলি নিজেরে নিয়া থাকি	২৯২
৩৩	কে ভিখারী কেবা রাজা	৪৬
১৩৫	কে যে রে তোর আরাধ্য ধন	১৫২
৩১১	কেহ না জানিত ওগো এত বাধা আছে গো	৩১৮
২৪১	কৈ লুকায়ে মা আমার	২৪৯
২১১	কৈ হে আমার প্রাণের মানিক	২২৩

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৪৩	কোটি কোটি সন্তান যার	২৫০
১০	কোটি গ্রহতারা আপন কক্ষে চলে	২১
২৪৪	কোথা তব সে মুরতি	২৫১
২৩৯	কোথা মা আমার	২৪৭
৩৭২	কোথায় শূদ্র, কোথায় ওরে নারী	৩৮৪
১২৪	কোথা হে নাথ, কোথা হে বন্ধু	১৪২
১৭৯	ক্ষুধার অনল তুমিই দিলে জ্বেলে	১৯২
৭২	ক্ষুব্ধ হৃদয় মাঝে তোর	৮৯
৩৫৮	খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড	৩৬৯
১৬৫	খোঁজার মত দেখ্ না খুঁজে	১৮০
৮৩	গভীর নিশীথে তুমি চাঁদের কিরণ	১০০
১১৮	গানের পরে গান আর তানের পরে তান	১৩৫
৪৭	গোপন পূজার ধন	৬৩
৩২৫	গোপন প্রেমের সাধন আমি করব	৩৩১
৪৬	গোপনে মরম-পুরে	৬২
৩৯৬	ঘুরিলাম কত দিগ্দেশ	৪১১
২৪০	চখে, দেখি আঁধিয়ার	২৮১
২৭২	চরণে নমস্কার	২৮১
৩৫৫	চল রে সবার প্রাণে চির-উল্লাস দানে	৩৬৬
১৬৪	চোখের দেখা দেখ্লি শুধু	১৭৯
২০১	চিরদিন যাবে না রে	২১১
৩১৬	চৌদিকে ছিল শুধু মরুভূমি	৩২২
৩১৫	ছিল না কেউ বন্ধু-স্বজন	৩২১

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
২৪	তোমারে যেদিন প্রচার করিতে হবে	৩৭
৯৬	তোমাতে সঁপিয়া প্রাণ	১১৫
৩২২	তোমারে হারিয়ে হরি	৩২৭
৩৮০	তোর কি মনে থাকে না	৩৯৩
১০২	তোরা আমার আপন যদি	১২২
১০১	তোরা আমার পর কি আপন	১২১
১৫৯	তোরা কে ভাগ নিবি রে চল্	১৭৫
২৬২	তোরে যে চিনেছে মাগো	২৭১
৩২৬	থেক না থেক না দূরে	৩৩২
২২০	দয়ার ভিখারী হ'তে	২৩০
২৪২	দশপ্রহরণ-ধারিণী	২৪৯
১২০	দাও গো মোরে পাগল ক'রে	১৩৬
৬০	দিগ্ দিগন্তে ছড়ান তোমার প্রীতি	৭৮
৩০১	দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল	৩০৭
১৯৯	দিবস ফুরায়ে গেল যদি রে	২০৯
১৯৮	দিবস ফুরিয়ে গেছে, আমিও	২০৮
৫৩	দিব হে দিব হে প্রাণ	৭০
২০৮	দিবা বিভাবরী ভাবিতাম আমি	২১৯
২২১	দীর্ঘ জীবন দিয়াছ:তবুও	২৩১
১৯৪	দুখের দিনে কান্নাকাটির চেয়ে	২০৫
২৮১	দুনিয়ার যত ঠগ-জুয়াচোর	২৮৯
৪৯	দুরু দুরু কাঁপে মোর হিয়া	৬৫
১৮৪	দুঃখ দেখে পাবি কেন ভয়	১৯৬

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩৭৭	পরকে যারা আপন ভাবে	৩৯০
২২৬	পরম আনন্দময়ী ব্রহ্মরূপা	২৩৬
২২৩	পরাণ চাহিছে মাগো	২৩৩
৮২	পরাণ জুড়িয়া প্রেম-সঙ্গীত	১০০
৩০৩	পাহাড়ের ঝরণা ডাকে	৩১০
৩০১	পাহাড়ের ঝরণা রে তুই	৩০৮
১৫	পেয়েছি ভাই আসল বীজের	২৭
১২	প্রণব-কুসুম আজি	২৪
২৭১	প্রণাম করি' পায়ে	২৮০
২৭০	প্রণাম করিতে যোগ্য নহিক	২৭৮
২৬৯	প্রণাম তোমার চরণে	২৭৬
২৯৮	প্রভাতের তরুণ রবি	৩০৫
৩১৪	প্রভুরে পাইনু সাথী	৩২০
১২০	প্রভু গো দাও গো মোরে	১৩৬
৬৫	প্রলোভন যত হাতছানি দিয়া	৮২
১১৪	প্রাণ তোমারেই চায়	১৩২
২৬৩	প্রাণ তোরে ভালবাসে	২৭২
৩২৬	প্রাণপ্রিয় হে, থেক না থেক না দূরে	৩৩২
৩৩৮	প্রাণের গোপন কথাটী	৩৪৬
৯	প্রাণের বীণা মধুর সুরে	২১
৮১	প্রাণের সকল কথা	৯৯
৩৭৯	প্রেম কি রে ভাই সহজ জিনিষ	৩৯২
২৮৯	ফাঁসীর দড়ি আদর করি'	২৯৭

ক্রমিক সংখ্যা	গান	পৃষ্ঠাঙ্ক
২১৪	ফুটা মা তোর সাধের কুসুম	২২৫
৬৭	ফুলধনু হাতে কাম	৮৩
২১০	বড় সুন্দর দেখেছিনু এই ধরণী	২২১
৬৬	বন্ধনে আমি নহি বিহ্বল	৮৩
৩০৯	বাধাই যদি না এল রে	৩১৬
২৯৪	বাসনা-বাঁধন খোলা বড় দায়	৩০২
৪১৬	বাহিরের কোলাহল গেল রে	৪৩৩
২০৩	বিপথে পড়েছি নাথ	২১৪
৩০৭	বিপদ আপদ আসেই যদি	৩১৪
৭	বিলাইব অমৃত-ভাণ্ডার	২০
৩৪৩	বিষাদ মাখান মুখখানি তাঁর	৩৫১
১০৭	বুকের মাঝে যাদের পেয়ে তোমায় পড়ে মনে	১২৬
১০৮	বুকের মাঝে যাদের পেয়ে তোমায় ভুলে যাই হে	১২৭
৩৪২	বেঁচে কি হবে রে	৩৫০
৯৩	বৃথা ভাবি তুমি আছ কত না দূরে	১১১
২১৩	বৃথায় বৃথায় দিন যায়	২২৪
৩৩১	বেশী নয় বেশী নয়, একবার	৩৩৭
১৮৩	ব্যথাই তোরে পরমপ্রভুর	১৯৫
২২৭	ভয়-ভাবনা নাই মা আর	২৩৭
১৫৭	ভাবনা কর কেনে	১৭৩
৯২	ভাস্কর-রশ্মির পরশ পাইয়া যথা	১১০
৩২	ভিখারীরে তুমি করেছ ভূপতি	৪৫